~*MASUD RANA SERIES*~

Moron Jatra By Kazi Anwar Hossain

For more free Books,Songs,Software,
PC games,Movies,Natok,
Mobile ringtones,games and themes etc.
please visit
www.murchona.com/forum

Scanned By:

Abu Naser Mohammad Hossain (Sumon)

Email:

anmsumon@yahoo.com,anmsumon@gmail.com

মাসুদ রানা

মরণযাত্রা

কাজী আনোয়ার হোসেন

বারোশো প্যাসেঞ্জার নিয়ে জেনেভা থেকে রওনা হলো ট্রেন, উনত্রিশ ঘণ্টার যাত্রা, গন্তব্য স্টকহোম। যাত্রীদের মধ্যে ইরাকী স্পাই ইব্রাহিম দারু আছে, এমথ্রীএক্স ভাইরাসে আক্রান্ত, যে ভাইরাসের কোন প্রতিষেধক নেই।
ভাইরাসটা ট্রেনের বাইরে ছড়িয়ে পড়লে প্রথম দফায় এক বিলিয়ন মানুষ মারা যাবে, তারপর একে একে সব ক'টা মহাদেশের সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী সাফ হয়ে যাবে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে। ওদের কপাল ভাল কি মন্দ, তা একমাত্র বিধাতাই বলতে পারবেন. যাত্রীদের মধ্যে মাসুদ রানাও আছে। শুরু হলো রক্তবমি, জ্বর; কোটর ছেড়ে বেরিয়ে এল চোখ, মাংস থেকে আলগা হয়ে খুলে আসছে গায়ের চামড়া। সবাই আক্রান্ত। ট্রেন সীল করে দেয়া হয়েছে। পালাবার পথ নেই। এই পরিস্থিতিতে রানা যদি কিছু করতে না পারে, এমন কি নিজের মৃত্যুও যদি ঠেকাতে না পারে, ওকে কি দায়ী করা যায়?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা মরণযাত্রা কাজী আনোয়ার হোসেন

www.murchona.com

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক* মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন*মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ অদৃশ্য শত্রু *পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক *এসপিওনাজ *লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ!*বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ গ্রাস *স্বর্ণতরী *পপি *জিপসী * আমিই রানা *সেই উ সেন হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক * আই লাভ ইউ, ম্যান * সাগর কন্যা পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন* বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা *বন্দী গগল জিম্মি *তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট *সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য *উদ্ধার *হামলা* প্রতিশোধ*মেজর রাহাত *লেনিনগ্রাদ *অ্যামবুশ *আরেক বারমুডা *বেনামী বন্দর নকল রানা *রিপোর্টার *মরুযাত্রা বন্ধু *সংকেত *স্পর্ধা *চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ *চারিদিকে শত্রু *অগ্নিপুরুষ অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড় মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট *মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত আবার উ সেন *বুমেরাং *কে কেন কিভাবে *মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ *যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী *কালো টাকা কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার অপারেশন চিতা *আক্রমণ ৮৯ *অশান্ত সাগর *শ্বাপদ সংকুল দংশন *প্রলয় সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ *ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক *সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রুবিভীষণ*অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা *স্বর্ণদ্বীপ রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া *ব্যর্থ মিশন *নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ কালপুরুষ *নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট *অমানিশা সবাই চলে গেছে *অনন্ত যাত্রা *রক্তচোষা *কালো ফাইল *মাফিয়া হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল* [illegible]*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ *মহাপ্রলয় *যুদ্ধবাজ* প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ শয়তানের ঘাঁটি *ধ্বংসের নকশা *[illegible] ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস *আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি।

এক

লেক জেনেভার উত্তর পাড়ের দুই বর্গমাইল জঙ্গল কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ভেতরে নিরীহদর্শন দু'তলা একটা বিল্ডিং আছে, মাথায় একই সাইনবোর্ডে ফ্রেঞ্চ, জার্মান ও ইংরেজিতে লেখা: 'ন্যাটো'স অ্যান্টিডোট রিসার্চ সেন্টার'। যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণ করার দু'বছর পর এই রিসার্চ সেন্টার খোলা হয়, বলা হয় গালফ ওঅর সিনড্রোম-এর কারণ আবিষ্কার ও প্রতিকার বিধানই এর মূল উদ্দেশ্য। কাঁটাতারের বেড়ার গায়েও সাইনবোর্ড আছে, তাতে লেখা–'বিপজ্জনক এলাকা, দূরে সরে থাকুন'।

আমেরিকানদের কাছে গালফ ওঅর সিনড্রোম আজও একটা বিরাট রহস্য হয়ে রয়েছে। কুয়েত সীমান্ত ও ইরাকের মূল ভূখণ্ড থেকে যুদ্ধ শেষ করে দেশে ফিরে আসার পর সৈনিকরা অদ্ভুত এক অবসাদে আক্রান্ত হয়। সংখ্যায় তারা খুব কম হওয়ায় প্রথমে ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। কিন্তু দিনে দিনে এদের সংখ্যা বাড়তে থাকায় একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো। কমিটি গোপন রিপোর্ট পেশ করল পেন্টাগন আর ন্যাটোর সদর দফতরে। তাতে বলা হলো, ইরাক আক্রমণে ন্যাটোর যে-সব সদস্য রাষ্ট্রের আর্মি ও এয়ার ফোর্সের লোকজন অংশগ্রহণ করেছিল তারা প্রায় সবাই এই অদ্ভুত রহস্যময় রোগে আক্রান্ত হয়েছে। রোগের লক্ষণগুলো এরকম: অসম্ভব ক্লান্তিবোধ, সারাক্ষণ বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরা, ক্ষুধামান্দ্য, রোগ-প্রতিরোধ শক্তি কমে

anmurchona@yahoo.com
www.murchona.com©

যাওয়া, চুল পড়ে যাওয়া, ঘুম কম হওয়া, ঘুমালে দুঃস্বপ্ন দেখা ইত্যাদি। কমিটিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখার বিশেষজ্ঞরা ছিলেন, তাঁরা আক্রান্ত লোকজনকে পরীক্ষা করে কোন রকম বিষাক্ত কেমিকেল বা ভাইরাস খুঁজে পাননি, অথচ রিপোর্টের উপসংহারে মন্তব্য করলেন, কুয়েত সীমান্ত থেকে পিছু হটার সময় ইরাকীরা নিশ্চয়ই এমন কোন ধরনের কেমিকেল বা বায়োলজিক্যাল পদার্থ ফেলে আসে যার দ্বারা আক্রান্ত হয় ন্যাটোর আর্মি ও এয়ার ফোর্সের সদস্যরা। তাদের সন্দেহ, এ এমন একটা বিষ বা ভাইরাস, মানব শরীরে সংক্রমিত হবার পর দৃশ্যমান কোন প্রতিক্রিয়া হয় না, এবং দু'তিনদিনের মধ্যেই স্বাভাবিক নিষ্কাশন পথ দিয়ে নিঃশেষে সব বেরিয়ে যায়। সেজন্যেই অনেক দেরিতে শুরু করা প্যাথলজিক্যাল টেস্টে কিছু ধরা পড়ছে না। বিষ বা ভাইরাস শরীর থেকে বেরিয়ে গেলেও, ইমিউন সিস্টেমে ক্ষতিসাধনের যে প্রক্রিয়া শুরু করে গেছে তা থেমে থাকেনি, ফলে রোগী ক্রমশ আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে, তার রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, কেউ কেউ মৃত্যুর কোলেও ঢলে পড়ছে। কমিটির সব ক'জন বিশেষজ্ঞ এই ধারণার সঙ্গে একমত হতে পারেননি, তাঁদের কেউ কেউ এই রোগের জন্যে দায়ী করেছেন এক ধরনের মানসিক বিপর্যয়কে। তবে প্রথম ধারণাটাই পেন্টাগন আর ন্যাটো মহলে জনপ্রিয়তা পায়। তারই ফলশ্রুতিতে জেনেভায় ন্যাটোর অ্যান্টিডোট রিসার্চ সেন্টার খোলা হয়েছে। তবে এনএআরসি আসলে স্রেফ একটা ভাঁওতা বা লোক দেখানো ব্যাপার মাত্র। নাটোর গুরু যুক্তরাষ্ট্রের আসল উদ্দেশ্য হলো ইরাকের ওপর পাল্টা আঘাত হানা, প্রতিশোধ গ্রহণ। রিসার্চ সেন্টারের সাইনবোর্ডে যা-ই লেখা থাকুক, এখানে প্রতিষেধক তৈরিটাকে প্রায় কোন গুরুত্বই দেয়া হয়নি। গুরুত্ব দেয়া হয়েছে মারাত্মক এক ধরনের ভাইরাস তৈরির ওপর। সেই ভাইরাসের নাম মান্টিপল এক্সএক্সএক্স।

এমথ্রীএক্স ভাইরাসের একটা ইতিহাস আছে, সেটা যেমন

অবিশ্বাস্য তেমনি ভয়াবহ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে প্রথম এটা তৈরি করেছিল জার্মানীর ইহুদি বিজ্ঞানীরা সুরক্ষিত গোপন একটা ল্যাবে। তৈরি করতে পারলেও, নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। ল্যাবের ভেতর ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ায় বিজ্ঞানী ও গবেষক-কর্মীরা সবাই মারা যায়। ইউরোপের সৌভাগ্যই বলতে হবে, কর্তৃপক্ষ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে সময়ক্ষেপণ না করে পেট্রল ঢেলে গোটা ল্যাব ও আশপাশের কয়েকটা বিল্ডিঙ পুড়িয়ে ফেলে, ঝিসিসটা সহ। পরে একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল, তাতে বলা হয় এমথ্রীএক্স-এর ক্ষতি করার প্রবণতা এত বহুমুখী এবং এত দ্রুতগতিতে বংশবৃদ্ধি ঘটায়, কোন কারণে ল্যাবটা পুড়িয়ে ফেলতে দেরি করলে এক হপ্তার মধ্যে গোটা ইউরোপ 'নো ম্যান'স ল্যান্ড'-এ পরিণত হত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলার সময় হিটলারের খুব ইচ্ছে হলো আবার ভাইরাসটা তৈরি করা হোক, কারণ ব্রিটেনকে জনবসতিহীন একটা দ্বীপে পরিণত করতে হলে এটা তাঁর দরকার। তাঁর নির্দেশে নির্জন পাহাড়ী এলাকায় একটা গবেষণাগার তৈরি করা হলো। বন্দী ইহুদি বিজ্ঞানীদের নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে, বলা হলো হয় এমথ্রীএক্স তৈরি করতে সফল হও, নয়তো গুলি খেয়ে মরো। বিজ্ঞানী আর প্রহরীদের অক্সিজেন মাস্ক ও রাবারের নিশ্ছিদ্র স্যুট দেয়া হলো, ভাইরাস আবিষ্কার সম্ভব হলে তারা যাতে সংক্রমিত না হয়। সময় বেঁধে দেয়া হলো তিন মাস।

ইহুদি বিজ্ঞানীরা এমথ্রীএক্স তৈরিতে সফল হলেন, কিন্তু অক্সিজেন মাস্ক বা রাবার স্যুট তাঁদেরকে রক্ষা করতে পারল না। আক্রান্তদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সময় বেঁচে ছিল একজন জার্মান গার্ড—আটচল্লিশ ঘণ্টা। এমথ্রীএক্স ল্যাবের আশপাশে জঙ্গল ঢাকা পাহাড়ের একবর্গ মাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে সময় নেয় মাত্র কয়েক ঘণ্টা। ভাইরাস নিশ্চিহ্ন করার জন্যে জঙ্গলেও আগুন ধরানো হয়।

জার্মানরা দু'বার ব্যর্থ হলো। কিন্তু তাতে উৎসাহ না হারিয়ে

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

ভিয়েৎনাম যুদ্ধের সময় পেন্টাগন আমেরিকায় এমথ্রীএক্স তৈরির সিদ্ধান্ত নিল। ইতিমধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক-এর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, পেনিসিলিনের সাহায্যে প্রায় সব ধরনের ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলা যায়। ভাইরাস-প্রুফ প্রোটেকটিভ স্যুটও বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। সিলিন্ডার থেকে বিশুদ্ধ অক্সিজেন পাবার পদ্ধতিরও অনেক উন্নতি ঘটেছে। সবচেয়ে যেটা আশার কথা, হসপিটাল বা ল্যাবকে জীবাণু-মুক্ত রাখার কৌশল মানুষের আয়ত্তের মধ্যে চলে এসেছে। এত সব আধুনিক সুযোগ-সুবিধে থাকা সত্ত্বেও আমেরিকানরা সরাসরি এমথ্রীএক্স তৈরি করার ঝুঁকির মধ্যে গেল না, তারা প্রথমে জেনেটিক এঞ্জিনিয়ারিং ও কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন ভাইরাস তৈরি করল, তারপর অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে দেখল সেগুলোকে মারা যায় কিনা। সময় লাগলেও, নতুন আবিষ্কৃত প্রতিটি ভাইরাসকে দমন করার প্রতিষেধক খুঁজে পেল তারা। যখন দেখা গেল সম্ভাব্য যে-কোন ভাইরাসের প্রতিষেধক তাদের কাছে আছে, শুধু তখনই এমথ্রীএক্স ভাইরাস তৈরির কাজে হাত দেয়া হলো।

এমথ্রীএক্স-এর থিসিস বা ফর্মুলা তৈরি করেন জার্মানীর ইহুদি বিজ্ঞানীরা, তবে সেটা পুড়িয়ে ফেলা হয়। পুড়িয়ে ফেলা হলেও ইহুদি বিজ্ঞানীদের অনেকেই ফর্মুলাটা মুখস্থ করে রেখে ছিলেন, ফলে হিটলারের নির্দেশ পালনে সমর্থ হন তাঁরা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানী হেরে গেল, ইহুদি বিজ্ঞানী যে-ক'জন বেঁচে ছিলেন তাঁদেরকে মুক্ত করে নিয়ে আসা হলো আমেরিকায়। তাদের মধ্যে অন্তত একজন বিজ্ঞানী ছিলেন, যিনি দীর্ঘ ফর্মুলাটা মুখস্থ বলতে পারতেন। বলাই বাহুল্য, পেন্টাগন কর্তৃপক্ষ তাঁকেই এমথ্রীএক্স তৈরির দায়িত্ব দিয়েছিল।

সব রকম সতর্কতামূলক ও সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও পেন্টাগনের ল্যাবে এমথ্রীএক্সকে বেশিক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। ল্যাবের ভেতর বিশেষ ধরনের অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করা হয়,

বিজ্ঞানীদের পরনে ছিল অত্যাধুনিক প্রোটেকটিভ স্যুট, অথচ তারপরও মাত্র ছ'ঘণ্টা সংক্রমণ ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়। ল্যাবটায় কাজ করছিল বিশজন বিজ্ঞানী ও সহকারী, আরও ত্রিশজনের মত ছিল গার্ড, সবাই তারা শেষ পর্যন্ত মারা যায়। প্রজেক্টটা ব্যর্থ হলেও, এক্সপেরিমেন্টটা থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পায় পেন্টাগন। ল্যাবে কি ঘটছে তা বাইরে থেকে সারাক্ষণ মনিটর করা হচ্ছিল, ফলে ল্যাব ও লাশগুলো পুড়িয়ে ফেলার আগে পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সবই রেকর্ড করে রাখা হয়। সেই রেকর্ড থেকে এক্সপেরিমেন্ট ব্যর্থ হবার কারণগুলোও সনাক্ত করা সম্ভব হয়। তবে ভাইরাসটার ভয়াবহতার কথা মনে রেখে পেন্টাগন কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে আর কোন গবেষণা না চালাবার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এত বছর পর, গালফ ওঅর সিনড্রোম-এর রহস্য ভেদ করতে না পেরে, ইরাকের ওপর এমন খেপাই খেপেছে পেন্টাগন, প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে নতুন করে এমথ্রীএক্স তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।

কাজটায় অনেক ভেবে-চিন্তে হাত দিয়েছে পেন্টাগন। ইরাক ধ্বংস হয়ে যাক, এটা তারা চায়। কিন্তু চায় না লোকে বলুক ইরাককে আমেরিকা ধ্বংস করেছে। সেজন্যেই এমথ্রীএক্স তৈরির কাজে ন্যাটোকেও তারা জড়িয়েছে। প্রস্তাবটা তোলা হয় ন্যাটোর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সচিব পর্যায়ের গোপন বৈঠকে। আমেরিকা প্রস্তাব দেয়, এমথ্রীএক্স তৈরির প্রযুক্তি তারা যোগান দেবে, গবেষক হিসেবে কাজ করবে তাদের বিজ্ঞানীরা, এমনকি বেশিরভাগ খরচও তারা বহন করবে। ভাইরাসটা তৈরি করার পিছনে যুক্তি হিসেবে বলা হয়, জঙ্গী মনোভাবাপন্ন মৌলবাদী ইসলামী রাষ্ট্রগুলো নানা ধরনের কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল উইপন তৈরি করছে, সে-সবের প্রতিষেধক তৈরির পাশাপাশি নিজেদের হাতেও মারাত্মক ধরনের একটা ভাইরাস থাকা দরকার। প্রস্তাবে ইরাককে ধ্বংস করার কথা একবারও উচ্চারণ করা হয়নি। তবে শর্ত জুড়ে দেয়া হয়, এক্সপেরিমেন্ট সফল হলে ভাইরাসটা নিরাপদে সংরক্ষণের

anisuman@yahoo.com
www.murchona.com

জন্যে আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে রাখা হবে। প্রস্তাবে আরও বলা হয়, ন্যাটোর গঠনতন্ত্র অনুসারে প্রজেক্টের খরচ হিসেবে যে সদস্য রাষ্ট্র যত বেশি টাকা চাঁদা দেবে সেই রাষ্ট্রের তত বেশি লোককে কাজে লাগানো হবে।

জেনেভায় ন্যাটোর 'অ্যান্টিডোট রিসার্চ সেন্টার'-এ কাজ করছে পঞ্চাশ জন লোক। তাদের বেশিরভাগই আমেরিকান। প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী আছেন একুশজন, সতেরোজনই আমেরিকান, নেতৃত্ব দিচ্ছেন জিম পোলাক হোয়াইটহেড। তুরস্কও নেটোর সদস্য, তবে তাদের চাঁদার পরিমাণ সবচেয়ে কম হওয়ায় মাত্র দু'জন লোককে এই প্রজেক্টে নিম্ন পদে চাকরি দেয়া হয়েছে—তাদের নাম ইব্রাহিম দানু ও ফয়েজ রামদান। এই প্রজেক্টে যারা কাজ করছে তাদের সবার ইতিহাস সিআইএ-কে দিয়ে চেক করানো হয়েছে। তুর্কী দু'জন মুসলমান হওয়ায় সিআইএ তাদের চোদ্দগুষ্টির ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করেছে, তবে সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পায়নি। কৃতিত্বটা ইরাকী কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর, কারণ 'অ্যান্টিডোট রিসার্চ সেন্টার'-এর নামে আমেরিকা নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে যাচ্ছে এই সন্দেহ হওয়ায় অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে এবং অতি সূক্ষ্ম কৌশলের মাধ্যমে প্রজেক্টে ঢুকিয়ে দিয়েছে নিজেদের দু'জন স্লীপার এজেন্টকে। ইব্রাহিম দানু আর ফয়েজ রামদান পরিবার শত বছর ধরে তুরস্কের অধিবাসী; তাদের পরিবারের কেউ কোনদিন ইরাকে যায়নি, প্রবাসী কোন ইরাকী তাদের কারও সঙ্গে কখনও দেখাও করেনি। বহু বছর আগে এই দুই তুর্কীকে দলে টানে ইরাকী ইন্টেলিজেন্স। তাদেরই নির্দেশে তুরস্কে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় ওরা। লেখাপড়া বেশি নয়, ফলে ক্যাপটেনের চেয়ে বড় পদমর্যাদা তাদের কপালে জোটেনি। সুইস ব্যাংকে তাঁদের নামে প্রতি বছর পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার জমা হয়, পঞ্চান্ন বছর বয়েস হলে টাকাটা তারা তুলতে পারবে। এই বিপুল টাকার বিনিময়ে একটাই কাজ করতে হবে তাদেরকে,

ইরাকী কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর স্লীপার এজেন্ট হয়ে থাকা, অর্থাৎ অপেক্ষা করা। সময় ও প্রয়োজন হলে তাদেরকে হয়তো কোন কাজ করতে বলা হবে। আবার এমনও হতে পারে যে পঞ্চান্ন বছর পুরো হয়ে যাবে, কিন্তু কোন কাজ করতে হবে না।

ওদের বয়স যখন চল্লিশ, সুইস ব্যাংকে প্রত্যেকের নামে জমা পড়েছে দশ লাখ মার্কিন ডলার, এই সময় কোড মেসেজের মাধ্যমে নির্দেশ এল, তোমাদের জন্যে কাজ পাওয়া গেছে—তুর্কী সেনাবাহিনীতে যারা ক্যাপটেন তাদেরকে নেটোর একটা প্রজেক্টে স্বেচ্ছাসেবক হবার আবেদন জানাতে বলা হবে, তোমরা তালিকাভুক্ত হও।

বেতন বেশি হলেও প্রজেক্টটা বিপজ্জনক, কাজেই ইব্রাহিম দানু আর ফয়েজ রামদান ছাড়া আর কেউ স্বেচ্ছাসেবক হতে চায়নি। তালিকাভুক্ত হবার পরই পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয় ওরা, তার আগে কেউ কাউকে চিনত না। তুর্কী সেনাবাহিনীর তরফ থেকে ওদের দু'জনকে প্রথমে পেন্টাগনে পাঠানো হয়, সেখানে তাদেরকে প্রথম দফা জেরা ও পরীক্ষা করা হয়। ইতিমধ্যে সিআইএ তাদের সম্পর্কে সম্ভাব্য সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছে। পেন্টাগন থেকে ওদেরকে পাঠানো হয় সিআইএ সদর দফতরে, সেখানে আরেক দফা ইন্টারোগেট করা হয়। সবশেষে পাঠানো হয় জেনেভায়, ন্যাটোর 'অ্যান্টিডোট রিসার্চ সেন্টার'-এ, প্রজেক্টের গার্ড হিসেবে।

দু'বছর হলো এখানে কাজ করছে ওরা। জঙ্গলের ভেতর কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা ল্যাব ভবনের কোথায় কি আছে না আছে সব তাদের নখদর্পণে। এই দু'বছর ভুলেও তারা ইরাকী ইন্টেলিজেন্স-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। কাজটা বুঝিয়ে দেয়ার সময়ই বলে দেয়া হয়েছে, পরিস্থিতি অনুসারে করণীয় স্থির করতে হবে, যোগাযোগ করে নির্দেশ চাওয়ার ঝুঁকি নেয়া যাবে না। তবে দায়িত্ব পালনে ফাঁকি দেয়ার কোন সুযোগ নেই। পরিস্থিতির দাবি অনুসারে কর্তব্য স্থির করতে না পারলে ইরাকী ইন্টেলিজেন্স সুইস

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com

ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ তো করবেই, সময় ও সুযোগ মত তাদেরকে হত্যাও করা হবে।

দু'বছর এখানে চাকরি করার পর গতকাল ওরা জানতে পেরেছে পরিস্থিতি কি দাবি করছে। প্রজেক্ট বিজ্ঞানীদের ধারণা, ইংরেজি ছাড়া বিদেশী অন্যকোন ভাষা ওরা জানে না, ফলে ওদের সামনে ফ্রেঞ্চ আর জার্মান ভাষায় কথা বলেন তাঁরা। দানু আর রামদান এই দুই ভাষায় দক্ষ নয়, তবে শুনে বুঝতে পারে। বিজ্ঞানীদের আলাপ থেকে তারা জানতে পেরেছে, আগামী হপ্তায় ল্যাব থেকে এমথ্রীএক্স-এর দুটো ফাইলই আমেরিকায় পাঠিয়ে দেয়া হবে। এই ভাইরাসের প্রতিষেধক তৈরি করা সম্ভব হয়নি, কারণ হিসেবে দায়ী করা হচ্ছে ফ্যাসিলিটির অভাবকে। ফাইল দুটো পেন্টাগনের একটা ল্যাবে রাখা হবে, সেখানে অত্যাধুনিক সব রকম ফ্যাসিলিটি আছে, সেখানে নাকি এরইমধ্যে প্রতিষেধক তৈরিতে পেন্টাগনের বিজ্ঞানীরা সফল হতে চলেছেন। যে যুক্তিই দেখানো হোক, ল্যাবের সবাই বুঝতে পারছে আমেরিকা আসলে নেটোর সদস্য রাষ্ট্রগুলোকেও বিশ্বাস করতে পারছে না, সেজন্যেই এমথ্রীএক্স নিজেদের দেশে নিয়ে রাখতে চাইছে তারা। তাদের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কারও কিছু বলারও নেই, কারণ ল্যাব প্রধান আমেরিকান বিজ্ঞানী জিম পোলাক হোয়াইটহেডের কথার ওপর কথা বলার অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি।

গতকালই দানু আর রামদান সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, ফাইল দুটো আজ তারা চুরি করবে। এই দিনটা বেছে নেয়ার কারণ হলো, আজ রাত একটা থেকে ওদের ডিউটি শুরু হবে। সকাল আটটা পর্যন্ত ডিউটি, তারপর নতুন পালা বদল ঘটবে, অথচ তখনও ল্যাব বা অফিস স্টাফ পৌঁছুবে না। তারা সবাই আসবে ন'টার সময়।

ল্যাবটা আন্ডারগ্রাউন্ডে, ডিউটি না থাকলে সেখানে কারও নামা নিষেধ। রাত একটা থেকে ওরা চারজন রয়েছে আন্ডারগ্রাউন্ডে।

দানু আর রামদানের কাজ টহল দিয়ে বেড়ানো, তবে মূল ল্যাবে ঢোকা ওদের জন্যেও নিষিদ্ধ। বাকি দু'জন ব্রিটিশ, রাসেল ও ডুগার্ড—তারা কমপিউটর অপারেটর। তাদের কাজ ল্যাবে কেউ ঢুকছে কিনা দেখার জন্যে মনিটর স্ক্রীনে চোখ রাখা। কমপিউটরের নিরাপত্তা বিধানও তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। অ্যাকসেস কোড জানা থাকলে যে-কেউ কমপিউটর অপারেট করে এমথ্রীএক্স ভাইরাস তৈরির ফর্মুলার ওপর চোখ বুলাতে পারবে।

গোপনে ট্রেনিং পেয়েছে দানু আর রামদান, এখানকার পরিস্থিতি যতই বিপজ্জনক হোক, কিভাবে কি করতে হবে তার একটা নিখুঁত ছক তৈরি করে নিয়েছে তারা, কাজ শুরু করার পর ঘড়ির কাঁটা ধরে এগোবে।

ল্যাবে ঢুকতে হলে প্রোটেকটিভ স্যুট পরতে হবে ওদেরকে। স্টোর রুমটা আন্ডারগ্রাউন্ডেই, প্রয়োজন হতে পারে ভেবে ডুপ্লিকেট চাবি অনেক আগেই সংগ্রহ করে রেখেছে ওরা। কিন্তু স্টোরে ঢোকার সময় কমপিউটর রুম থেকে মনিটরের স্ক্রীনে ওদেরকে দেখতে পাবে অপারেটররা। সঙ্গে সঙ্গে নীল অ্যালার্ট বাটনে চাপ দেবে তারা, এক মিনিটের মধ্যে আন্ডারগ্রাউন্ডে নেমে আসবে আমেরিকান একটা সৈন্য দল, তাদের পরনে থাকবে প্রোটেকটিভ স্যুট, হাতে সাবমেশিন গান। নিচে নেমে দানু আর রামদানকে গ্রেফতার করবে তারা।

তারমানে, স্টোরে ঢোকার আগে কমপিউটর অপারেটরদেরকে খুন করতে হবে। শুধু স্টোরে ঢোকার জন্যে নয়, কমপিউটর থেকে এমথ্রীএক্স-এর ফর্মুলা ফ্লপি ডিস্কেটে কপি করার জন্যেও খুন করার প্রয়োজন হবে।

ল্যাব সেকশনটা আন্ডারগ্রাউন্ডের শেষ প্রান্তে। ভেতরে ঢুকতে হলে ইস্পাতের গেট খুলতে হবে। সেটা কমবিনেশন লক দিয়ে বন্ধ করা। গত দু'বছর ধরে গেটটাকে খুলতে ও বন্ধ করতে দেখেছে ওরা, পাশে দাঁড়িয়ে থেকে কমবিনেশন কোড মুখস্থ করে

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

রেখেছে। সাউন্ড ও এয়ারপ্রুফ ইস্পাতের গেটের ভেতর ল্যাবে তৈরি করা হয়েছে বিশেষ অ্যাটমাসফিয়ার। শূন্যের চেয়ে পঞ্চাশ ডিগ্রী সেলসিয়াস নিচে ওখানকার তাপমাত্রা। এটাই এই ল্যাব-এর বৈশিষ্ট্য। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে ফ্রিজিং পয়েন্টের পঞ্চাশ ডিগ্রী সেলসিয়াস নিচে রাখা হলে এমথ্রীএক্স নিষ্ক্রিয় বা নির্জীব হয়ে থাকে। তারপরও সাবধানের মার নেই ভেবে বিজ্ঞানী ও ল্যাব-কর্মীরা প্রোটেকটিভ স্যুট না পরে ল্যাবের ভেতর ঢোকে না। ওরাও ঢুকবে না।

আগেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, রাত একটা থেকে ওদের সঙ্গে যে দু'জন অপারেটর ডিউটি দিচ্ছে তাদেরকে ওরা মারবে না। কারণ তাতে কোন লাভ নেই। শুধু পালা বদলের সময় আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে ওপরে উঠতে পারবে ওরা—সকাল আটটা থেকে ন'টার মধ্যে। তার আগে এই অপারেটর দু'জনকে মেরে ফেললে লাশ হয়তো লুকিয়ে ফেলা যাবে, কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে ওপরে ওঠার জন্যে আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তখন নতুন গার্ড আর নতুন অপারেটররাও আসবে। তারা এসে যদি দেখে অপারেটররা কমপিউটর রূমে নেই, কি জবাব দেবে ওরা?

পালা বদলের সময় গার্ড আর অপারেটররা পরস্পরের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করে, যাদের পালা শেষ হলো তারা সাধারণত দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েই ওপরে উঠে যায় না। বিশেষ করে সকালের পালা বদলের সময় এটা ঘটে। বিজ্ঞানী আর ল্যাব-কর্মীরা আসে ন'টায়, মাঝখানে এক ঘণ্টা সময় পাওয়া যায়, খোশ-গল্প করে সেটারই সদ্ব্যবহার করা হয়। নতুন যারা আসে তারা স্যান্ডউইচ আর ফ্লাস্ক ভর্তি কফি নিয়ে আসে, সবাই মিলে খাওয়াদাওয়া করে। তখনই হয় কফিতে বিষ মিশিয়ে নয়তো অন্য কোনভাবে নতুন আসা দু'জন গার্ড আর দু'জন কমপিউটর অপারেটরদেরকে খুন করতে হবে। চারজনকে একসঙ্গে খুন করা খুব

কঠিন কাজ, বিশেষ করে কফিতে যদি বিষ মেশানো সম্ভব না হয়। দানু পরামর্শ দিল, প্রথমে গার্ড দু'জনকে, কমপিউটর রূম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে—এমন কোন জায়গায়, যেখানে মনিটর স্ক্রীন কাভার করে না। এটা যে খুব কঠিন কাজ, তা নয়। গার্ড দু'জনকে তারা টয়লেটের ভেতর নিয়ে যেতে পারে, ভেতরে আলো জ্বলছে না বা কমোড-এর পানি নামছে না বলে। ওদের লাশ টয়লেটে রেখে ফিরে আসতে পারে কমপিউটর রূমে। তখন সেখানে থাকবে চারজন অপারেটর—দু'জন নতুন, দু'জন পুরানো। ওরা দু'জন, প্রতিপক্ষ চারজন—নাহ্, সম্ভব নয়।

অনেক আলোচনার পর প্ল্যানটা বদলানো হলো। খুব বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে, তবে অন্য কোন উপায়ও নেই। বিষই একমাত্র সমাধান।

ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক আটটার সময় পালা বদল শুরু হলো। করিডরের শেষ মাথায় সিঁড়িটা, ইস্পাতের দরজা খুলে বেরিয়ে এল দু'জন গার্ড আর দু'জন কমপিউটর অপারেটর। দরজা খুলেছে দু'জন আমেরিকান সৈনিক। সিঁড়ির নিচে দানু আর রামদানকে দেখতে পেয়ে তাদের একজন জানতে চাইল, 'কি হে, দরজা খোলা রাখব, নাকি উঠে আসতে দেরি করবে তোমরা?'

'কি যে বলো না! তাজা স্যান্ডউইচ আর কফি না খেয়ে কোথাও যাচ্ছি না!'

সিঁড়ির মাথার দরজা বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল। ধাপ বেয়ে নেমে আসছে দু'জন গার্ড আর দু'জন অপারেটর।

'তাড়াতাড়ি নামো, খিদেতে জান বেরিয়ে যাচ্ছে!' তাগাদা দিল দানু।

গার্ড দু'জন জার্মান—বার্ট আর মার্ক। অপারেটর দু'জন ইটালিয়ান—আলবিনো আর রুপার্ট। দানু আর রামদান এমন স্বাভাবিক অভিনয় করল, ওরা চারজন কিছু সন্দেহ করার সুযোগই

anisumon@yahoo.com
www.murchona.com

পেল না। গার্ডদের হাত থেকে কফি ভর্তি ফ্লাস্ক আর অপারেটরদের হাত থেকে বাক্স ভর্তি স্যান্ডউইচ প্রায় ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিল ওরা, বসে পড়ল সিঁড়ির ধাপেই। কাগজের কাপে কফি ঢালছে দানু, বলল, 'যাও, তোমরা তোমাদের ডিউটি শুরু করো। যদি কিছু বাঁচে, যাবার সময় তোমাদেরকে দিয়ে আসব।'

হাসতে হাসতে করিডর ধরে চলে গেল তারা। গার্ডরা পুরো আন্ডারগ্রাউন্ডে একবার চক্কর দেবে, সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিয়ে ফিরে আসবে স্টেশনে। সেটা কাচ দিয়ে ঢাকা কমপিউটর রুমের উল্টোদিকে। ইতিমধ্যে সদ্য আগত অপারেটর আলবিনো আর রুপার্ট ব্রিটিশ অপারেটর রাসেল আর ডুগার্ডের কাছ থেকে কমপিউটর রুমের দায়িত্ব বুঝে নেবে, তারপর বেরিয়ে এসে যোগ দেবে বার্ট আর মার্কের সঙ্গে স্টেশনে। স্টেশনে একটা লম্বা কাউন্টার আছে, সেখানে দাঁড়িয়ে বা বসে স্যান্ডউইচ আর কফি খাবে তারা, মিনিট দশ-পনেরো গল্প-গুজব করে আবার কমপিউটর রুমে ঢুকবে—সেই যে ঢুকবে, তারপর বেলা তিনটের আগে বেরুবে না।

ওরা চারজন চলে যেতেই কাগজের দুটো কাপে কফি ঢালল দানু। আগুনের মত গরম কফি, তাড়াহুড়ো করে খেতে গিয়ে জিভ পুড়িয়ে ফেলল। বাক্স থেকে স্যান্ডউইচ বের করলেও খেলো না, পকেটে ভরে রাখল—সময়ের অভাব। মাড়ি থেকে একটা করে নকল দাঁত বের করল দু'জনে। ওগুলোকে খুদে ক্যাপসুল বললেই হয়, ভেতরে তরল সায়ানাইড আছে। প্রয়োজনে আত্মহত্যা করতে হতে পারে, দু'বছর ধরে মাড়িতে এগুলো আটকে রাখার সেটাই কারণ। খুদে ক্যাপসুল দুটোয় যে পরিমাণ বিষ আছে তা ছ'জন লোককে মেরে ফেলার জন্যে যথেষ্ট।

ক্যাপসুল ভেঙে ফ্লাস্কে সায়ানাইড মেশানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা, এই সময় পায়ের আওয়াজ ঢুকল কানে। ব্রিটিশ কমপিউটর অপারেটররা, রাসেল আর ডুগার্ড, করিডরের বাঁক ঘুরে এদিকেই

এগিয়ে আসছে। ওরা সম্ভবত রাত জেগে দীর্ঘ ডিউটির পর ক্লান্ত বোধ করছে, নিজেদের রুমে ফিরে ঘুমাতে চায়। ক্যাপসুল দুটো তাড়াতাড়ি পকেটে ভরে স্যান্ডউইচ বের করল দানু আর রামদান, বড় করে কামড় দিয়ে দ্রুত চিবাচ্ছে। মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে দানু জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, তোমরা কফি খাবে না?'

ওদেরকে পাশ কাটিয়ে ধাপ বেয়ে ওপরে ওঠার সময় রাসেল জবাব দিল, 'কফি খেলে ঘুম আসবে না, তোমরা খাও।'

সিঁড়ির মাথায় উঠে কলিংবেলের বোতামে চাপ দিল ওরা। গেট খুলে গেল। রাসেল আর ডুগার্ড বেরিয়ে যেতে আমেরিকান সৈনিকদের একজন নিচের ধাপে বসা দানু আর রামদানকে বলল, 'আমরা তোমাদের চাকর নাকি? কতবার গেট খুলব, অ্যাঁ? এখনও বসে আছ কি মনে করে, উঠে এসো।'

'আরে ভাই, রাগ করো কেন!' অমায়িক আবদারের সুরে বলল দানু। 'সকালের নাস্তাটা অন্তত খেতে দাও!'

'মনে থাকে যেন, আর মাত্র একবার খুলব, ঠিক সাড়ে আটটায়,' বলে গেট বন্ধ করে দিল সৈনিক।

আধ-খাওয়া স্যান্ডউইচ পকেটে রেখে দিয়ে নিজেদের কাপে আরও কফি ঢালল ওরা। রাসেল আর ডুগার্ড চলে যাওয়ায় ঝামেলা কমল, ফ্লাস্কের কফিতে বিষের মাত্রাও বাড়বে। হাতে সময় আছে পঁচিশ মিনিট, সমস্ত কাজ এর মধ্যেই সারতে হবে।

আরও পাঁচ মিনিট পর বিষাক্ত কফি নিয়ে স্টেশনে ফিরে এল ওরা। গার্ড দু'জন, বার্ট আর মার্ক, টহল দিয়ে এইমাত্র ফিরেছে। কমপিউটর রুমে ছিল আলবিনো আর রুপার্ট, দানু আর রামদানকে দেখে তারাও বেরিয়ে এল। চারজনই ওরা নাস্তা করে এসেছে, তাই এখুনি আর স্যান্ডউইচ খাবে না, তবে কফি খেতে আপত্তি নেই। দানু আর রামদানের কফি খাওয়া এখনও শেষ হয়নি, নিজেদের কাপে চুমুক দিচ্ছে ওরা, বাকি চারজন নিজেদের জন্যে কফি ঢালল কাপে।

anisumon@yahoo.com
www.murchona.com

সব কিছু প্ল্যান মতই এগোচ্ছিল, হঠাৎ একটা খুঁত দেখা দিল। আলবিনো তার কাপ নিয়ে কমপিউটর রূমে ঢুকে পড়ল। রুপার্ট স্টেশনে রয়েছে, তাই রূমের দরজা খোলা রেখে কমপিউটরের সামনে বসল সে, কফিতে এখনও চুমুক দেয়নি, ডেস্কের ওপর নামিয়ে রাখল কাপটা। কাচের ভেতর দিয়ে তার দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল দানু, মনে মনে অভিশাপ দিচ্ছে।

রামদান নজর রাখছে রুপার্ট, বার্ট আর মার্কের ওপর। কাপের কফি অর্ধেকও শেষ হয়নি, তীব্র বিষক্রিয়ায় নীল হয়ে গেল তিনজনের চেহারা। অকস্মাৎ পেটে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হলো, সারা শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে, চিৎকার করার শক্তি পাচ্ছে না। দানু আর রামদানের ভাগ্যই বলতে হবে যে কমপিউটর রূমে আলবিনো বসে আছে স্টেশনের দিকে পিছন ফিরে, ফলে রূমের বাইরে কি ঘটছে দেখতে পাচ্ছে না।

টুল থেকে পড়ে যাচ্ছে বার্ট আর রুপার্ট, ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে এসে দু'জনকেই ধরে ফেলল রামদান, ধীরে ধীরে মেঝেতে শুইয়ে দিল। পড়ে যাচ্ছে মার্কও। তাকে ধরার জন্যে লাফ দিয়ে এগিয়ে এল রামদান, ধরতেও পারল, কিন্তু টুলটার উল্টে পড়া ঠেকানো গেল না। নিস্তব্ধ আন্ডারগ্রাইন্ডে বিকট শব্দ হলো। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ছুটল দানু, খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল কমপিউটর রূমে।

আওয়াজ শুনে ঝট করে ঘাড় ফেরাল আলবিনো। পেছনে কি ঘটছে তা দেখার সুযোগ হলো না, তার আগেই ঘাড়ের ওপর দানুর কনুইয়ের প্রচণ্ড গুঁতো খেয়ে জ্ঞান হারাল সে, গদিমোড়া টুল থেকে পড়ে গেল মেঝেতে।

কাজ আগেই ভাগ করা আছে, কথা বলে সময় নষ্ট করার দরকার নেই। কমপিউটর রূম থেকে বেরিয়ে ছুটল দানু, রামদানের দিকে তাকাল না। সোজা স্টোররূমে চলে এল সে, তালা খুলে ভেতরে ঢুকল। ল্যাবে ঢুকতে হলে

প্রোটেকটিভ স্যুট পরতে হবে তাকে। এগুলো খুব দামী জিনিস, একেকটা তৈরি করতে দশ হাজার ডলার ব্যয় হয়েছে। ল্যাবের ভেতর যে-সব বিজ্ঞানীরা ঢোকেন তাঁরা কেউ এই স্যুট পাঁচ ঘণ্টার বেশি ব্যবহার করেন না। ল্যাবে পাঁচ ঘণ্টার বেশি কাজ করলে নতুন স্যুট পরে নেন, পরিত্যক্ত স্যুট পুড়িয়ে ফেলা হয়। সাবধানের মার নেই ভেবে এই নিয়ম। ল্যাবের ভেতর এমন অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করে রাখা হয়েছে, এমথ্রীএক্স ছড়িয়ে পড়ার কোন ভয় নেই—তবু নিয়ম পালনে কেউ ভুলেও গাফলতি করেন না। দুর্ঘটনাবশত এমথ্রীএক্স যদি ছড়িয়ে পড়ে, পরনের প্রোটেকটিভ স্যুট ভাইরাসটাকে পাঁচ ঘণ্টা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে, শরীরের সংস্পর্শে আসতে দেবে না।

আন্ডারগ্রাউন্ড স্টোরে সব সময় দেড়শো প্রোটেকটিভ স্যুট মউজুদ রাখা হয়। গ্রাউন্ড ফ্লোরের স্টোর রূমে আছে আরও দুশো স্যুট।

স্টোররূমের র‍্যাকে পঞ্চাশটা ইস্পাতের বাক্স আছে, তারই একটা নামিয়ে তালা খুলে প্রোটেকটিভ স্যুট বের করল দানু। অ্যাসট্রোনটরা যে-ধরনের স্পেইসস্যুট পরে, এটা সেরকমই দেখতে, মাস্ক সহ হেলমেট লাগানো, রঙটাও সাদা। স্যুটের ভেতরই অক্সিজেন সিলিন্ডার আছে, মাস্কের ভেতর সাপ্লাই দেয়ার জন্য। হাতে সময় কম, স্যুটটা পরেই স্টোর রূম থেকে বেরিয়ে করিডর ধরে ছুটল দানু, দরজাটা খোলাই থাকল। এই করিডর কমপিউটর রূমের উল্টোদিকে চলে গেছে, কাজেই রামদান কি করছে না করছে জানার কোন সুযোগ নেই। তবে দানু জানে রামদান তার দায়িত্ব ঠিক মতই পালন করবে। কিভাবে কমপিউটর অপারেট করতে হয় জানে রামদান, ফ্লপি ডিস্ক কপি করা তার জন্যে কোন সমস্যা নয়। তবে শুধু ডিস্কে কপি করলেই হবে না, কমপিউটরের মেমোরি অর্থাৎ হার্ড ডিস্কও নষ্ট করতে হবে, তা না হলে এমথ্রীএক্স তৈরির ফর্মুলা আমেরিকানদের হাতে

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

থেকেই যাবে। ওদের জানা মতে সিকিউরিটির কি একটা অভাবজনিত কারণে ফর্মুলাটা আমেরিকায় পাঠাতে এতদিন দেরি করা হয়েছে। তবে আগামী হপ্তায় ভাইরাসের ফাইল দুটোর সঙ্গে ফর্মুলাটাও পাঠিয়ে দেয়া হবে।

ইস্পাতের গেটের কমবিনেশন লক খুলে ল্যাবে ঢুকতে দানুর কোন সমস্যা হলো না। সাধারণ পোশাক পরে এখানে ঢুকলে ঠাণ্ডায় মারা যাবে মানুষ, পরনে প্রোটেকটিভ স্যুট থাকায় সে ভয় নেই। ল্যাব ও ল্যাবের বাইরের প্রতিটি অংশ আসলে আলাদা, জোড়া লাগিয়ে এক করা হয়েছে–কোন অংশে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়লে সেটাকে আলাদা করে পুড়িয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা আছে। এমথ্রীএক্স-এর ফাইল দুটো একটা ভল্টের ভেতর আছে, জানে দানু। ল্যাবে এই প্রথম সে ঢুকল, ভল্টটা কোনদিন দেখেনি। তবে জানে ল্যাবে ওই একটাই ভল্ট, খুঁজে নিতে অসুবিধে হবে না। সমস্যা হবে কমবিনেশন লকের কোড নিয়ে।

লকের কমবিনেশন কোড দু'দিন পরপর বদলানো হয়, ভুলো মন বিজ্ঞানীরা তা মনে রাখতে পারেন না। স্টেশনে বসে কফি খাবার সময় তাঁদেরকে এ বিষয়ে তর্ক করতে শুনেছে দানু। তারপর একদিন তাঁদের আলোচনা থেকে জানতে পারল, নতুন কমবিনেশন কোড লিখে রাখা হবে, ভল্ট খোলার সময় সেটার ওপর চোখ বুলিয়ে নেবেন বিজ্ঞানীরা। লিখে রাখা হবে, এটাই শুধু জানে দানু, কোথায় বা কিসে লিখে রাখা হবে তা জানে না। এই অনিশ্চয়তা তার বুকের রক্ত হিম করে তুলছে।

ভল্টটা খুঁজে পেতে কোন অসুবিধে হলো না। ডীপ ফ্রিজ-এর মত দেখতে, চৌকো একটা কাঠামো, দরজায় ডায়াল আছে। ইস্পাতের দরজার গায়ে কিছু লেখা নেই, আশপাশেও কিছু দেখা যাচ্ছে না। অস্থির হয়ে উঠল দানু, সময় দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে। কাঁচ দিয়ে ঘেরা একটা ঘরের ভেতর ভল্টটা। ভেতরে শুধু একটা প্লাস্টিকের পাতাবাহার গাছ আছে। সবুজ পাতাগুলো পরীক্ষা করতে

দানু। উল্টেপাল্টে প্রতিটি পাতা দেখল, কিছুই নেই। টবের নিচেও কিছু নেই। উবু হয়ে বসে গাছটার মোটা কাণ্ডের ওপর চোখ বুলাচ্ছে, খুদে একটা গর্তের ওপর চোখ আটকে গেল। গর্তের কাছে চোখ সরিয়ে এনে তাকাতে ভেতরে সাদা মত কিছু দেখতে পেল। সম্ভবত একটা ভাঁজ করা কাগজ। গর্তটা এত ছোট, ভেতরে আঙুল ঢুকবে না। কাণ্ডটা দু'হাতে ধরে মোচড় দিল দানু, দেখা গেল প্যাঁচ খুলে কাণ্ডটা দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

কাগজটা হাতে নিয়ে ভাঁজ খুলল সে। তেরোটা সংখ্যা লেখা তাতে–২৫৪৯৫৪৩২১৯৪৩২। কাগজটা নিয়ে ডায়ালের সামনে দাঁড়াল, ডায়াল করল নম্বর মিলিয়ে–হাতের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই, থরথর করে কাঁপছে। ভল্টে ঢুকে দশ ইঞ্চি ইঁট আকৃতির কাঁচের একটা বাক্স ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না সে। বাক্সের ভেতর বারোটা খোপ আছে, দুটো ছাড়া বাকি খোপ খালি। ওই দুটো খোপে দু'ইঞ্চি লম্বা দুটো কাঁচের টিউব রয়েছে, মুখে অ্যালুমিনিয়াম বা টিনের পাত মোড়া কর্ক।

বাক্স খুলে টিউব দুটো হাতে নিল দানু। এবার সারা শরীরে কাঁপন ধরে গেল–ঠাণ্ডায় নয়, ভয়ে। সে জানে, এই ভাইরাসের একটা ফোঁটা দিয়ে গোটা একটা মহাদেশের সমস্ত মানুষকে মেরে ফেলা সম্ভব। সংক্রমণ একবার শুরু হলে সেটাকে ঠেকায় এমন সাধ্য কারও নেই। আমেরিকা বা ন্যাটোর বিজ্ঞানীরা এখনও এটার প্রতিষেধক বের করতে পারেননি। তাঁদের আলোচনা শুনে দানু জানে, এই ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি দশ সেকেন্ডের মধ্যে মারা যেতে পারে, আবার মৃত্যু হতে বিশ ঘণ্টাও লাগতে পারে–নির্ভর করে যার যার শারীরিক প্রতিরোধ-শক্তির ওপর। জার্মান এক বিজ্ঞানীকে দানু বলতে শুনেছে, 'ঈশ্বর না করুন কেউ যদি আক্রান্ত হয়, প্রার্থনা করবেন সে যেন খুব তাড়াতাড়ি মারা যায়, কারণ মৃত্যু হতে যত দেরি হবে ততবেশি নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে তাকে।' এরপর ভদ্রলোক সবিস্তারে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সংক্রমিত

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

কোন ব্যক্তি বিশ ঘন্টা বেঁচে থাকলে তার কি অবস্থা হবে। তার সেই বর্ণনা শুনলে যে-কোন মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়বে, ভয়ে হার্টফেলও করতে পারে।

পরবর্তী কাজগুলো দ্রুত সারল দানু। ভল্ট থেকে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করল, ল্যাব থেকে বেরিয়েও দরজা বন্ধ করতে ভুলল না। কিন্তু স্টোর রুমে ফিরে এসে ঘাবড়ে গেল সে। কমপিউটর থেকে ফ্লপি ডিস্কে কপি করা, তারপর হার্ডডিস্ক নষ্ট করা, এগুলো তো সহজ কাজ, তাহলে রামদান এত সময় নিচ্ছে কেন?

ঘাবড়ে গেলেও, সময় নষ্ট করছে না দানু। টিউব দুটো একটা র‍্যাকে রেখে গা থেকে প্রোটেকটিভ স্যুট খুলল সে। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল, আটটা বিশ। আর দশ মিনিট পর সিঁড়ির মাথার গেট খুলে সৈনিকরা ওদেরকে ডাক দেবে। ওরা সাড়া না দিলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রোটেকটিভ স্যুট পরা একদল সৈনিক নিচে নেমে আসবে। কি আশ্চর্য, রামদান এত দেরি করছে কেন?

কমপিউটর রুম এখান থেকে অনেকটা দূরে, কয়েকটা করিডর পার হয়ে পৌঁছুতে হবে। সিঁড়িটা কাছে, একটা করিডরের মাত্র অর্ধেকটা পার হলে পৌঁছানো যায়। দানু সিদ্ধান্ত নিল, আরও দু'মিনিট অপেক্ষা করে দেখবে। র‍্যাক থেকে হাতে নিয়ে টিউব দুটো নেড়েচেড়ে দেখল একবার, তারপর অত্যন্ত সাবধানে ইউনিফর্মের বুক পকেটে লুকিয়ে রাখল। অস্থির উত্তেজনায় ছটফট করছে, স্টোর রুম থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকল। এখনও আসছে না রামদান। কত রকম সন্দেহ জাগছে মনে। ফর্মুলাটা রামদান হয়তো কমপিউটরের ভেতর পায়নি। কমপিউটর রুমের অন্য কোথাও রাখা হয়েছে, তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাচ্ছে না। দানু বাইরে থেকে দেখেছে, কমপিউটর রুমে বাক্স ভর্তি অসংখ্য ফ্লপি ডিস্ক আছে, সেগুলো থেকে আসল ডিস্কটা খুঁজে বের করতে হলে প্রচুর সময় দরকার। ডিস্কের গায়ে সঠিক ভাষায় পরিচয় লেখা না থাকলে কমপিউটরে ঢুকিয়ে দেখতে হবে কোনটায় কি আছে।

এভাবে পরীক্ষা করতে হলে কয়েক ঘন্টা নয়, সারা দিন লেগে যেতে পারে। রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে তার।

হঠাৎ দেখা গেল করিডর ধরে ছুটে আসছে রামদান, আনন্দে উদ্ভাসিত চেহারা, বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে। রামদানকে দেখে দানুও আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠল। রামদান ছুটে আসছে, দানুও বেখেয়াল হয়ে তার দিকে ছুটল। পরস্পরকে আলিঙ্গন করল ওরা।

মুটমুট আওয়াজ করে ভেঙে গেল টিউব দুটো। কি ঘটতে যাচ্ছে একমাত্র ঈশ্বরই তা বলতে পারবেন। ইব্রাহিম দানু আর ফয়েজ রামদান এই মুহূর্তে দুনিয়ার সবচেয়ে দুর্ভাগা ব্যক্তি। দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তিও বটে। যে ভুল ওরা করে বসেছে, ওদেরকে এক হাজার বার ফাঁসি দিলেও তার প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব নয়। ওদের এই ভুল পৃথিবী নামক এই গ্রহটার কি সর্বনাশ ডেকে আনবে তা কল্পনা করতে চাওয়াও বোকামি। কারণ আগুন ছাড়া এমথ্রীএক্স ধ্বংস করা সম্ভব নয়। আর শুধু পানিতে নির্জীব হয়ে থাকে। এই ভাইরাস স্তন্যপায়ী প্রাণী পেলেই অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে বংশবৃদ্ধি ঘটায়। দানু আর রামদানের সংস্পর্শে যে-ই আসবে, সেই সংক্রমিত হবে–একজনের দ্বারা আরেকজন, তার দ্বারা অন্যজন, এভাবে ছড়িয়ে পড়বে মহল্লায়, শহরে, জেলায়, দেশে, মহাদেশে, গোটা দুনিয়ায়।

আওয়াজটা ওরা দু'জনেই শুনেছে। শোনার পর দশ সেকেন্ড নিঃশ্বাস ফেলেনি বা নড়েনি।

প্রথমে ফিসফিস করল দানু, 'আল্লাহর ইচ্ছা নয় আমরা বাঁচি।'

'হ্যাঁ,' বিড়বিড় করল রামদান। 'কিন্তু আমরা জানি না কে কতক্ষণ বেঁচে আছি। দশসেকেন্ড থেকে আটত্রিশ ঘন্টা...'

পাঁচ সেকেন্ড আর কোন কথা হলো না। তারপর দানু বলল, 'এই অনিশ্চয়তার ভেতরও আল্লাহর গোপন কোন উদ্দেশ্য থাকতে

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

পারে। তোমার এত দেরি হলো কেন?' এখনও পরস্পরকে ওরা ছাড়েনি।

'ফ্লপি ডিস্কটা পাচ্ছিলাম না। অনেক খুঁজে বের করতে হয়েছে।' নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পিছিয়ে গেল রামদান, পকেট থেকে ডিস্কটা বের করল।

'হার্ডডিস্ক নষ্ট করেছ?' জানতে চাইল দানু।

হাঁ হয়ে গেল রামদান। বিহ্বল দৃষ্টিতে হাতে ধরা ডিস্কটার দিকে তাকাল। 'এটা খুঁজে না পাওয়ায় মাথার ঠিক ছিল না, পাবার পর হার্ডডিস্কের কথা মনেই পড়েনি।' ঘাড় ফিরিয়ে করিডরের দিকে একবার তাকাল, তারপর বন্ধুর দিকে ফিরে বলল, 'তোমার কথাই ঠিক, এই অনিশ্চয়তার ভেতর আল্লাহর মহৎ কোন উদ্দেশ্য আছে। দানু, ভাই আমার, ডিস্কটা নিয়ে চলে যাও তুমি।'

'আর তুমি?'

'আমি হার্ডডিস্কটা নষ্ট করতে যাচ্ছি। ফ্লপি ডিস্কটাই ইরাকের দরকার, ফর্মুলাটা। ব্রিফ করার সময় কি বলা হয়েছিল, তোমার মনে আছে তো? এমথ্রীএক্স হাতে পেলে প্যারিসে নিয়ে যেতে হবে, ফেলে দিতে হবে এলিসি প্রাসাদের ডান দিকের সবুজ ডাস্টবিনে। তার আগে ফোন করে জানাতে হবে...' ঘাড় ফিরিয়ে করিডরের দেয়ালে তাকাল সে, ওখানে হুকের সঙ্গে একটা টেলিফোন ঝুলছে। ঘুরে সেদিকে এগোল সে।

দ্রুত ডায়াল করল রামদান। নম্বরগুলো ওর মুখস্থ। সরাসরি ডায়ালিং সিস্টেম, ইরাকী দূতাবাসের লাইন পেতে দেরি হলো না। সরাসরি অ্যামব্যাসাডরকে চাইল সে। ভাগ্যটা ভালই, ফোনটা বেজেছে অ্যামব্যাসাডরের বেডরুমে। 'বলছি।'

নিজেদের কোডনেম উচ্চারণ করল রামদান, তারপর বলল, 'এমথ্রীএক্স-এর দুটো [illegible] তৈরি করেছিলাম, কিন্তু ভেঙে গেছে। আমরা অ্যাফেক্টেড। আমাদের একজন দুপুরের ট্রেনে রওনা হচ্ছি। ট্রেনের গন্তব্য [illegible], তবে প্যারিসেই

নামব—যদি বেঁচে থাকি। ফ্লপি ডিস্ক কোত্থেকে কালেক্ট করতে হবে আপনি জানেন। কিন্তু ট্রেনে ওঠার পর প্যারিসে পৌছুনোর আগেই যদি মারা যাই, যেভাবে পারেন ট্রেন থেকেই ওটা কালেক্ট করবেন। আর যদি ট্রেনে ওঠার আগে মারা যাই, আপনারাই ঠিক করবেন কি করতে হবে।' অ্যামব্যাসাডরকে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল সে।

একটা ঢোক গিলে ফিসফিস করল দানু, 'তোমার অসুস্থ লাগছে?'

মাথা নাড়ল রামদান। 'তোমার?'

'এখনও কিছু বুঝতে পারছি না।' দীর্ঘশ্বাস চাপল দানু। 'একটাই সান্ত্বনা, আমাদের পরিবার রাজার হালে থাকবে, তাই না?'

'হ্যাঁ, টাকাটা ওরা পেয়ে যাবে।'

'আল্লাহ হাফেজ, তুমি ভাই বেরিয়ে যাও। সিঁড়ির মাথায় উঠে সৈনিকদের বলো আমি এখানে বার্ট আর মার্কের সঙ্গে গল্প করছি, ল্যাব-কর্মীরা যখন নিচে নামবে তখন বেরুব।' মৃত্যু সুনিশ্চিত জানার পরও রামদানের চেহারায় কোন বিকার নেই।

আবার ওরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করল। দানুর হাতে ফ্লপি ডিস্কটা গুঁজে দিল রামদান, সেটা নাভির নিচে আন্ডারঅয়্যারের ভেতর লুকিয়ে ফেলল দানু। 'আল্লাহ চাইলে আবার আমাদের দেখা হবে—মৃত্যুর পর। আল্লাহ হাফেজ।' [illegible] বেরিয়ে আসছে, তাড়াতাড়ি ঘুরে করিডর ধরে এগোল সে, সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে।

তার পিছু নিয়ে কয়েক পা এল রামদান। 'আমরা সংক্রমিত হয়েছি, এটা জানার পরই ওরা মেগা ডেথ প্রিভেন্ট কমিটিতে খবর পাঠাবে।' ওরা জানে, জেনেভাতেই, তিন মাইলের মধ্যে, মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটির অফিস। অ্যান্টিডোট রিসার্চ সেন্টারে যেহেতু দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করা

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

হয়, তাই দুর্ঘটনাবশত সংক্রমণের আশংকাও আছে, সেজন্যেই সংক্রমণের ঘটনা ঘটলে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্যে 'এমডিপিসি' গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির প্রধানও একজন আমেরিকান, নাম জেনারেল লী মার্শাল। 'সঙ্গে সঙ্গে প্রিভেনটিভ স্যুট পরা সৈনিকদের পাঠাবে ওরা। আমাদের সংস্পর্শে যারা আসবে তাদের একজনকেও বাঁচিয়ে রাখবে না। কি বলছি বুঝতে পারছ? ওপরে উঠে কাউকে ছোঁবে না তুমি। থুথু-কফ-ঘাম, কিছু ফেলবে না। তুমি তো গাড়ি চালাতে জানো না, সম্ভব হলে একটা সাইকেল চুরি করে স্টেশনে পৌঁছুবে...'

'ট্রেনে ওঠার পর কি করব?' হঠাৎ থেমে জানতে চাইল দানু। 'স্টেশনে তো প্রচণ্ড ভিড় থাকবে। ট্রেনেও কয়েকশো যাত্রী উঠবে।'

'সম্ভব হলে এক দেড় ঘণ্টা আগে উঠবে ট্রেনে,' বলল রামদান। 'পুরো একটা কমপার্টমেন্ট ভাড়া করবে, ঢোকার পর ভেতর থেকে বন্ধ করে দেবে দরজা। আমার ঘরে টাকা আছে, ওগুলোও সব নিয়ে যাও।'

'কিন্তু তুমি? তোমার কি হবে?'

'আল্লাহ চাহে তো আবার আমাদের দেখা হবে—কেয়ামতের দিন।'

কমপিউটর রুমে ফিরে এসে হার্ডডিস্ক নষ্ট করতে মাত্র পাঁচ মিনিট লাগল রামদানের। [illegible] মাথা থেকে বের করে দিয়েছে। মনে একটাই ভয়, এই বুঝি অসুস্থ হয়ে পড়ল। বাক্স খুলে ফ্লপি ডিস্কগুলো এক এক করে পরীক্ষা করছে, আরও কোন ডিস্কে ফর্মুলাটা থাকলে নষ্ট করে ফেলবে। দরদর করে ঘামছে সে, দোয়া-দরুদ পড়ছে, টেরই পেল না তার পিছনে মেঝেতে পড়ে [illegible] আলবিনো [illegible] ফিরে আসছে।

ন'টা বাজতে তখন পনেরো মিনিট বাকি, [illegible] এক হাতে ডলতে ডলতে রামদানের পিছনে [illegible] হলো আলবিনো। সে

তাকিয়ে আছে কমপিউটর ডেস্কে রাখা একটা সুইচবোর্ডের দিকে। সুইচবোর্ডে একটাই বোতাম, টকটকে লাল, নিচে লেখা—'রেড অ্যালার্ম'।

রামদানকে আক্রমণ করার কথা ভাবছে না আলবিনো। মুখের ভেতর জিভ ফুলে দ্বিগুণ হয়ে গেছে তার। হাতের উল্টোপিঠে ফোস্কা পড়ছে। নিজের চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছে না, তবে জ্বালা-যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। আয়নায় তাকালে দেখতে পেত চোখের সাদা অংশটুকু আর সাদা নেই, জবা ফুলের মত টকটকে লাল হয়ে গেছে—কোটর ছেড়ে অক্ষিগোলকও বেরিয়ে এসেছে আধ ইঞ্চির মত। কি ঘটে গেছে জানে আলবিনো।

সে কোন শব্দ না করে রামদানের কাঁধের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে সুইচটা শুধু টিপে দিল—তিন মাইল দূরে 'মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটি'-র অফিস বিল্ডিঙে সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল সতর্ক সংকেত।

লাফ দিয়ে টুল ছাড়ল রামদান, তারপর আলবিনোকে দেখে একদম স্থির হয়ে গেল। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, কেউ কারও ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে না, চেহারায় এমনকি পরস্পরের প্রতি ওদের কোন ঘৃণাও নেই। এ আর কিছু নয়, অমোঘ নিয়তিকে মেনে নেয়ার লক্ষণ মাত্র।

'মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটি'-র অফিস বিল্ডিংটা ছ'তলা। এখানে প্রিভেনটিভ স্যুট পরা দেড়শো আমেরিকান সৈনিক সর্বক্ষণ সতর্ক অবস্থায় প্রস্তুত থাকে, সতর্ক সংকেত বাজলেই ছুটবে। প্রতি মাসে দু'বার মহড়া অনুষ্ঠিত হয়, মহড়ার সময় এই অফিস থেকেই সতর্ক সংকেত বাজানো হয়। দশটা ভ্যানে চড়ে দেড়শো সৈনিক সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়, সাড়ে চার থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যায় ন্যাটোর 'অ্যান্টিডোট রিসার্চ সেন্টার'-এ।

আজ এটা মহড়া নয়, কাজেই পথে সৈনিকদের ব্রিফ করা

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

হলো। কাঁটাতারের বেড়া গলে কেউ যাতে বেরুতে না পারে, সেজন্যে চার মিনিটের মাথায় পৌঁছেই 'অ্যান্টিডোট রিসার্চ সেন্টার' ঘিরে ফেলল একশো সৈনিক। ভেতরে ঢুকল পঞ্চাশ জন, তাদের মধ্যে থেকে আন্ডারগ্রাউন্ডে নামল দশজন। নয়টা বাজতে আট মিনিট বাকি, এরইমধ্যে বাইরে থেকে সেন্টারে ঢুকেছে একজন বিজ্ঞানী আর চারজন ল্যাব-কর্মী। যেহেতু ঢুকে পড়েছে, তাদেরকে আর বেরুবার সুযোগ দেয়া হলো না। ভেতরে আগে থেকে আছে সব মিলিয়ে বিশজন—তাদের মধ্যে সৈনিক আছে বারোজন, স্টাফ আটজন। মোট পঁচিশজনকে এক জায়গায় জড়ো করা হলো। 'মেগা ডেথ প্রিভেন্শন্ কমিটি'-র প্রধান লী মার্শাল স্বয়ং দেড়শো সৈনিককে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

ন'টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। সেন্টারের গেট থেকে এক মাইল দূরে ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে, সেখান থেকেই ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে বিজ্ঞানী আর ল্যাব-কর্মীদের, পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সেন্টারে কাউকে ঢুকতে দেয়া হবে না।

ঠিক ন'টায় আন্ডারগ্রাউন্ড ল্যাব থেকে টেলিফোনে খবর পেলেন লী মার্শাল, ল্যাব-এর ভল্ট থেকে এমথ্রীএক্স-এর দুটো ফাইলই চুরি গেছে। কমপিউটরের হার্ডডিস্ক নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। যে ফ্লপি ডিস্কে এমথ্রীএক্স-এর ফর্মুলা ছিল সেটাও চুরি হয়েছে। দায়ী তুর্কী গার্ড ইব্রাহিম দানু আর ফয়েজ রামদান। আন্ডারগ্রাউন্ডে এক[illegible] শুধু রামদানকে [illegible] গেছে, [illegible]। রামদান শুধু একটা কথা স্বীকার করছে, চুরি করার পর দুটো ফাইলই ভেঙে ফেলে ওরা—দুর্ঘটনাবশত। রামদানের দ্বারা কমপিউটর অপারেটর আলবিনোও সংক্রমিত হয়েছে। দানু উঠে গেছে গ্রাউন্ডফ্লোরে, তার দ্বারা সেন্টারের সবারই সংক্রমিত হবার কথা।

সময় নষ্ট না করে পেন্টাগনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন জেনারেল লী মার্শাল। নির্দেশ আসতে সময় লাগল পনেরো

মিনিট। সে নির্দেশে দয়ামায়ার ছিটেফোঁটাও থাকল না, 'বার্ন দেম অল।' একজনকেও বাদ দেয়া যাবে না, সবাইকে পুড়িয়ে মারতে হবে।

সেন্টারে যারা রাত থেকে ছিল, আর যারা আজ সকালে প্রোটেকটিভ স্যুট না পরে ভেতরে ঢুকেছে, সব মিলিয়ে এই পঁচিশজনকে আন্ডারগ্রাউন্ডে নামানো হলো, বলা হলো তারা সম্ভবত সংক্রমিত হয়েছে, তাই তাদেরকে কোয়ারানটিনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আন্ডারগ্রাউন্ডে, ল্যাব সেকশন থেকে দুশো গজ দূরে, বিশাল এক উনান বা চুল্লি আছে, ইংরেজিতে যেটাকে বলা হয় ক্রেম্যাটরিয়াম। ক্রেম্যাটরিয়ামে সাধারণত লাশই পোড়ানো হয়। 'অ্যান্টিডোট রিসার্চ সেন্টার'-এ ক্রেম্যাটরিয়াম আছে, এই তথ্য এমডিপিসি-র প্রধান লী মার্শাল ছাড়া আর মাত্র দু'একজন জানে। তিনি প্রকাশ করায় তাঁর সঙ্গে আগত চল্লিশজন মার্কিন সৈন্যও এখন জানল। তথ্যটা জানিয়ে কি করতে হবে তা-ও তিনি বলে দিলেন।

আলবিনো আর রামদানকে বাদে বাকি পঁচিশজনকে ক্রেম্যাটরিয়ামে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয়া হলো ইস্পাতের গেট। সুইচ টিপে চালু করা হলো বিশাল উনান। জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হলো সবাইকে।

ইতিমধ্যে মার্শালের নির্দেশে ল্যাবের আরেক প্রান্তের একটা কাঁচ ঘেরা কোয়ারানটিন চেম্বারে নিয়ে আসা হয়েছে রামদান আর আলবিনোকে। চেম্বারে কোন জানালা বা ফার্নিচার নেই, শুধু দুটো বেড আছে। বেডে শুয়ে আছে রামদান আর আলবিনো। প্রোটেকটিভ স্যুট পরা সামরিক বাহিনীর তিনজন ইন্টারোগেটর তাদেরকে জেরা করছে। আলবিনোকে প্রশ্ন করে তেমন কিছুই জানতে পারেনি তারা। তার প্রতিরোধ-শক্তি এতই কম যে এরইমধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ফেলার সময় হয়ে গেছে। কেটির-ছেড়ে

এক-দেড় ইঞ্চি বেরিয়ে এসেছে চোখ, টপ টপ করে রক্ত ঝরছে ওগুলো থেকে। মাংস থেকে আলাদা হয়ে গেছে চামড়া, ভেজা কাগজের মত নরম সামান্য নড়াচড়াতেই ভাঁজ খেয়ে যাচ্ছে, ঘষা খেলে খুলে আসছে গা থেকে। সবচেয়ে মারাত্মক অবস্থা জিভের, ফুলে চার গুণ হয়ে গেছে, ফলে হাঁ করে থাকতে বাধ্য হচ্ছে সে, কথা বলতে চেষ্টা করলে টপ টপ করে রক্ত ঝরছে।

এই মুহূর্তে সামরিক বাহিনীর ইন্টারোগেটররা রামদানকে জেরা করছে। প্রথম দফা ইন্টারোগেট করার সময় যা বলার বলেছে, শত চেষ্টা করেও তার মুখ থেকে নতুন কোন কথা এখন আর আদায় করা যাচ্ছে না। তার শরীরেও সংক্রমণের লক্ষণ ফুটতে শুরু করেছে, তবে অত্যন্ত ধীরগতিতে। ইন্টারোগেটরদের মধ্যে একজন ডাক্তার আছেন, রেডিও-টেলিফোন সেটে জেনারেল মার্শালকে তিনি রিপোর্ট করলেন, 'আলবিনো আর পাঁচ মিনিট বাঁচবে। তবে রামদান বাঁচবে দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা।'

আলবিনো ঠিকই পাঁচ মিনিট পরে মারা গেল। রামদান মারা গেল দু'ঘণ্টা পর। কোয়ারানটিন চেম্বারে ঢোকার পর ইন্টারোগেটদের কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেয়নি সে।

ইতিমধ্যে, সাড়ে ন'টার সময়, বেড়ার বাইরে প্রোটেকটিভ স্যুট পরা একশো সৈনিকদের যে দলটা পাহারা দিচ্ছিল তাদের মধ্যে থেকে পঞ্চাশজনকে পাঠানো হয়েছে দানুর খোঁজে।

দেড় ঘন্টা পর, এগারোটার সময় শেষ মেসেজ পেলেন জেনারেল মার্শাল, দানুকে তারা এখনও খুঁজে পায়নি।

এমথ্রীএক্স-এর দ্বারা সংক্রমিত ইব্রাহিম দানু জেনেভা শহরে জনারণ্যে হারিয়ে গেছে, এর ভয়াবহ তাৎপর্য যার জানা আছে তার হয় আত্মহত্যা করার কথা, নয়তো হার্টফেল করে মারা যাওয়ার কথা। কারণ এমথ্রীএক্স-এর কোন প্রতিষেধক নেই, আর ভাইরাসটা সংক্রমিত ব্যক্তির থুথু, কফ, রক্ত, ঘাম আর স্পর্শের মাধ্যমে ছড়ায়। দানু যদি রিসার্চ সেন্টার থেকে বেরিয়ে কফ-থুথু-

রক্ত-ঘাম না ঝরিয়ে কাউকে স্পর্শ না করে কোন নির্জন বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে থাকে, তাহলে জীবাণুটা এখুনি ছড়াবে না। কিন্তু সে যদি রাস্তা দিয়ে লোকের ভিড়ে হাঁটে, যদি কোন দোকানে ঢোকে, কিংবা বাসে চড়ে, তাহলে ডজন ডজন লোক সংক্রমিত হবে। তারা সংক্রমিত করবে হাজার হাজার লোককে, হাজার হাজার লোক অসুস্থ করে তুলবে লাখ লাখ মানুষকে, লাখ লাখ মানুষ...

তবে না, জেনারেল মার্শাল আত্মহত্যা করার কথা ভাবছেন না। ইস্পাতের চেয়েও শক্ত, সম্ভবত টাইটেনিয়াম দিয়ে তৈরি তাঁর হার্ট; দানুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে তাঁর এমনকি হার্টবিট দ্রুতও হলো না।

মাথা ঠাণ্ডা রেখে চিন্তা করতে বসলেন জেনারেল মার্শাল। এগারোটা পাঁচ মিনিটে হঠাৎ একটা চিন্তা ঢুকল তাঁর মগজে। ইব্রাহিম দানু ফ্লপি ডিস্ক অর্থাৎ এমথ্রীএক্স-এর ফর্মুলা নিয়ে পালিয়েছে। সে জানে সে সংক্রমিত, কাজেই বাঁচার কোন আশা নেই। তাহলে ফ্লপি ডিস্ক নিয়ে কি করবে সে? নিশ্চয়ই কাউকে দেবে। কাকে দেবে? কোথায় দেবে?

এইভাবে চিন্তা করতে করতে জেনারেল মার্শাল সন্দেহ করলেন, দানু নিশ্চয়ই ফোনে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। দানু কিংবা রামদান। নির্ঘাত মারা যাচ্ছে জানতে পারলে মানুষ মরিয়া হয়ে ওঠে, তখন বোকার মত ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করে না। দানু বা রামদান হয়তো কাউকে ফোন করেছিল এই রিসার্চ সেন্টার থেকেই। দু'জন সৈনিককে ডেকে জেনারেল মার্শাল নির্দেশ দিলেন, 'চেক করে দেখো, আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে বাইরে কোন ফোন গেছে কিনা।'

প্রতিটি ফোনকল টেপ করা হয়। টেপ রেকর্ডারের রীল রিওয়াইন্ড করে শোনা হলো। দেখা গেল মার্শাল ঠিকই সন্দেহ করেছেন। ফ্রান্সের ইরাকী দূতাবাসে ফোনটা করা হয়। ফোনে রামদান ও ইরাকী অ্যামব্যাসাডরের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিল,

amsimon@yahoo.com
www.murchona.com

মন দিয়ে দু'বার শুনলেন তিনি। ঘড়িতে তখন এগারোটা বেজে সতেরো মিনিট।

পেন্টাগনে ফোন করলেন মার্শাল। পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটা ধারণা দিলেন। সবশেষে জানতে চাইলেন, 'এখন কি করা? গোটা ইউরোপ জনমানবশূন্য হয়ে যাবে, আর আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব?'

'ধরে নিতে হবে সে এরইমধ্যে ট্রেনে চড়ে বসেছে,' পেন্টাগন থেকে জবাব এল। 'এখন আর তাকে নামিয়ে এনে কোন লাভ নেই। কমপিউটর বলছে, ওই ট্রেনে যাত্রীর সংখ্যা একহাজারের বেশি তো কম নয়। সম্ভবত এরইমধ্যে কয়েকশো যাত্রী সংক্রমিত হয়েছে।'

'তাহলে?'

'এমডিপিসি-তে ফিরে যান আপনি, ফিরেই গোটা ইউরোপে রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করুন। তার আগে, এই মুহূর্তে, এঞ্জিনিয়ার কোর-এর একজন অফিসারকে পাঠান স্টেশনে, সে একটা স্লীপার রেখে আসুক এঞ্জিন রূমে। আমরা এখানে প্রেসিডেন্ট আর তাঁর উপদেষ্টাদের নিয়ে মীটিঙে বসছি, কি সিদ্ধান্ত হয় পরে জানাচ্ছি আপনাকে। আর, হ্যাঁ, আপনি একটা ভুল করেছেন।'

'ইয়েস?'

গোটা ইউরোপ জনমানবশূন্য হয়ে যাবে আপনি বললেন। কথাটা ঠিক নয়, জেনালের মার্শাল। মাল্টিপ্‌ল্‌ এক্সএক্সএক্স গোটা গ্লোবটাকে প্রাণীশূন্য করে ফেলবে। স্তন্যপায়ী প্রাণী বলতে কোথাও কিচ্ছু থাকবে না। আমাদের এই গ্রহটাই মারা যাবে, জেনারেল।'

জেনারেল মার্শাল বাধা দিয়ে বললেন, 'কিন্তু এই ভাইরাসের আয়ু তো মাত্র বিশ ঘণ্টা!'

'পৃথিবীর সর্বশেষ মানুষটি বা প্রাণীটি যখন সংক্রমিত হবে, তার বিশ ঘণ্টা পর সর্বশেষ এমথ্রীএক্স ভাইরাস মারা যাবে, কারণ

ছড়াবার জন্যে প্রয়োজনীয় "বডি" পাবে না। ভাইরাস মারা যাবে ঠিকই–কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে না কি?'

'ওহ্ গড! ওহ্ জিসাস!'

'হ্যাঁ, এখন ওঁদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই।'

দুই

প্রতিদিন দুপুর ঠিক বারোটায় দা ট্রান্সকন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেস গাখ দ্য কখনাভি থেকে রওনা হয়। গন্তব্য ব্যাসেল, প্যারিস, ব্রাসেলস, আমস্টারডাম, কোপেনহেগেন হয়ে স্টকহোম। উনত্রিশ ঘণ্টা বাহান্ন মিনিটের যাত্রা, পথে বেশ কয়েক জায়গায় থামলেও প্রত্যাশিত সময়সূচি রক্ষায় সাধারণত ব্যর্থ হয় না। ইলেকট্রিক এঞ্জিন, বহন ক্ষমতা ত্রিশ হাজার টন। সব মিলিয়ে ষোলোটা কার, ডাইনিং, ব্যাগেজ ও পোস্টাল কমিউনিকেশন ফ্যাসিলিটি সহ। প্রতিটি কার-এ কয়েকটা করে কমপার্টমেন্ট, প্রতিটি কমপার্টমেন্ট আকারে বেয়াল্লিশ বর্গফুট, বাইরের করিডর উনচল্লিশ ইঞ্চি চওড়া। সাতটা কার সেকেন্ড ক্লাস, দুটো সেকেন্ড-ক্লাস স্লীপার, দুটো ফার্স্ট ক্লাস, দুটো ফার্স্ট-ক্লাস স্লীপার বা ওয়্যাগন-লিট। বারোশো যাত্রী উঠলে ট্রেন ভর্তি হয়ে যায়, তবে তা বিরল ঘটনা।

অবশ্য আজ শুক্রবার দুপুরের ট্রেন পুরোপুরি ভর্তি হয়ে গেছে। ফার্স্ট-ক্লাস স্লীপারের কয়েকটা সীট খালি থাকলেও, সেকেন্ড ক্লাসে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি লোক উঠেছে। ভাড়া বেশি হওয়ায়

amarsumon@yahoo.com
www.murchona.com

ফার্স্ট-ক্লাস স্লীপারে ঢুকতে রাজি নয় তারা, তাই আলগা সীট ফেলে করিডরে জায়গা দেয়া হয়েছে তাদেরকে। যাত্রীর সংখ্যা আজ এতই বেশি, পরিস্থিতি সামাল দিতে কনডাকটারদের রুটিন এলোমেলো হয়ে গেল, ফলে ট্রেন ছাড়ল নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মিনিট পর, অর্থাৎ বারোটা পাঁচে।

এই মুহূর্তে ট্রেনেই থাকার কথা চেলসি মেয়রের, কিন্তু সে রয়েছে প্ল্যাটফর্মে, ট্রেনের নাগাল পাবার জন্যে তীরবেগে ছুটছে। কোমরে ব্লু জিনস, পায়ে কেডস, গায়ে খাকি সুতি শার্ট, গলায় পাথর বসানো সোনার হার। তার দুই হাতে ছোট আকারের দুটো সুটকেস, বগলে একটা লেদার হ্যান্ডব্যাগ লম্বাটে গলা থেকে ঝুলছে একজোড়া নিকন ক্যামেরা। মেয়েটার বয়স ছাব্বিশ, ফুর্তিবাজ ছটফটে। নতুন গজানো কচি পাতার মত, তার ত্বক থেকেও যেন আলো প্রতিফলিত হয়। তার দৌড় চিতার মতই ক্ষিপ্র, তবে বুকে উথলানো কোন ভাব নেই, নিতম্বেও নেই প্রবল আলোড়ন। এ মেয়ে খাওয়ার জন্যে বেঁচে নেই, বেঁচে থাকার জন্যে খায়।

অনেক প্যাসেঞ্জারই জানালা দিয়ে মুখ বের করে দিয়েছে। কেউ শুধু দৃশ্যটা উপভোগ করছে। দু'একজন উৎসাহও দিচ্ছে। ট্রেনের সঙ্গে একই গতিতে ছুটছিল চেলসি, কিন্তু ট্রেনের গতি ক্রমশ বাড়ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওরা আর পেরে উঠছে না। 'দরজা খুলুন!' চিৎকার করল সে। 'কেউ একটা দরজা খুলে দিন!' ছোটার গতি আরও বাড়িয়ে দিয়েও কোন লাভ হচ্ছে না, ট্রেনের দরজাগুলো তাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। রাগে লাল হয়ে উঠেছে চেহারা।

তরুণ একদল লোক গলা ছেড়ে হেসে উঠল। তারপর শুরু হলো তালে তালে হাততালি। মেয়েটার অসহায় অবস্থা উপভোগ করছে সবাই, দরজা খুলে সাহায্য করার কথা ভাবছে না।

'জানোয়ার!' আক্রোশে গাল দিল চেলসি মেয়র।

কৌতুকপ্রিয় প্যাসেঞ্জাররা আরও জোরে হেসে উঠল।

তারপর হঠাৎ একটা দরজা খুলে গেল। অদৃশ্য এক লোকের শক্ত একটা হাত বেরিয়ে এল বাইরে। মরিয়া হয়ে হাতটার নাগাল পাবার চেষ্টা করল চেলসি। দুই হাতের আঙুল পরস্পরকে ছুঁলো। কিন্তু পরমুহূর্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যোগাযোগ। হতাশ হয়ে হাতটা নামিয়ে নিতে যাচ্ছে চেলসি, পরাজয় মেনে নিয়েছে। ট্রেন থেকে বাইরে ঝুঁকে তার হাতটা শক্ত করে ধরে ফেলল অপরিচিত প্যাসেঞ্জার, টান দিল ওপর দিকে। প্ল্যাটফর্ম থেকে শূন্যে উঠে পড়ল চেলসি, উড়ে চলে এল লোকটার গায়ের ওপর। লোকটা তাল হারিয়ে ফেলল। দু'জনেই ওরা ছিটকে পড়ল করিডরের মেঝেতে। চেলসি চিৎ হয়ে, হাত-পা ছড়িয়ে। লোকটা উপুড় হয়ে, চেলসির ওপর।

এক মুহূর্ত পড়ে থাকল ওরা ওখানে, দু'জনের কেউই বুঝতে পারছে না কি করবে। একটা ক্যামেরা দু'জনের শরীরের মাঝখানে আটকা পড়েছে, একটা স্তনে ব্যথা অনুভব করছে চেলসি। 'আপনি আমার লেন্স ভেঙে ফেলছেন,' তিক্ত গলায় বলল সে।

এক ঝটকায় সিধে হলো মাসুদ রানা, সাহায্যের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল। হাতটা ঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দিল চেলসি, রানার দিকে ভাল করে না তাকিয়েই ঝট করে উঠে বসল। নিজের জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিয়ে লাফ দিয়ে সিধে হলো, করিডর ধরে হন হন করে হেঁটে যাচ্ছে—একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিল না।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। তবে এখনও মেয়েটার ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না। লাগেজ আর ক্যামেরাগুলো শরীর থেকে বেঢপ ভঙ্গিতে ঝুলছে, অথচ হাঁটার মধ্যে এতটুকু আড়ষ্ট বা অপ্রতিভ কোন ভাব নেই।

ইতিমধ্যে লেক জেনেভার ডান পাড় ধরে ফুল স্পীডে ছুটতে শুরু করেছে ট্রান্সকন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেস, দূরের আকাশে মাথাচাড়া

দিচ্ছে পাহাড়ের চূড়া। সুইস আসমান স্বচ্ছ নীল। দুপুরের আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে, তবে রোদে কোন জ্বালা নেই। ঢাল বেয়ে উত্তর দিকে উঠে যাচ্ছে ট্রেন।

একটা ওয়্যাগন-লিট কারের ভেতর হাঁটছে স্টুয়ার্ড মার্ক টাওয়েল, দু'হাতে এক গাদা লিনেন, বুকের কাছে স্তূপ হয়ে আছে। হঠাৎ তার কান সজাগ হয়ে উঠল। দাঁড়িয়ে পড়ল সে। কিন্তু কই, কিছু শুনতে পাচ্ছে না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের পথে চলে গেল সে।

এক মুহূর্ত পর খালি একটা কমপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এল ইব্রাহিম দানু। তার চোখ এখনও পুরোপুরি লাল হয়নি, তবে জ্বালা করছে। গায়ে এখনও কোন ফোস্কা পড়েনি, চামড়াও ঢিলে হতে শুরু করেনি, তবে সুড়সুড়ি অনুভব করছে। খানিক আগে খুলি চুলকাতে গিয়ে হাতে চলে এসেছিল কয়েক গোছা চুল, সেই থেকে ভয়ে মাথায় হাত দিচ্ছে না। সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছে শ্বাসকষ্ট। রীতিমত হাঁপাচ্ছে ও।

চোরের মত চুপিচুপি, নার্ভাস ভঙ্গিতে পা বাড়াতে যাবে, এই সময় কার-এ একজন কনডাকটারকে ঢুকতে দেখে স্যাঁৎ করে পিছিয়ে এল কমপার্টমেন্টের ভেতর।

রাস্তা থেকে একটা সাইকেল চুরি করে স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হয় দানু। সাইকেলটা পরে কেউ ব্যবহার করলে সে-ও সংক্রমিত হবে, তাই ওটাকে লেকে [illegible] দু'একজন লোক ছিল, তারা ওর আচরণ দেখে ধরে নিয়েছে ব্যাপারটা স্রেফ অবহেলাজনিত দুর্ঘটনা। লেক থেকে স্টেশন পর্যন্ত হেঁটে এসেছে সে, পথে কারও সঙ্গে ধাক্কা খায়নি, থুথু বা কফও ফেলেনি কোথাও। ঠিক দশটার সময় স্টেশনে পৌঁছায় সে। সঙ্গে একটা ওয়্যাগন-লিট কার-এর কমপার্টমেন্ট ভাড়া করার টাকা ছিল, কিন্তু টিকিট কাউন্টারে প্রচণ্ড ভিড় দেখে কাছে যাবার সাহস হয়নি। এমথ্রীএক্স ভাইরাস কতটা বিপজ্জনক, বিজ্ঞানীদের

আলোচনা শুনে তার একটা ধারণা আছে। এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়লে দুনিয়ার কোন প্রাণী বাঁচবে না। দানু বুঝতে পারে, আল্লাহ তাকে কঠিন একটা পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন। ওদের এত সুন্দর এই গ্রহটা তিনি যেন তার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছেন, এটাকে এখন তাকেই যেন রক্ষা করতে হবে।

টিকেট কাটতে না পেরে প্ল্যাটফর্মে চলে আসে দানু, খালি ট্রেনেই উঠে পড়ে। সকাল তখন মাত্র দশটা। সেই থেকে ওয়্যাগন-লিট কার-এর একটা কমপার্টমেন্টে লুকিয়ে আছে। তার আশা ছিল, ওয়্যাগন-লিট কমপার্টমেন্টের সীট ভাড়া যেহেতু খুব বেশি, দু'একটা কমপার্টমেন্ট নিশ্চয়ই খালি থেকে যাবে। আছেও তাই। ফলে এতক্ষণ লুকিয়ে থাকতে তার কোন অসুবিধে হয়নি, কাউকে সংক্রমিত করার ঝুঁকিও নিতে হয়নি।

এমথ্রীএক্স নিয়ে বিজ্ঞানীরা আলোচনা করতেন আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনে, অন্যমনস্কতার ভান করে সে-সব আলোচনা মন দিয়ে শুনেছে দানু। একটা ব্যাপারে তারা সবাই একমত ছিলেন, এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে শারীরিক প্রতিক্রিয়া একেকজনের একেক রকম হয়। বেলা সাড়ে দশটার সময় এই কথার তাৎপর্য প্রথম উপলব্ধি করে দানু। বিজ্ঞানীদের সাধারণ একটা ধারণা ছিল, সংক্রমিত ব্যক্তির খিদে নষ্ট হয়ে যাবে, তবে পানির তেষ্টা বাড়বে। দানুর হয়েছে ঠিক উল্টোটা। খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছে সে, কিন্তু পানির কোন পিপাসা নেই। পিপাসাও নেই, ঘামছেও না। ঘামছে না, এটা একটা ভাল লক্ষণ। কারণ সংক্রমিত ব্যক্তির ঘামেও জীবাণুটা থাকে। কিন্তু খিদেটা তাকে পাগল করে তুলছে। মনে হচ্ছে পেটে কিছু দিতে না পারলে বাধ্য হয়ে নিজের হাতের মাংস ছিঁড়ে খেতে হবে। বিবেকবান, মহৎহৃদয় মানুষ দানু; পালাবার পর থেকে প্রতিটি মুহূর্ত সাবধানে আছে কেউ যাতে তার মাধ্যমে সংক্রমিত না হয়। অথচ খিদের প্রচণ্ড জ্বালায় এতটাই অস্থির হয়ে উঠেছে সে, কমপার্টমেন্ট থেকে না বেরিয়ে পারেনি।

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

দিচ্ছে পাহাড়ের চূড়া। সুইস আসমান স্বচ্ছ নীল। দুপুরের আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে, তবে রোদে কোন জ্বালা নেই। ঢাল বেয়ে উত্তর দিকে উঠে যাচ্ছে ট্রেন।

একটা ওয়্যাগন-লিট কারের ভেতর হাঁটছে স্টুয়ার্ড মার্ক টাওয়েল, দু'হাতে এক গাদা লিনেন, বুকের কাছে স্তূপ হয়ে আছে। হঠাৎ তার কান সজাগ হয়ে উঠল। দাঁড়িয়ে পড়ল সে। কিন্তু কই, কিছু শুনতে পাচ্ছে না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের পথে চলে গেল সে।

এক মুহূর্ত পর খালি একটা কমপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এল ইব্রাহিম দানু। তার চোখ এখনও পুরোপুরি লাল হয়নি, তবে জ্বালা করছে। গায়ে এখনও কোন ফোস্কা পড়েনি, চামড়াও ঢিলে হতে শুরু করেনি, তবে সুড়সুড়ি অনুভব করছে। খানিক আগে খুলি চুলকাতে গিয়ে হাতে চলে এসেছিল কয়েক গোছা চুল, সেই থেকে ভয়ে মাথায় হাত দিচ্ছে না। সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছে শ্বাসকষ্ট। রীতিমত হাঁপাচ্ছে ও।

চোরের মত চুপিচুপি, নার্ভাস ভঙ্গিতে পা বাড়াতে যাবে, এই সময় কার-এ একজন কনডাকটারকে ঢুকতে দেখে সাঁৎ করে পিছিয়ে এল কমপার্টমেন্টের ভেতর।

রাস্তা থেকে একটা সাইকেল চুরি করে স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হয় দানু। সাইকেলটা পরে কেউ ব্যবহার করলে সে-ও সংক্রমিত হবে, তাই ওটাকে লেকে ফেলে দিয়েছে। [illegible] দু'একজন লোক ছিল, তারা ওর আচরণ দেখে ধরে নিয়েছে ব্যাপারটা স্রেফ অবহেলাজনিত দুর্ঘটনা। লেক থেকে স্টেশন পর্যন্ত হেঁটে এসেছে সে, পথে কারও সঙ্গে ধাক্কা খায়নি, থুথু বা কফও ফেলেনি কোথাও। ঠিক দশটার সময় স্টেশনে পৌঁছায় সে। সঙ্গে একটা ওয়্যাগন-লিট কার-এর কমপার্টমেন্ট ভাড়া করার টাকা ছিল, কিন্তু টিকিট কাউন্টারে প্রচণ্ড ভিড় দেখে কাছে যাবার সাহস হয়নি। এমথ্রীএক্স ভাইরাস কতটা বিপজ্জনক, বিজ্ঞানীদের

আলোচনা শুনে তার একটা ধারণা আছে। এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়লে দুনিয়ার কোন প্রাণী বাঁচবে না। দানু বুঝতে পারে, আল্লাহ তাকে কঠিন একটা পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন। ওদের এত সুন্দর এই গ্রহটা তিনি যেন তার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছেন, এটাকে এখন তাকেই যেন রক্ষা করতে হবে।

টিকেট কাটতে না পেরে প্ল্যাটফর্মে চলে আসে দানু, খালি ট্রেনেই উঠে পড়ে। সকাল তখন মাত্র দশটা। সেই থেকে ওয়্যাগন-লিট কার-এর একটা কমপার্টমেন্টে লুকিয়ে আছে। তার আশা ছিল, ওয়্যাগন-লিট কমপার্টমেন্টের সীট ভাড়া যেহেতু খুব বেশি, দু'একটা কমপার্টমেন্ট নিশ্চয়ই খালি থেকে যাবে। আছেও তাই। ফলে এতক্ষণ লুকিয়ে থাকতে তার কোন অসুবিধে হয়নি, কাউকে সংক্রমিত করার ঝুঁকিও নিতে হয়নি।

এমথ্রীএক্স নিয়ে বিজ্ঞানীরা আলোচনা করতেন আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনে, অন্যমনস্কতার ভান করে সে-সব আলোচনা মন দিয়ে শুনেছে দানু। একটা ব্যাপারে তারা সবাই একমত ছিলেন, এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে শারীরিক প্রতিক্রিয়া এককেজনের একেক রকম হয়। বেলা সাড়ে দশটার সময় এই কথার তাৎপর্য প্রথম উপলব্ধি করে দানু। বিজ্ঞানীদের সাধারণ একটা ধারণা ছিল, সংক্রমিত ব্যক্তির খিদে নষ্ট হয়ে যাবে, তবে পানির তেষ্টা বাড়বে। দানুর হয়েছে ঠিক উল্টোটা। খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছে সে, কিন্তু পানির কোন পিপাসা নেই। পিপাসাও নেই, ঘামছেও না। ঘামছে না, এটা একটা ভাল লক্ষণ। কারণ সংক্রমিত ব্যক্তির ঘামেও জীবাণুটা থাকে। কিন্তু খিদেটা তাকে পাগল করে তুলছে। মনে হচ্ছে পেটে কিছু দিতে না পারলে বাধ্য হয়ে নিজের হাতের মাংস ছিঁড়ে খেতে হবে। বিবেকবান, মহৎহৃদয় মানুষ দানু; পালাবার পর থেকে প্রতিটি মুহূর্ত সাবধানে আছে কেউ যাতে তার মাধ্যমে সংক্রমিত না হয়। অথচ খিদের প্রচণ্ড জ্বালায় এতটাই অস্থির হয়ে উঠেছে সে, কমপার্টমেন্ট থেকে না বেরিয়ে পারেনি।

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

*

লিনেন-এর স্তূপ জায়গামত রেখে এসে করিডর ধরে হাঁটছে টাওয়েল, গলা চড়িয়ে চিৎকার করছে, 'লাঞ্চ রিজার্ভেশন! লাঞ্চ রিজার্ভেশন!' হঠাৎ সুন্দর ও পরিচিত একটা মুখ দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। দেখেই চেলসি মেয়রকে চিনতে পেরেছে। টিভির রিপোর্টার, বিভিন্ন পত্রিকায় প্রতিবেদনও লেখে—কে না চিনবে! 'ম্যাডাম, প্লীজ, আমি কোন সাহায্যে আসতে পারি?'

ট্রেনে নিজের কমপার্টমেন্ট খুঁজে পাচ্ছে না চেলসি; ফলে রেগে আছে খুব। রাগটা অবশ্য নিজের ওপরই। টিকিট আগে থেকেই কাটা ছিল, কিন্তু স্টেশনে পৌঁছুতে দেরি করে ফেলে সে। হাতের টিকিটটা স্টুয়ার্ড টাওয়েলের হাতে ধরিয়ে দিয়ে তিক্ত সুরে জিজ্ঞেস করল, 'এটা ফার্স্ট ক্লাস কিনা বলো।'

'জ্বী-না, ম্যাডাম,' মাথা নেড়ে বলল টাওয়েল। 'আপনি জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব, আর ওয়্যাগন-লিট কমপার্টমেন্ট শুধু তাঁদেরই জন্যে।'

ঘামে ভেজা নিজের জিনস আর খাকি শার্টের দিকে তাকাল চেলসি, নিজেকে রীতিমত নোংরা মনে হলো। টাওয়েলের হাত থেকে ছোঁ দিয়ে টিকিটটা নিয়ে আবার করিডর ধরে এগোল সে, বোঝার ভার তাকে এতটুকু ক্লান্ত করতে পারেনি।

সুন্দরী মেয়েদের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা আছে তরুণ টাওয়েলের। তবে মিষ্টি প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেলে কখনও সেটা হাতছাড়া করে না। চেলসি মেয়র উল্টোদিকে যাচ্ছে দেখেও বাধা দিল না, ঠোঁটে মুচকি হাসি নিয়ে তাকিয়ে থাকল। হন হন করে হাঁটার সময় চেলসি খেয়াল করল না, তার ক্যামেরার একটা স্ট্র্যাপ পাশের দরজার হাতলে আটকে গেল, ফলে হোঁচট খেলো সে, অভিশাপ দিল—সম্ভবত নিজেকেই। চেলসি ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে পারে, তাই তাড়াতাড়ি অন্য দিকে ফিরে আবার চিৎকার করল টাওয়েল, 'লাঞ্চ রিজার্ভেশন!'

ফার্স্ট ক্লাস বা সম্ভব হলে আরও উন্নতমানের সম্পূর্ণ আলাদা একটা কমপার্টমেন্ট চাই তার, ট্রাভেল এজেন্টকে নির্দেশ দিয়েছিল চেলসি। গন্তব্য কোপেনহেগেন, দীর্ঘ ট্রেন জার্নিটা ঝামেলাবিহীন একা উপভোগ করতে চায়। ফরচুন ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে ডেনিশ আর্ট ফেয়ার কাভার করতে যাচ্ছে সে, সমস্ত খরচ তাদের, কাজেই বিলাসিতা করার এই সুযোগ কেন সে হাতছাড়া করবে!

চেলসি একবারই প্রেমে পড়েছিল। ছেলেটা ছিল লম্বা ও ঋজু। একজন পেইন্টার। সে বিশ্বাস করত, শিল্পই ঈশ্বর, আর ঈশ্বরকে জানার একটাই উপায়—নিজেকে ক্রুসবিদ্ধ করা, নিজের হৃদয়ে একের পর এক পেরেক গাঁথা। চেলসিকে সেই ছেলে অগুনতি পেরেকের একটা বলে গ্রহণ করে। ব্যাপারটা যখন ধরতে পারল চেলসি, ক্রস-এর ভেতর ততদিনে কয়েক ইঞ্চি সেঁধিয়ে গেছে সে। নিজেকে মুক্ত করার জন্যে দীর্ঘ এক বছর তীব্র যাতনা সইতে হয় তাকে। সেই ছেলের কথা মনে পড়লে এখন আর তার মনে কোন অনুভূতিই জাগে না।

এই মুহূর্তে একা শুধু নিজের ওপরই রেগে আছে চেলসি। আজ তার হয়েছেটা কি? একের পর এক শুধু ভুলই করছে!

করিডর থেকে একটা কার-এ ঢুকল স্টুয়ার্ড টাওয়েল। ব্যস্ততার ভান করছে সে, আসলে সুন্দরী কোন মেয়ে দেখলে আলাপ জমাবার ইচ্ছে। আরে, কি আশ্চর্য, এদিকের করিডরেও তো দেখছি পরিচিত একটা মুখ! মনে মনে অবাকই হলো টাওয়েল। দু'দিন আগে এই ট্রেনেই ভদ্রলোকের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। পরিষ্কার মনে আছে, প্যারিস থেকে উঠেছিলেন, নেমেছেন জেনেভায়। কিছু লাগবে কিনা বারবার জিজ্ঞেস করায় আমেরিকান বিশ ডলারের একটা কড়কড়ে নোট বকশিশ দিয়েছিলেন। 'স্যার,' বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলল সে, 'আপনার নামটা আমার মনে আছে। আপনি মাসুদ রানা, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। নিশ্চয়ই আবার প্যারিসেই ফিরে যাচ্ছেন, স্যার?'

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

হেসে ফেলল রানা। 'না, এবার শেষ মাথা পর্যন্ত যাব–স্টকহোমে।'

'আপনার যদি গাইডবুক, স্ট্রীট ম্যাপ বা ম্যাগাজিন লাগে, আমাকে বলবেন, স্যার,' জানিয়ে রাখল টাওয়েল। 'আমার কাছে প্রচুর কালেকশন আছে···'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'দুঃখিত। সুইডিশ ভাষা এক বর্ণও বুঝি না।' ও জানে, স্টুয়ার্ড ওকে সুইডিশ পর্ণোগ্রাফি কেনার প্রস্তাব দিচ্ছে। ছোকরার ওপর রাগ হলো, তবে আর কিছু বলল না।

টাওয়েলও নিজের ভুল বুঝতে পেরে কমপার্টমেন্ট ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

রানা জেনেভায় এসেছিল ড. নাসিমুল গনির আমন্ত্রণে। ভদ্রলোক বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের বন্ধু, সেই সূত্রে রানার সঙ্গে পরিচয়। সম্পর্কটা অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও স্নেহের, তবে খানিকটা পেশাগতও বটে। রানা জাতিসংঘের অ্যান্টি-টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন-এর একজন অন্যতম কমান্ডার, ড. নাসিমুল গনিও জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন অর্থাৎ 'হু'-র অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান 'রেমিডি'-র প্রধান। 'রেমিডি'-তে কেমিক্যাল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল ওঅরফেয়ার নিয়ে গবেষণা করা হয়। বছরে দু'একবার সময়-সুযোগ পেলে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওরা, দুনিয়ার হাল-হকিকত সম্পর্কে মত বিনিময় করে। রানা প্যারিসে একটা কাজে এসেছে, খবর পেয়ে ওকে জেনেভায় ডিনার খাবার আমন্ত্রণ জানান ভদ্রলোক। নিজেদের পেশা, দেশের খবরাখবর, বিশ্ব অর্থনীতির মন্দাভাব, মার্কিন প্রেসিডেন্টের ইমপিচমেন্ট, নিজেদের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ইত্যাদি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। জেনেভায় আরও কাজ ছিল রানার, সে-সব সেরে দু'দিন পর একই ট্রেনের ফিরতি যাত্রায় এখন চলেছে সুইডেনে, রানা এজেন্সির স্টকহোম শাখায়।

*

নিমোক্রাইচেক-এর বয়েস সত্তর, দেখে মনে হয় পঞ্চাশ। নিজের দেশ বেলজিয়ামে ফিরছে, নামবে ব্রাসেলস-এর পরের স্টেশনে। এই মুহূর্তে একটা সেকেন্ড ক্লাস কার-এর করিডরে রয়েছে সে, ভিড় ঠেলে এগোতে গলদঘর্ম হচ্ছে। হাতে অসম্ভব ভারী বিরাট একটা সুটকেস। আরোহীদের কারও সঙ্গেই তার পরিচয় নেই, অথচ কৌতুকপ্রিয় নাটুকে চরিত্রের হাসি লেগে আছে চোখে-মুখে, কারও সঙ্গে চোখাচোখি হলেই সবিনয়ে মাথা নত করে সম্মান জানাতে ভুল করছে না। এটা তার নিজের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার একটা কৌশল। করিডরে ফেলা একটা সীটে অত্যন্ত সাবধানে সুটকেসটা রাখল, চারদিকে চোরা-চোখে চোখ বুলিয়ে ঢাকনিটা সামান্য একটু খুলল। সুটকেসের ভেতর থেকে টিক-টিক করে অস্পষ্ট শব্দ বেরুচ্ছে। আশপাশে যাঁরা দাঁড়িয়ে আছে শব্দটা তারা অনেকেই শুনতে পেল। শোনানোই ক্রাইচেকের উদ্দেশ্য। 'অ্যাটেনশন!' গলা চড়িয়ে বলল সে, প্রথমে ইংরেজিতে, তারপর জার্মান ও ফ্রেঞ্চ ভাষায়।

লোকজন সব ঘুরে যাচ্ছে, অদ্ভুত দৃষ্টিতে লক্ষ করছে ক্রাইচেককে। সুটকেসের ওপর একটা হাত রাখল সে, ভেতরে কি আছে তা কেউ দেখতে পাচ্ছে না। আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন না? যদি পান, তাহলে বলুন কিসের শব্দ এটা?' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালে মোছার ভঙ্গি করল সে, অথচ সেখানে এক বিন্দু ঘাম নেই। মুখের হাসিটাও অদৃশ্য হয়েছে, এখন রীতিমত গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে।

অকস্মাৎ নিস্তব্ধতা নেমে এল করিডরে। আরোহীরা কেউ নড়ছে না। সবার চোখে সন্দেহ। দু'একজনকে নার্ভাস দেখাচ্ছে।

'টিক···টক···টিক···,' সুটকেস থেকে আওয়াজ বেরুচ্ছে।

'এটা কি একটা সুটকেস-বোমা? আমি কি একজন হাইজ্যাকার?' শয়তানি হাসি ফুটল ক্রাইচেকের ঠোঁটে। 'আমার

উদ্দেশ্য কি আপনাদের জিম্মি করা? সবিনয়ে জানাই–জ্বী-না। আমি আসলে একজন জাদুকর। আর আমার কাজ হলো মন্ত্রবলে আপনাদের পকেটের টাকা নিজের পকেটে নিয়ে আসা। কিন্তু আপনারা যদি আমাকে পকেটমার বলেন, আমি দুঃখ পাব। কারণ আমি পকেট কাটি ঠিকই, তবে বিনিময়ে কিছু না দিয়ে নয়। আপনারা যার যা খুশি নিতে পারেন–নিজেরাই বাছাই করুন, প্লীজ!' নাটকীয় ভঙ্গিতে সুটকেসের ডালাটা পুরোপুরি উন্মুক্ত করল সে।

সুটকেসের ভেতর সস্তাদরের কয়েকশো ঘড়ি রয়েছে। আরও আছে সিগারেট লাইটার, ট্র্যানজিসটর রেডিও ইত্যাদি। শুধু কোরিয়ায় তৈরি প্যাকেট ভর্তি কনডমগুলো পুরোপুরি নয়, আংশিক দেখা যাচ্ছে।

আরোহীদের পেশীতে ঢিল পড়ল। হেসে উঠল কেউ কেউ।

ক্রাইচেক আসলে ফেরিঅলা, সে তার পসরা নিয়ে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। নিজেকে সে কৌতুকপ্রিয় নাটুকে চরিত্র হিসেবে চালাবার চেষ্টা করে মনের গভীরে জমে থাকা সাগরের মত বিশাল একটা শোক ভুলে থাকার জন্যে। মানুষজনের ভিড় পছন্দ করে ক্রাইচেক, কারণ একা হলেই শোকটা তাকে চেপে ধরে কাবু করে ফেলে। সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে দেখে মনে মনে খুশি হয় সে, হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে চেহারা। 'এই দেখুন,' বলে সুটকেসের ভেতর থেকে বড় আকৃতির একটা ঘড়ি বের করল, তাতে অনেকগুলো ডায়াল চকচক করছে। 'দুনিয়ার বিস্ময়কর একটা আবিষ্কার। কিনে নিন, ছেলেকে উপহার দিন, ছেলে আপনাকে জাদুকর বলে মনে করবে!'

কেউ একজন ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে–দানু।

'এত বড় ঘড়ি, আপনারা সবাই তাকিয়ে আছেন, কাজেই গায়েব করে দেয়া সম্ভব নয়, অথচ...,' জাদুকরের মতই খালি দু'হাত দর্শকদের সামনে মেলে ধরল সে, '...কোথায় গেল সেটা?

নেই কেন?' ঘড়িটা সত্যি তার হাতে নেই, দেখে হেসে উঠল সবাই, কেউ কেউ হাততালি দিল।

সুটকেসের ভেতর হাত গলিয়ে সেই ঘড়িটাই আবার বের করল ক্রাইচেক। ডায়ালে আলো লাগায় প্রতিফলিতি হলো সেটা, দানুর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ঝট করে হাত তুলে চোখ দুটো আড়াল করল সে।

দানু ঘামছে না, তবে তার শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে। ঘন ঘন হাঁপাচ্ছিল, হঠাৎ খক খক করে কাশতে শুরু করল।

ভিড়ের আরেক মাথায় একজন কনডাক্টরকে দেখা গেল, জটলার কারণ দেখতে আসছে। ভ্রাম্যমাণ দোকান তাড়াতাড়ি গুটিয়ে ফেলল ক্রাইচেক। ঝট করে ঘুরে টলতে টলতে ফিরে যাচ্ছে দানু।

নিজের কমপার্টমেন্টে ঢুকতে যাবে রানা, এই সময় আবার চেলসিকে দেখতে পেল। নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে মেয়েটা, প্রতিটি কমপার্টমেন্টের ডোরপোস্ট পরীক্ষা করতে করতে এদিকেই এগিয়ে আসছে। চোখাচোখি হতে নিজের কমপার্টমেন্টের পাশেরটা হাত তুলে দেখাল রানা। 'এটাই আপনার কমপার্টমেন্ট, চেলসি মেয়র–আমার পাশেরটা।'

চেলসির চোখে প্রশ্ন–আপনি কিভাবে জানলেন? পরমুহূর্তে চেহারায় 'প্রবেশ নিষেধ' সাইনবোর্ড ঝোলাল, অর্থাৎ অবহেলার সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিল। রানার পাশে দাঁড়িয়ে পাশের কমপার্টমেন্টের সঙ্গে নিজের টিকিটের নম্বর মেলাচ্ছে।

'জানতে ইচ্ছে করছে না এত খবর আমি পেলাম কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা, চেলসিকে বোঝা নামাতে হিমশিম খেতে দেখেও সাহায্য করছে না।

'জিজ্ঞেস না করলেও আপনি বলবেন,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল চেলসি, রানার দিকে এখনও ভাল করে তাকাচ্ছে না।

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

কমপার্টমেন্টের দরজা খুলে ভেতরে জিনিস-পত্র ঢোকাচ্ছে।

'স্টুয়ার্ড টাওয়েল। আপনার ফ্যান। আপনার সমস্ত লেখাই সে পড়ে...ম্যাগাজিন সংগ্রহ করা তার একটা হবি।'

চেলসি কথা বলছে না।

চেলসির জিনিস-পত্রের মধ্যে একটা নিউজউইক পড়ে রয়েছে, সেটা তুলে পাতা ওল্টাচ্ছে রানা। 'টাওয়েল বলল, সবাই আপনাকে ভালবাসে।'

নিউজউইকের একটা পাতায় চোখ আটকে গেল রানার। এক বৃদ্ধের সাক্ষাৎকার নিয়েছে চেলসি, দু'জনেরই রঙিন ছবি ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। বৃদ্ধের মাথায় সব চুল পাকা, চোখে সানগ্লাস। তিনি আফ্রিকার একটা রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। সাক্ষাৎকারের একটা অংশ পড়তে শুরু করল রানা—

মেয়র: মি. প্রেসিডেন্ট, আপনার নিজের দেশের লোকজনই আপনাকে নিষ্ঠুর ডিকটেটর বলে অভিযুক্ত করছে।

প্রেসিডেন্ট : ননসেন্স! যে এধরনের মিথ্যে দুর্নাম ছড়াবে তাকে গুলি করে মারা হবে...ইয়ে, আমি বলতে চাইছি...

মেয়র: ধন্যবাদ, মি. প্রেসিডেন্ট।

হেসে উঠল রানা, বলল, 'না, সবাই পছন্দ করবে না।'

'সবাইকে আমার দরকার নেই,' বিড়বিড় করল চেলসি, যেন নিজেকেই শোনাল।

লাগেজ ও ক্যামেরাগুলো কম্পার্টমেন্টে [illegible] পর দরজার কাছে ফিরে এল চেলসি, এতক্ষণে সরাসরি রানার চোখে তাকাল। মেয়েটা কিছু বলবে, তারই অপেক্ষায় রয়েছে রানা। ওর ধারণা, ঝগড়াটে ভাবটুকু কেটে গেছে, ভাব জমাবার একটা সুযোগ ওকে দেয়া হবে।

'দেখুন, মিস্টার,' বলল চেলসি। 'আপনি আমাকে ট্রেনে উঠতে সাহায্য করেছেন। ওখানে অনেকগুলো জানোয়ার ছিল, আপনি তাদের দলে পড়েন না। ধন্যবাদ। এবার যান, কেটে পড়ুন।'

রানার মুখের ওপর দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিল।

হতভম্ব রানা করিডরের এদিক ওদিক তাকাল। ব্যায়াম-পুষ্ট দর্শনীয় শরীর, এক লোক ব্রিদিং এক্সারসাইজ করছে খোলা একটা জানালার সামনে। সবই সে দেখেছে ও শুনেছে, চোখের দৃষ্টিতে সহানুভূতি ফুটে ওঠায় বোঝা গেল। বন্ধুত্বপূর্ণ, চওড়া হাসি বিনিময় করল ওরা। রানা নিজের কম্পার্টমেন্টে ঢুকল, টেনিস ইন্সট্রাক্টর পল নেলসনও ঢুকল নিজেদের কম্পার্টমেন্টে।

পল নেলসন ব্রিটিশ অভিনেত্রী ভেনাস ডেভনপোর্টের বয়ফ্রেন্ড, ভেনাসের সঙ্গে একই কমপার্টমেন্টে উঠেছে সে। দু'জন সমবয়েসী বলে দাবি করলেও, ভেনাসের চেয়ে বয়েসে দু'চার বছরের ছোটই হবে নেলসন।

কমপার্টমেন্টের ভেতর ভেনাস এই মুহূর্তে খুব ব্যস্ত, সুটকেস খুলে জিনিস-পত্র বের করে গুছিয়ে রাখছে। কমপার্টমেন্টে ঢুকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়াতে শুরু করল নেলসন, জগিং করছে।

'সত্যি কথা বলতে কি, ডার্লিং, এ-ধরনের দীর্ঘ ট্রেন জার্নি সাংঘাতিক পছন্দ করি আমি,' খুশিতে গদগদ হয়ে বলল ভেনাস। 'হিচককের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে...মনে পড়ে যাচ্ছে সাংহাই এক্সপ্রেসের সেই মারলিন-এর কথা...লাইনটা যেন কি ছিল..."ইট টুক মোর দ্যান ওয়ান ম্যান টু চেঞ্জ মাই নেম টু সাংহাই লিলি"।'

নেলসনের চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই। এ-সব সে বহুবার শুনেছে। তাছাড়া, কথা বলার সময় কোথায়—তার ভয়, সারাক্ষণ ব্যায়াম না করলে শরীর ভেঙে পড়বে।

'শুনছি ছবিটা রিমেক হবে,' বলল ভেনাস। 'তবে মারলিনের ভূমিকায় আমাকে বোধহয় মানাবে না।'

নেলসন জানে, এবার তাকে কিছু বলতে হবে। 'কি যেন বললে তুমি? কি ধরনের ট্রেন জার্নি তোমার পছন্দ?'

'ট্রেনে কোন আলো থাকবে না, আমরা মোমবাতি জ্বালব,' বলল ভেনাস। 'তুমি আমার পাশে বসে থাকবে, পরস্পরের হাত

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

ধরে ফিসফাস করব আমরা।' আড়চোখে বিছানার দিকে একবার তাকাল। 'ভোর রাতের দিকে যখন ঘুম পাবে, তুমি আমাকে বুকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দেবে। ঘুমের মধ্যে আমি স্বপ্ন দেখব—আমার পিঠে গাছের পাতা ঘষা খাচ্ছে...'

'তোমার পিঠে কেন এত দাগ, রহস্যটা পরিষ্কার হলো,' না বলে পারল না নেলসন।

চেহারা ম্লান হয়ে গেল ভেনাসের, সুটকেস থেকে হুইস্কির একটা বোতল বের করে ছিপি খুলতে চেষ্টা করছে। বোতলটা তার হাত থেকে নিয়ে ছিপিটা খুলে দিল নেলসন, বলল, 'তুমি দেখছি ঠাট্টাও বোঝো না, ভেনাস। তোমার পিঠ, সত্যি বলছি, হাঙরের পেটের মত মসৃণ।'

হাসবে কিনা ভাবছে ভেনাস, নেলসনের দিকে চোখ তুলে বলল, 'আমি অ্যাটমের কথা ভাবছি।'

'অ্যাটম ভালই থাকবে। সে তো একটা চ্যাম্পিয়ান।'

হঠাৎ ক্ষোভে ফেটে পড়ল চেলি। 'আহা, রে, লক্ষ্মী সোনাটা আমার কি কষ্টেই না আছে!'

ব্যাগেজ কার-এ রয়েছে অ্যাটম, খেলনার মত দেখতে ছোট্ট একটা 'পুডল' কুকুরছানা। গলায় পাথর বসানো সোনার কলার, তাতে তার নাম লেখা, বসে আছে বেতের তৈরি একটা ঝুড়িতে।'

ব্যাগেজ কার-এর আরেক অংশে, কয়েকটা বাক্সের আড়ালে, উবু হয়ে বসে রয়েছে দানু। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে সে, ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছে।

বারোটা পঞ্চাশ মিনিট।

মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটির গোপন মীটিং বসেছে আন্ডারগ্রাউন্ড কমান্ড সেন্টারে। কমিটির বারোজন স্থায়ী সদস্যের সবাই উপস্থিত, তাঁদের মধ্যে নয়জন পুরুষ, তিনজন মহিলা।

কামরার চারদিকে বিভিন্ন স্তরে সাজানো রয়েছে আধুনিক ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট। একটা গ্লাস প্যানেলের পিছনে বসে রয়েছে কমিউনিকেশন টীমের সদস্যরা। একদিকের দেয়ালে বড় একটা স্ক্রীন, সেটা থেকে এই মুহূর্তে বিভিন্ন আকৃতির ম্যাপ, গ্রিড লাইন, সংখ্যা ও রঙিন আলো ফ্ল্যাশ করছে বিরতিহীন। এক সময় স্ক্রীনের অর্ধেক জুড়ে বিস্তৃত হলো সুইটজারল্যান্ডের ম্যাপ, লাউজানি শহরের উত্তর প্রান্তে লাল একটা আলো মিটমিট করছে। কমিটির কয়েকজন সদস্য পরস্পরের সঙ্গে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি বিনিময় করছেন।

কমান্ড সেন্টারের দরজা খুলে গেল। একদল অ্যাটেনড্যান্টকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন জেনারেল লী মার্শাল। সবাই একবার নড়েচড়ে উঠল। তারপরই কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এল কমান্ড সেন্টারের ভেতর।

জেনারেল মার্শাল তাঁর নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন, টেবিলের মাথায়। তাঁর পিছনের দেয়ালে বড় আকৃতির একটা টেপ রেকর্ডার ঝোলানো রয়েছে, সেটার গায়ে লেখা—'টপ সিক্রেট: এমডিপিসি রেফারেন্স ওনলি'। মেশিনটার একটা সুইচের নিচে লেখা, 'ডেস্ট্রাক্ট' একটা লাল আলো জ্বলে উঠল। টেপ সচল হলো।

টেপ চালু হতেই একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ফিসফিস করে বলল, 'ওই ট্রেনে বারোশো প্যাসেঞ্জার আছে, স্যার।'

উত্তর এল, জেনারেল মার্শালের গলা, 'হতভাগ্য ওরা। ওদের জন্যে আমি দুঃখিত।'

চেয়ার ছেড়ে ওয়াল স্ক্রীনের সামনে চলে এলেন জেনারেল। আঙুল তুলে ম্যাপের গায়ে মিটমিট করা আলোটা দেখালেন—এই আলোই ট্রেনটার পজিশন জানাচ্ছে। শুকনো, বিষণ্ণ সুরে শুরু করলেন তিনি। কমিটির বেশির ভাগ সদস্যই এই প্রথম পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পেতে চলেছেন।

'ন্যাটোর অ্যান্টিডোড রিসার্চ সেন্টার থেকে এমথ্রীএক্স-এর

amrsumon@yahoo.com www.murchona.com

দুটো ফাইলই চুরি হয়ে গেছে। চুরি করেছে দু'জন তুর্কী গার্ড-ইব্রাহিম দানু আর ফয়েজ রামদান। দেরি হলেও, আমরা জানতে পেরেছি ওরা ইরাকী ইন্টেলিজেন্স-এর এজেন্ট ছিল। ভল্ট আর ল্যাব থেকে বের করে আনার পর স্টোররুমের সামনের করিডরে ওগুলো ভেঙে ফেলে ওরা। রামদান মারা গেছে। দানু পালিয়েছে। আমরা সন্দেহ করছি, এই মুহূর্তে একটা ট্র্যান্স কন্টিনেন্টাল ট্রেনে রয়েছে সে।'

হাতে একটা লাল গোলাপ নিয়ে নিজের চেয়ারে বসে আছেন পশ্চিম জার্মানীর মাইক্রোবায়োলজিস্ট ড. হেইন কোলম্যান। ঝট করে দাঁড়ালেন তিনি। এতক্ষণে বোঝা গেল তাঁর উচ্চতা-টেনেটুনে পাঁচ ফুট হতে পারে। চোখের চশমা নাকের ডগায় নেমে এসেছে, যে-কোন মুহূর্তে খসে পড়তে পারে। 'এত বড় বিপর্যয়, ন্যাটোর সব সদস্য রাষ্ট্রকে এখনও জানানো হয়নি কেন?'

'বাগানে গোলাপের চাষ নিয়ে ব্যস্ত থাকলে খবর পেতে তো দেরি হবেই,' বললেন জেনারেল মার্শাল। 'আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, ড. কোলম্যান, সংশ্লিষ্ট সব রাষ্ট্রপ্রধানকে দুঃসংবাদটা দেয়া হয়েছে। তাঁরা সবাই আমাকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেছেন...'

'কি অনুরোধ করেছেন?' সুইডিশ প্রতিনিধি জানতে চাইলেন।

তিনি থামতেই ড. কোলম্যান বললেন, 'কথা বলে সময় নষ্ট করা উচিত হচ্ছে না, জেনারেল। ট্রেনটাকে থামানোর নির্দেশ দিন-এখুনি! ট্রেন যাত্রীদের সবাইকে কোয়ারানটিনে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।'

'সম্ভব নয়,' বললেন মার্শাল। 'সব মিলিয়ে আমাদের কাছে মাত্র সাড়ে তিনশো প্রোটেকটিভ স্যুট আছে। স্যুটগুলো মাত্র পাঁচ ঘণ্টা এমগ্রীএক্সকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।'

'কিন্তু এর আগের মীটিঙে আপনি আমাদেরকে রিপোর্ট

করেছিলেন, পঞ্চাশ হাজার প্রোটেকটিভ স্যুট তৈরি করার অর্ডার দেয়া হয়েছে!'

'আমার রিপোর্টে কোন ভুল ছিল না,' বললেন মার্শাল। 'কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে একেকটা স্যুট তৈরি করতে দশ হাজার মার্কিন ডলার লাগবে। টাকাটা আমেরিকান কংগ্রেসের কাছে চাওয়া হয়েছে। আংশিক টাকা পাওয়াও গেছে। বাকিটা আগামী মাসে পাওয়া যাবে বলে আশা করছি। তবে, এখানে এ-ও বলে রাখি, স্যুটগুলো এখনও তৈরি হয়নি-যখন হবে, ওগুলো আমেরিকার সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে, ন্যাটোর নয়। ওই একই রিপোর্টে আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম, আপনারাও যার যার রাষ্ট্রকে সতর্ক হতে বলুন, প্রতিটি রাষ্ট্র যাতে দশ-বিশ হাজার করে প্রোটেকটিভ স্যুট তৈরি করে রাখে।'

'এখন তাহলে কি হবে?'

জেনারেল মার্শাল তাঁর বক্তব্য আবার শুরু করলেন, 'অল্প সময়ের নোটিসে বারোশো প্যাসেঞ্জারকে কোয়ারানটিন সুবিধে দেয়ার মত মেডিকেল ফ্যাসিলিটি দুনিয়ার কোথাও নেই। দুঃসংবাদের এখানেই শেষ নয়। ন্যাটোর কোন সদস্য রাষ্ট্র নিজের দেশে ট্রেনটাকে থামতে দিতে রাজি হয়নি। নেগোসিয়েশন চলছে, তবে সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা, প্রতি মুহূর্তে জটিলতা শুধু বাড়ছেই। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রধানরা অনুরোধ করেছেন, গোটা ব্যাপারটা যেন যে-কোনও ভাবে গোপন রাখা হয়-যতক্ষণ সম্ভব।'

উপস্থিত সবাই কাঠ হয়ে গেল। সবাই তাঁরা বিজ্ঞানী নন, অনেকেই রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে এখানে আছেন।

জেনারেল বলে চলেছেন, 'ফেজ ওয়ান কাভার স্টোরি অনুসারে সংশ্লিষ্ট দেশের রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।'

কমিটির সদস্যা পাফ এরিকসন সবাইকে একটা করে

amitsumon@yahoo.com
www.murchona.com

কাগজ বিলি করলেন। শিরোনামে লেখা রয়েছে, 'কাভার স্টোরি'। নিচে লেখা, 'ফেজ ওয়ান'। কাগজে ছাপা রয়েছে দীর্ঘ একটা তালিকা, ক্রমগুলো এভাবে সাজানো– 'প্রিটেক্সট্ ওয়ান···প্রিটেক্সট্ টু'···

জেনারেল বলে চলেছেন, 'ওই একই রিপোর্টে আমি আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম যে এমথ্রীএক্স ভাইরাসের কার্যকরী একটা প্রতিষেধক আবিষ্কার করার কাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এই একটাই সুখবর আপনাদেরকে আমি দিতে পারছি। তবে এই প্রতিষেধক এখনও এক্সপেরিমেন্টাল পর্যায়ে রয়েছে।' ডাহা মিথ্যে কথা বলছেন তিনি। আর কেউ না জানলেও তিনি নিজে খুব ভাল করেই জানেন যে এমথ্রীএক্স-এর প্রতিষেধক ন্যাটো বা আমেরিকার কোন বিজ্ঞানী আজও আবিষ্কার করতে পারেনি। 'এখন আমাদের প্রথম কাজ হবে ইরাকী স্পাই ইব্রাহিম দানুকে খুঁজে বের করা, তারপর ট্রেন থেকে নামিয়ে কোয়ারানটিনে নিয়ে যাওয়া। সেখানে তার ওপর ওই প্রতিষেধক ব্যবহার করে দেখা হবে আদৌ কোন কাজ করে কিনা।' এ তার আরেকটা নির্জলা মিথ্যে প্রতিশ্রুতি। প্রতিষেধকই যেখানে নেই সেখানে তা ব্যবহার করার প্রশ্নই ওঠে না। দানুকে তার দরকার নেই, দরকার দানুর কাছে যে ফ্লপি ডিস্কটা আছে, সেটা। এত কথা বলছেন তিনি, কিন্তু ডিস্কটা চুরি গেছে, এ-কথা বলছেন না।

'দানুকে খুঁজে বের করতে হলে খুব সাহসী একজন লোক দরকার আমাদের,' বলে চলেছেন জেনারেল। 'এমন একজন লোক, যার কথা শুনবে প্যাসেঞ্জাররা। তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়লে পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব হবে না।

'সে রকম লোক কোথায় পাব আমরা?' কেউ একজন হতাশ সুরে জানতে চাইল।

'ট্রেন যাত্রীদের তালিকা পরীক্ষা করা হচ্ছে, দেখা যাক সেরকম কাউকে পাওয়া যায় কিনা।' জবাব দিলেন জেনারেল।

'তারচেয়ে প্রোটেকটিভ স্যুট পরা কাউকে ট্রেনে তুলে দিলে হয় না?' জিজ্ঞেস করলেন ড. কোলম্যান। 'দানুকে খুঁজে বের করবে।'

'প্রোটেকটিভ স্যুট পরা লোক দেখলে প্যাসেঞ্জারদের কি প্রতিক্রিয়া হবে, ভেবে দেখেছেন?'

'কিন্তু কোন না কোন উপায় নিশ্চয়ই আছে, না থেকে পারে না!'

'উপায় তো আছেই,' বললেন মার্শাল। 'একটু আগেই তো সে-কথা বললাম। দানুকে খুঁজে বের করতে হবে, তারপর ট্রেন থেকে নামিয়ে কোয়ারানটিন নিয়ে যেতে হবে। যদি দেখা যায় প্রতিষেধকে কাজ হচ্ছে, তখন ট্রেনের বাকি সমস্ত যাত্রীকে কোয়ারানটিন নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ ঘণ্টা সময় বেশি নয়, তবু আশা করা যায় কোন রাষ্ট্র ট্রেন থামাবার অনুমতি দিলে কোয়ারানটিন-এর ব্যবস্থা করা সম্ভব। তার আগে···'

সবাই গভীর আগ্রহে কান পেতে আছে।

'তার আগে,' নাটকীয় বিরতি নিয়ে বললেন জেনারেল মার্শাল, 'যে-সব এলাকা দিয়ে ট্রেনটা যাবে সেই সব এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।' ফ্ল্যাশরত লাল আলোটার দিকে সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট করলেন। 'ট্রেনে আমরা একটা টেলিস্টার রিমোট সেনসিং ডিভাইস আটকে রেখেছি। এই ম্যাপে সারাক্ষণ সেটা ট্রেনের পজিশন জানাবে। এই মুহূর্তে ট্রেন তার প্রথম বিরতির দিকে ছুটে চলেছে। হ্যাঁ, ব্যাসেল-এ থামবে প্রথমে।' হাতঘড়ি দেখলেন। 'আর এক ঘণ্টা পর ট্রেন থামলে বহু লোক নামতে চাইবে। কিন্তু আমরা কাউকে নামতে দিতে পারি না।'

ফ্রেঞ্চ প্রতিনিধি রিউবোমোরেলা এই প্রথম কথা বললেন, 'একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে বলবেন, জেনারেল লী মার্শাল? আমরা কি বারোশো প্যাসেঞ্জারকে কিভাবে বাঁচানো যায় তাই নিয়ে আলোচনা করছি, না অন্য কিছু?'

'ড. মোরেলা,' জেনারেল জবাব দিলেন, 'গোটা ব্যাপারটাকে আপনি অতি ক্ষুদ্র গণ্ডির ভেতর ফেলে দেখতে চাইছেন। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি, বারোশো প্যাসেঞ্জারকে নিয়ে আমার খুব একটা মাথাব্যথা নেই। আমার ওপর দায়িত্ব বর্তেছে সাড়ে পাঁচশো কোটি মানুষকে বাঁচানোর। তাদের মধ্যে আপনি আছেন, আমি আছি–আমরা সবাই আছি।'

তিন

একটা সেকেন্ড ক্লাস কমপার্টমেন্টে একদল সুইডিশ কলেজ স্টুডেন্ট জমজমাট পার্টির আয়োজন করেছে। শিক্ষা সফরে ইসরায়েলে গিয়েছিল তারা, দেশে ফেরার পথে খানিকটা উচ্ছৃংখল হয়ে উঠেছে। সঙ্গে শুধু গিটার আছে, হাতের কাছে থালা-বাসন যা পেয়েছে তাই দিয়ে তৈরি করে নিয়েছে বাকি ইন্সট্রুমেন্ট। গান-বাজনা চলছে, তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে গলায় সস্তাদরের বিয়ার ঢালা। তাদের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে যোগ দিয়েছে অন্যান্য প্যাসেঞ্জাররাও, বিশেষ করে আমেরিকান কয়েকজন তরুণ সৈনিক। বলাই বাহুল্য, সৈনিকদের দৃষ্টি পড়েছে ছাত্রীদের ওপর, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে নিজেদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে।

ছাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা-চওড়া এরিকা বানসি, বেশিরভাগ সৈনিকের দৃষ্টি তার ওপরই নিবদ্ধ। মোটাসোটা বলেই গরমে কষ্ট পাচ্ছে সে, ব্লাউজের বোতাম খুলে ভাঁজ করা খবরের

কাগজ দিয়ে বাতাস করছে গলায় আর বুকে। পাশেই বসে রয়েছে তার বান্ধবী, হিলডা ফিন।

হিলডা অভিযোগের সুরে বলল, 'এরকম লোক ভর্তি ট্রেন আগে কখনও দেখিনি আমি।'

'দায়ী জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, হিলডা,' ব্যাখ্যা দেয়ার ঢঙে বলল এরিকা। 'দু'হাজার দশ সালে দেখবি তোর পকেট থেকে পিলপিল করে লোকজন বেরিয়ে আসছে। এটা একটা টাইম বোমার মত।' আড়চোখে সৈনিকদের দিকে তাকাল। তারা যে শুধু ওর দিকে তাকিয়ে আছে, তা নয়, ওর কথাও কান পেতে শুনছে। তার খারাপ লাগছে না।

হিলডা খিলখিল করে হেসে উঠে জবাব দিল, 'তুই ঠিকই বলছিস, তবে সমস্যা হলো এই যে ফিউজে আগুন দেয়ার সময় সাংঘাতিক ভাল লাগে।'

একজন সৈনিক তার সঙ্গীর পেটে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল।

বেতের ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দানুর কোলে চড়ে বসেছে অ্যাটম।

কুকুরটা আদর পাবার জন্যে লালায়িত হয়ে উঠেছে, বুঝতে পেরে প্রথমে হামাগুড়ি দিয়ে পিছিয়ে এসেছিল দানু। কিন্তু লুকিয়েও কোন লাভ হয়নি, কুকুরটা তাকে ঠিকই খুঁজে বের করে ফেলে। ওটাকে কাছে আসতে না দেয়ার জন্যে ধমকাধমকি শুরু করেছে দানু, চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখিয়েছে, ধমক দিয়েছে, মারার ভঙ্গি করে হাত তুলেছে। কিন্তু নিঃসঙ্গ অ্যাটম কোন বাধাই মানেনি। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দানুকে কোণঠাসা করে ফেলে সে, তারপর কোলে চড়ে বসেছে। এই মুহূর্তে দানুর গালে মুখ ঘষছে সে।

ইতিমধ্যে দানু বুঝে নিয়েছে তার মৃত্যু হতে দেরি হবে। সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে ঠিকই, কিন্তু অবস্থার অবনতি ঘটছে ধীর

amsuron@yahoo.com
www.murchona.com

গতিতে। মাঝখানে একবার ঘামতে শুরু করেছিল, কিন্তু জ্বর বেড়ে যাওয়ায় এখন আর ঘামছে না। শারীরিক অসুস্থতার চেয়ে মস্তিষ্ক বিকৃতির আশঙ্কাটাই এখন প্রবল। চিন্তাধারায় মাঝে মধ্যে শৃঙ্খলা বা সুস্থতা থাকছে না। দায়ী সেই রাক্ষুসে খিদেটা। হঠাৎ একবার তার মনে হলো, কুকুরটা মরে গেলে ভাল হত, তাহলে ওটাকে খেতে পারত সে। তারপরই তওবা তওবা করে নিজেকে ধিক্কার দিল। এসব কি ভাবছে সে? মরার আগে পাগল হয়ে যাবে নাকি?

তারপর, নিজের অজান্তেই, কুকুরটার গায়ে আদর করে হাত বুলাতে শুরু করল। লাই পেয়ে মাথায় উঠল অ্যাটম, দানুর গাল আর ভেজা ভেজা চোখের কোণ চাটছে মনের সুখে।

ব্যাগেজ কার-এর দরজা খোলা রাখা বেআইনী কাজ, ধরা পড়লে স্টুয়ার্ড টাওয়েলের চাকরি নট হয়ে যেতে পারে। ট্রেনে পোষা কোন প্রাণী নিয়ে ওঠা নিষেধ, তাই বেতের ঝুড়িতে লুকিয়ে অ্যাটমকে নিয়ে আসে ভেনাস। একশো মার্কিন ডলার ঘুষ দিয়েছে সে, বিনিময়ে ব্যাগেজ কার-এর দরজা খুলে রাখতে রাজি হয়েছে টাওয়েল।

ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল ভেনাস। 'অ্যাটম! লক্ষ্মী সোনা আমার!'

দানুর কোল থেকে লাফ দিয়ে ছুটল অ্যাটম। বাক্সগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আরেক লাফে ভেনাসের কোলে চড়ে বসল। 'ও, বুঝেছি, আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা হচ্ছে?' ভেনাস, চুমোয় চুমোয় অস্থির করে তুলল অ্যাটমকে। 'তোকে আমি হাঁটতে নিয়ে যেতে এসেছি, সোনা!' বিশাল ও ভারী একটা ফার কোট পরে এসেছে সে, কোটের লাইনিং আর বুকের মাঝখানে ঢোকাল [illegible] বেরিয়ে এল করিডরে, দরজাটা সযত্নে ভিড়িয়ে দিল আবার।

ট্রেনের মাঝামাঝি, আরেক ফার্স্ট-ক্লাস কমপার্টমেন্টে জানালার

ধারে বসেছে সাদা আলখেল্লা পরা একজন অল্প-বয়সী প্রিস্ট। গভীর মনোযোগের সঙ্গে নিউ টেস্টামেন্ট পড়ছে সে। সম্ভবত বেশি মাড় দেয়া হয়ে গেছে, সেজন্যই শক্ত হয়ে আছে কলারটা, হাত তুলে মাঝে মধ্যেই ঘাড় চুলকাতে হচ্ছে তাকে।

কমপার্টমেন্টের উল্টোদিকে বসে আছে সাত বছরের ইংলিশ বালিকা ডোনা বুমার। পাশেই তার ন্যানি বা আয়া, মধ্যবয়স্কা মিসেস ডানকান আধুরা। উষা আধুরা বিশ বছর হলো বুমার পরিবারের কাজ করছে। ভারতের কেরালা রাজ্যের মেয়ে, তবে বর্তমান ব্রিটেনের নাগরিক। ডোনার মা জেনেভায় চাকরি করে, মায়ের কাছ থেকে বেড়িয়ে দেশে ফিরছে ডোনা। এই মুহূর্তে সাবান গোলা পানিতে চুবিয়ে তারের তৈরি রিঙ দিয়ে রঙিন বুদ্বুদ তৈরি করছে সে, তবে সরাসরি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পুরোহিতের দিকে, বিশেষভাবে লক্ষ করছে তার ঘাড় চুলকানো। হঠাৎ সে তার আয়ার কানে ফিসফিস করল, যদিও কথাগুলো শুনতে পেল সবাই। 'মিসেস আধুরা, ওনার ঘাড় আর গলা ওরকম লাল কেন?'

'কলারটা শক্ত,' বিব্রত হয়ে খুব নিচু গলায় ফিসফিস করল আধুরা। 'কিন্তু না, ডোনা, এ তোমার উচিত...'

'হোক না শক্ত, উনি তো এরকম কলার পরতে অভ্যস্ত, তাহলে চুলকাবে কেন?' ডোনা নাছোড়বান্দা।

প্রিস্ট, যার নাম কোনদিন জানা যাবে না, আড়ষ্ট হয়ে গেল। চোখ না তুলেও অনুভব করতে পারল, কম্পার্টমেন্টে সবাই তার ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

'সত্যি আমি দুঃখিত, ফাদার,' ডোনার হয়ে ক্ষমা চাইল আধুরা। 'ও আসলে আপনাকে বিব্রত করতে চায়নি।'

চেহারায় গাম্ভীর্য ধরে রেখে মাথা ঝাঁকাল প্রিস্ট, আবার মন দিল পড়ায়। চোখে পলক পড়ছে না, এখনও তার দিকে তাকিয়ে আছে ডোনা।

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

*

করিডর ধরে হাঁটছে ভেনাস, তার হাঁটার তালে তালে ফার কোট থেকে বেরিয়ে থাকা অ্যাটমের মাথাটা দোল খাচ্ছে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক ডাচ বধূ, আট মাস বয়েসী পুত্রসন্তানকে নিয়ে আমস্টারডামে ফিরছে সে–তার স্বামী ছেলেকে এখনও দেখেনি। মায়ের কোল থেকে অ্যাটমকে দেখতে পেয়ে খলখল করে হেসে উঠল শিশু, খেলার ছলে হাত বাড়াল। ভেনাস দাঁড়িয়ে পড়ল, তরুণী মাতার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল। এই সুযোগে শিশুর হাতটা চাটছে অ্যাটম, ওটা যেন মিছরির একটা টুকরো।

করিডরে একজন কনডাকটারকে ঢুকতে দেখে দ্রুত ঘুরল ভেনাস, ফেলে আসা পথ ধরে হন হন করে এগোল। নিষ্পাপ শিশুটিকে হাসতে দেখে প্রৌঢ় কনডাকটারও দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলো, মাথায় হাত বুলিয়ে আদর না করে পারল না। ভেজা হাত মুখে পুরে চুকচুক করে চুষছে বাচ্চাটা।

এখন একটা ইঁদুর ধরতে পারলেও খায় সে, ভাবল দানু। অ্যাটমের ঝুড়িতে একটা বাক্স দেখতে পেয়ে লোভে চকচক করে উঠল চোখ জোড়া। বাক্সের গায়ের লেখা আর ছবি দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওটায় কুকুরের বিস্কিট থাকে। কিন্তু বাক্সটা থেকে বিস্কিটের এক চিমটি গুঁড়ো ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। খালি বাক্সটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ব্যাগেজ কার থেকে বেরিয়ে পড়ল আবার সে।

হাঁটছে দানু, তবে পায়ের ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নেই। যেখানে ফেলতে চাইছে তারচেয়ে কাছে পড়ছে পা। মুখের ভেতর জিভটা মোটা হয়ে গেছে, গলায় বোজা একটা ভাব। মরিয়া হয়ে ডাইনিং কার-এর দিকে যাচ্ছে সে।

করিডরে বেরিয়ে এসে একটা জানালার নিচে মিসেস আধুরার জন্যে অপেক্ষা করছে ডোনা। আধুরা বাথরুমে গেছে, বেরিয়ে

এসে ডোনাকে কোলে নেবে, ডোনা যাতে জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্যগুলো দেখতে পায়। দানুকে দেখতে পেয়ে আবদারের সুরে বলে বসল, 'আমাকে ধরে একটু উঁচু করবেন, প্লীজ?'

কথা না বলে দানু শুধু মাথা নাড়ল। কিন্তু জেদী ডোনা দু'দিকে দু'হাত মেলে দিয়ে তার পথ আটকাল। 'তাহলে আপনাকে আমি যেতে দেব না!'

নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল দানু, ফিরে যাচ্ছে। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে তার, মনে মনে আল্লাহকে বলছে–বাঁচাও আমাকে, মেরে ফেলো! ঠিক তখনই পিছন থেকে ছুটে এসে তার হাত ধরে ফেলল ডোনা, ধরেই টান দিল। 'পালাতেও দিচ্ছি না–কোলে নিন আমাকে, জানালার কাছে তুলুন!'

ঝট করে হাতটা ছাড়িয়ে নিল দানু, চোখের সামনে তুলল সেটা। লাল চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। ডোনার টানে তার হাতের উল্টোপিঠের চামড়া আলগা হয়ে খুলে না এলেও, ভাঁজ খেয়ে কুঁচকে গেছে–ডোনা ছেড়ে দিতেও চামড়াটুকু সমান হচ্ছে না। এবার ডোনা, দানুর অসতর্কতার সুযোগে, ছুটে এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল তাকে। আবদারের ভঙ্গিতে মেঝেতে পা ঠুকছে। 'কোলে নিন, আমাকে কোলে নিন! আমি জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখব!'

কষ্ট হলেও ডোনাকে কোলে তুলে নিল দানু। জানালার ওপরের অংশটুকু খোলা, বাতাসে উড়ো ডোনার চুল দানুর চোখে মুখে ঝাপটা মারছে। বাইরে থেকে চোখ সরিয়ে এনে দানুর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল মেয়েটা। দুটো মুখ কাছাকাছি হতেই খক খক করে কাশতে শুরু করল দানু। ডোনাকে সে নামিয়ে দিচ্ছে, এই সময় করিডরে বেরিয়ে এল আধুরা। দানুর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর শক্ত হাতে ডোনার কব্জি ধরে দ্রুত কমপার্টমেন্টের ভেতর ঢুকে পড়ল।

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

সৈনিকরা ভাব জমাবার চেষ্টা করলেও, এরিকা তাদের কাউকে পাত্তা না দিয়ে সহপাঠী কার্লসনকে নিয়ে করিডরে বেরিয়ে এসেছে। বাকি ছাত্র-ছাত্রীরা একটুও অবাক হয়নি, কারণ তারা জানে ইতিমধ্যে আঙটি বিনিময় হয়ে গেছে, 'ভার্সিটির পাঠ আগামী বছর চুকলেই বিয়েটাও হয়ে যাবে। নিরিবিলি একটা জায়গার খোঁজে ট্রেনে ঘুরে বেড়াচ্ছে দু'জন। লাভ হচ্ছে না দেখে ফিরে আসছে, এই সময় ব্যাগেজ কারের দরজা সামান্য খোলা দেখে এদিক ওদিক তাকিয়ে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল ভেতরে। কোন কারণ নেই, মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসছে এরিকা।

পরস্পরকে ওরা আলিঙ্গন করছে, এই সময় অদ্ভুত একটা আওয়াজ শুনে দু'জনেই কাঠ হয়ে গেল। এদিক ওদিক তাকাতেই অ্যাটমকে দেখতে পেল ওরা, প্লেট ভর্তি খাবার নিয়ে এক কোণে বসে আছে। খিলখিল করে হেসে উঠল এরিকা।

ডাইনিং কার লোকে লোকারণ্য বললেই হয়, তিন শ্রেণীর প্যাসেঞ্জারই ভিড় করেছে এখানে। ডিশ-গ্লাস-চামচের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠছে খদ্দেরদের চেঁচামেচি। ছুটোছুটি করে পরিবেশন করছে ওয়েটাররা। সামনে ব্যাসেল স্টেশন, যারা নেমে যাবে তারা খাওয়াদাওয়ার কাজটা সেরে নিতে চাইছে তাড়াতাড়ি।

ভেনাস ব্যাসেলে নামবে না, তবে সে-ও নেলসনকে নিয়ে লাঞ্চ খেতে বসেছে। সেকেন্ড কোর্সের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা, নেলসনকে বলল, 'অ্যাটমকে দেখে এলাম।'

'কিন্তু তুমি না বললে ব্যাগেজ কারে সব সময় তালা দেয়া থাকে।'

'আমি কে সেটা বলে কথা না। ভেনাস ডেভনপোর্ট যেখানে যায় সেখানকার কোন দরজা বন্ধ থাকতে পারে না।'

'নিশ্চয়ই কাউকে ঘুষ দিয়েছ।'

চোখ নাচিয়ে হাসল ভেনাস। 'শুধু অটোগ্রাফ।'

ভুরু কোঁচকাল নেলসন। তার দিকে কটমট করে তাকাল ভেনাস।

আপাতত খালি পেয়ে গ্যালিতে ঢুকে পড়েছে দানু। চারদিকে ঢাকনি বিহীন ডিশে রাজ্যের খাবারদাবার। চীনামাটির গামলা ভর্তি গরম ভাত থেকে বাষ্প উঠছে, কোন দিকে না তাকিয়ে তাতে হাত ঢুকিয়ে দিল সে। মুঠোর ভাত মুখে পুরতে যাবে, পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল কেউ আসছে। গ্যালির আরেক দরজার দিকে ছুটল সে। রানার সঙ্গে ধাক্কা খেলো করিডরে বেরুবার সময়।

সম্ভবত অন্যমনস্ক ছিল রানা, দানুর দিকে তাকাতে এক মুহূর্ত দেরি করে ফেলল, ফলে তার মুখটা ভাল করে দেখার সুযোগ পেল না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ডাইনিং কার-এ ঢুকে পড়ল ও।

কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে রানাকে পাশ কাটাল একজন ওয়েটার, হাতে ডিশ ভর্তি গরম ভাত, থামল মিসেস আধুরা আর ডোনার টেবিলে। টেবিলের আরেক পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে তরুণ প্রিস্ট।

'ওহ্, ফাদার,' মিসেস আধুরাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় বিহ্বল দেখাল, নিজেকে বড়ই সম্মানিতা ভাবছে। 'দয়া করে এখানে আমাদের সঙ্গেই বসুন, প্লীজ!'

প্রিস্ট বসল, তবে ভঙ্গিটা সামান্য আড়ষ্ট। ওয়েটার ভাত পরিবেশন করল।

'আপনার প্রতি আমার অনুরোধ, ডোনার বেয়াদবি ক্ষমা করে দেবেন,' মিনতির সুরে বলল আধুরা। 'জানেন, ফাদার, ও কিন্তু পড়াশোনায় দারুণ। রোববারে চার্চে যেতেও ভুল করে না।'

ডোনা গম্ভীর হলো।

প্রিস্ট হঠাৎ করে মহৎ ও উদার হয়ে উঠল। 'নষ্ট শিশু বলে কিছু নেই, বুঝলেন।' তারপর উদ্ধৃতি দিলেন, 'তনুন তাহলে—"দা ফাদারস হ্যাভ ইটেন আ সাওয়ার গ্রেইপ, অ্যান্ড দ্য চিলড্রেন'স

টীথ আর সেট অন এজ"...এ হলো পয়গম্বর যীশুর কথা।'

প্রিস্টের চেহারায় আত্মতৃপ্তির ছাপ, তার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকল আধুরা। কিন্তু ডোনার চোখে শয়তানি হাসি বা অশুভ উজ্জ্বলতা ফুটল। 'জেরিমাইয়া,' বলল সে।

প্রিস্ট ও আধুরা, দু'জনেই আহত বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল।

আবার ছোবল মারল ডোনা, 'চ্যাপ্টার থারটিওয়ান, ভার্স টোয়েনটিনাইন।'

আধ-লুকানো ঘৃণার দৃষ্টিতে ডোনার দিকে তাকাল প্রিস্ট। আধুরাকে হতভম্ব ও দিশেহারা দেখাচ্ছে। আবার ফিরে এল ওয়েটার। 'আপনাদের কারও কিছু লাগবে?'

একজন ওয়েটার পথ দেখিয়ে নিয়ে এল রানাকে। টেবিলটা আগেই দখল করে নিয়েছে চেলসি আর দু'জন নান, তবে একটা চেয়ার এখনও খালি। প্লেট থেকে মুখ তুলে রানাকে দেখল চেলসি, চোখে প্রশ্ন–আবার আপনি? সৌজন্য দেখিয়ে মুখটা হাসি হাসি করল রানা। চোখ নামিয়ে খাওয়ায় মন দিল চেলসি। তার পাশের খালি চেয়ারে বসে মেন্যুটা হাতে নিল রানা। 'ভাল কি আছে?' যেন নিজেকেই জিজ্ঞেস করল।

'ঈমান আর দয়া-দাক্ষিণ্য,' বলে নানদের দিকে তাকাল চেলসি, সমর্থন-সূচক মাথা ঝাঁকাল তারা।

'আপনি কি সব সময় এরকম খোশমেজাজে থাকেন?'

'মাসে একবার এরচেয়ে একটু কম।'

নান দু'জন এদিক ওদিক মাথা নাড়ল, অর্থাৎ অশান্ত মেজাজ তারা সমর্থন করে না।

'আপনি আয়র[illegible]ভাবে [illegible]'

'ট্যাবলেট আমার দু'চোখের বিষ।'

'ট্যাবলেট নয়। পেরেক।'

[illegible] হেসে পারল না চেলসি। রানার প্রাণপণ চেষ্টা করেও না হেসে পারল না চেলসি। রানার

সাফল্যে নান দু'জনও নিঃশব্দে হাসছে। এই প্রথম রানার দিকে ভাল করে তাকাল মেয়েটা। দু'জনের মধ্যে শুধু যে দৃষ্টি বিনিময় হলো তা নয়, পরস্পরের অন্তরের উষ্ণতাও অনুভব করল ওরা।

হঠাৎ করে মেগা ডেথ প্রিভেনশন সেন্টারে মাসুদ রানা একটা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠল। যাত্রীদের তালিকায় রানার নামটা দেখে চেনা চেনা লাগায় কমপিউটরের বোতামে চাপ দিয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলেন জেনারেল মার্শাল। স্ক্রীনে ফুটে ওঠা তথ্যগুলো পড়ে মন্তব্য করলেন, 'ট্রেনে উনি ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তি, আমাদের জন্যে আশীর্বাদ, ঠিক এঁকেই আমাদের দরকার।'

'কেন, কে উনি?' জিজ্ঞেস করলেন পাফ এরিকশন, ব্রিটিশ প্রতিনিধি।

জেনারেলের জবাবটা হলো দীর্ঘ। মাসুদ রানা বিসিআই এজেন্ট, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন ফার্ম রানা এজেন্সির ডিরেক্টর, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের অনারারি উপদেষ্টা, জাতিসংঘের অ্যান্টি-টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের অন্যতম কমান্ডার, আমেরিকান ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সির অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর–সবচেয়ে বড় তাৎপর্য, আমেরিকানদের একজন বন্ধু তিনি; আপদে-বিপদে সিআইএ ও এফবিআই-কে সাহায্য করে থাকেন, একাধিক মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রাণ রক্ষা করেছেন।

মনে মনে খুব খুশি জেনারেল। কোন সন্দেহ নেই, আমেরিকার স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে এই ভদ্রলোককেই তাঁর দরকার। আমেরিকার পক্ষে এটাই অবশ্য মাসুদ রানার শেষ কাজ হবে, কারণ বারোশো ট্রেন যাত্রীর সঙ্গে তাঁর নিয়তিও নির্ধারিত হয়ে গেছে–সবার সাথে তিনিও মারা যাবেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন জেনারেল। আমেরিকানরা তাদের একজন বিদেশী অথচ বিশ্বস্ত বন্ধুকে চিরকালের জন্যে হারাতে যাচ্ছে।

anisum@yahoo.com
www.murchona.com ©

পেন্টাগনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন তিনি। ওদিক থেকে জেনারেল জিমি ময়নিহান, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রানার নাম শোনা মাত্র জানিয়ে দিলেন, 'হ্যাঁ, আপনার কথাই ঠিক–ঈশ্বরই তাঁকে ওই ট্রেনে তুলে দিয়েছেন। বারোশো প্যাসেঞ্জারকে কেউ যদি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তাঁকে কাজে লাগানোর আপনার সিদ্ধান্তের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন আছে, আশা করি প্রেসিডেন্টও দ্বিমত পোষণ করবেন না।'

মুঠোর ভেতর কতটুকু আর ধরে, ওই সামান্য ক'টা ভাত নিয়েই ব্যাগেজ কারে ফিরে এল দানু। ভেতরে ঢুকতেই চোখ পড়ল ভেনাসের রেখে যাওয়া প্লেটের ওপর। কিন্তু হায়, এরইমধ্যে চেটেপুটে প্লেট সাফ করে ফেলেছে অ্যাটম।

তবে বেতের ঝুড়িতে বসে একটা হাড় চিবাচ্ছে কুকুরটা, তাতে এখনও বেশ খানিকটা মাংস লেগে আছে। হাড়টার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল দানু। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরে চাপা গলায় গর্জে উঠল অ্যাটম, নড়াচড়ায় মারমুখো একটা ভাব চলে এল। মুখের ভেতর পানি জমে উঠছে, ঝুড়ির ভেতর হাত গলিয়ে হাড়টা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল দানু। হাতে দাঁত বসিয়ে দিল অ্যাটম। ঝট করে হাতটা টেনে নিয়ে ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল দানু।

মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে। চোখে ক্ষুধার্ত দৃষ্টি আর ঈর্ষা, অ্যাটমের দিকে তাকিয়ে আছে। আর অ্যাটম মনের আনন্দে হাড় চিবাচ্ছে।

হঠাৎ একটা তীব্র ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন।

ডাইনিং কারের টেবিল, ডিশ, ট্রে, কেটলি, গ্লাস ইত্যাদি যা ছিল সবগুলোর যেন ডানা গজাল। চেয়ার থেকে মেঝেতে সদ্য ছড়ানো খাবারদাবারের ওপর ছিটকে পড়ল প্যাসেঞ্জাররা। বিভিন্ন ভাষায় গালমন্দ করছে লোকজন, অনেকেই ব্যথা পেয়ে কাতরাচ্ছে।

শোরগোলের আওয়াজে একটু পরই থেমে গেল কয়েকজন প্যাসেঞ্জার জানালা দিয়ে বাইরে তাকানোর পর। বাইরে কি ঘটছে দেখার জন্যে সবাইকে ডাকাডাকি করছে তারা। চেয়ার থেকে একজন নান ও চেলসিও পড়ে যাচ্ছিল, তবে সময় মত রানা ধরে ফেলায় রক্ষা পেয়েছে। ভিড় ঠেলে ওরাও জানালার দিকে এগোল। নানকে টেনে তুলে তার চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছে রানা।

বাইরে একবার চোখ বুলিয়েই ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলল চেলসি। সে প্রফেশন্যাল, ক্যামেরা আনার জন্যে ছুটল।

ট্রেনের বাইরে গ্রাম্য দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। দূরে একটা নদী, রেললাইনের পাশে একটা রাস্তা, আশপাশে ঘন জঙ্গল। স্টেট পুলিশের সশস্ত্র একটা দল ট্রেনটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। কেন, কি কারণ, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ট্রেনের পাশের রাস্তায় টহল দিচ্ছে কয়েকটা জীপ, দু'তিনটে অ্যামবুলেন্সও দেখা গেল, রোটারি লাইট লাল আলো ছড়াচ্ছে। ট্রেন ঘিরে ফেলা হলেও, একজন পুলিসও রেললাইনের কাছাকাছি আসেনি–সবাই পঞ্চাশ থেকে ষাট ফুট দূরে। গাড়িগুলোও সমান দূরত্ব বজায় রেখে টহল দিচ্ছে।

মূক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে প্যাসেঞ্জাররা। কি ঘটছে কারও কোন ধারণা নেই।

ট্রেনের সামনে ও পিছনে দ্রুত কাজ চলছে। ইলেকট্রিক এঞ্জিন খুলে ফেলা হলো, এঞ্জিনিয়াররা সেটাকে পাশের একটা লাইনে সরিয়ে নিল। ট্রেনের পিছন দিকেও দ্বিতীয় একটা লাইন ফেলা হয়েছে, সেটা থেকে মূল লাইনে চলে এল একটা লোকোমটিভ, ঠেলে নিয়ে আসছে নতুন একটা কার। কারটা ট্রেনের সঙ্গে জোড়া লাগানো হলো। নতুন এই কার-এ আঠারোজন সিকিউরিটি পুলিসের সশস্ত্র একটা এসকর্ট রয়েছে, মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটি পরবর্তী সিদ্ধান্ত না নেয়া পর্যন্ত ট্রেনের সঙ্গেই থাকবে তারা। পিছনে জোড়া লাগানো লোকোমটিভই এখন গোটা

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

ট্রেনটাকে ঠেলে নিয়ে যাবে—কেউ জানে না কোথায়।

ডাইনিং কার থেকে নারীকণ্ঠের আর্তচিৎকার শুনে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল রানার। তারপরই কে যেন চিৎকার করে উঠল, 'ডাক্তার। প্লীজ, কেউ একজন ডাক্তারকে ডাকুন!'

করিডর থেকে ছুটে ডাইনিং কারে ঢুকল রানা। ভেতরটা এরইমধ্যে ফাঁকা হয়ে গেছে, শুধু কয়েকজন ওয়েটার আর একজন নানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে নান। ওরা সবাই গোল হয়ে দ্বিতীয় নানকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ভিড় ঠেলে সামনে চলে এল রানা, দেখল মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে দ্বিতীয় নান, খানিক আগে যাকে মেঝে থেকে টেনে তুলে চেয়ারে আবার বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল ও।

এক মুহূর্ত নিঃসাড় শরীরটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। মেঝে থেকে টেনে তোলার সময় পরীক্ষা করতে ভোলেনি ও, চেয়ার থেকে পড়ে সে কোথাও ব্যথা পায়নি। কিন্তু এই মুহূর্তে তার ঠোঁটের কোণ, চোখের কোণ আর কান থেকে রক্তের ক্ষীণ ধারা গড়াচ্ছে। চোখ দুটো খোলা, মাত্র এক মিনিট আগেও ওগুলো স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে সাদা অংশের কোন অস্তিত্ব নেই, টকটকে লাল হয়ে আছে। বিস্ফারিত চোখে প্রাণেরও কোন লক্ষণ নেই।

আগেই ডাইনিং কার থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল একজন ওয়েটার, হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল সে। 'একজন ডাক্তার ভদ্রলোককে পাওয়া গেছে, আসছেন তিনি।'

মধ্য বয়স্ক নাদুসনুদুস জার্মান ডাক্তার কার্ট মুলার হেলেদুলে ভেতরে ঢুকলেন, গলায় একটা স্টেথস্কোপ ঝুলছে, ঠোঁটের কোণে অভয়দাতার হাসি। 'কই দেখি,' বলে রানার পাশে হাঁটু গাড়লেন। 'নিশ্চয়ই ফুড পয়জনিঙের কেস?' রোগিনীর চোখ, কান আর ঠোঁট দেখে মুখের হাসি দপ করে নিভে গেল তাঁর। 'ভেতরে রক্তক্ষরণ,'

বিড়বিড় করলেন আপন মনে। তারপর রোগিণীর পালস দেখার জন্যে কব্জিটা ধরলেন।

এমন ভঙ্গিতে হাতটা টেনে নিলেন, যেন বৈদ্যুতিক ধাক্কা খেয়েছেন।

'কি হলো?' রানা ও কয়েকজন ওয়েটার প্রায় একযোগে জানতে চাইল।

'উনি মারা গেছেন,' ফিসফিস করে বললেন ড. কার্ট মুলার।

চোখ বুজে বুকে ক্রস আঁকল প্রথম নান। বিড়বিড় করে মুখস্থ করা বাইবেল পড়ছে।

'মারা গেছেন, সে তো দেখতেই পাচ্ছি,' বলল রানা। 'কিন্তু আপনার প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা কি? মৃত্যুর কারণ সম্পর্কেও কিছু বলুন। ওনাকে এক কি দেড় মিনিট আগে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখে গেছি। হঠাৎ এভাবে মারা যাবেন কেন?'

'সেকেন্ড ক্লাস কারে আমার আরও দুই বন্ধু আছেন, তাঁরাও ডাক্তার,' জবাব দিলেন ড. মুলার। 'তাঁদেরকে ডেকে পাঠান, হের...'

'মাসুদ রানা,' বলল রানা, সংক্ষেপে নিজের পেশাগত পরিচয়টাও জানিয়ে রাখল। 'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর।'

'হের মাসুদ রানা, আমি তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ না করে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিছু বলতে পারছি না। একজন ওয়েটারকে পাঠান, আমার নাম বললেই তাঁরা চলে আসবেন। ওরা স্বামী-স্ত্রী—মলয় ও সুচরিতা ভৌমিক।'

একজন ওয়েটার ছুটল। একমাত্র প্রথম নান ছাড়া বাকি সবাইও যে যার কাজে ফিরে গেল শুকনো মুখে।

প্রথম নান এখনও চোখ বুজে বাইবেল পড়ছে।

'আমার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চাইলেন,' রানার কানের কাছে মুখ সরিয়ে এনে ফিসফিস করলেন ড. মুলার। 'লাশের ডান কব্জির দিকে তাকান।'

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

তাকাল রানা। রোগিণীর কব্জির চামড়া কুঁকড়ে ভাঁজ খেয়ে আছে দেখে হতবাক হয়ে গেল ও। 'কি ব্যাপার?'

'মাংসের সঙ্গে চামড়া সাঁটা থাকে, এখানে তা নেই,' বললেন ড. মুলার। 'আমার সন্দেহ, টান দিলে খুলে আসবে।'

'মাই গড! কি বলছেন? কেন?'

মাথা নাড়লেন ড. মুলার, চেহারা থমথম করছে, চোখে অজানা একটা ভয়ের ছায়া। 'ডাক্তারী শাস্ত্রে এমন কোন রোগের উল্লেখ নেই, অন্তত আমার জানামতে, যে রোগ হলে মানুষের গায়ের চামড়া মাংস থেকে আলাদা হয়ে উঠে আসতে পারে।'

ওয়েটার একা ফিরে এল। 'ড. ভৌমিকরা আসতে পারবেন না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'ফার্স্ট-ক্লাস কারে তিন-চারজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাদের চিকিৎসায় ব্যস্ত তাঁরা।

'আমার জিভ!' হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল প্রথম নান। 'জিভ থেকে রক্ত বেরুচ্ছে কেন? দেখুন তো, ডাক্তার, মনে হচ্ছে ফুলেও গেছে,' বলে হাঁ করে যে জিভটা বের করল সে, সেটা শুধু ফোলেনি, রক্ত ভরা ফোস্কাও পড়েছে কয়েকটা।

'আপনি আপনার কমপার্টমেন্টে যান, ডাক্তার মলয় আর সুচরিতাকে নিয়ে আপনার কাছে আসব আমরা,' নানকে বললেন ড. মুলার। তারপর ওয়েটারের দিকে তাকালেন। 'তোমার সহকর্মীদের ডাকো, লাশটা এখান থেকে সরাবার ব্যবস্থা করো।'

'কোথায় সরাব?' ওয়েটারকে অসহায় দেখাল। 'ট্রেনে খালি কোন জায়গা নেই...'

'সেক্ষেত্রে একটা টয়লেটে রেখে আসতে হবে,' বললেন ড. মুলার। 'একটা নোটিস লিখে টাঙিয়ে দিয়ো দরজায়—ভেতরে ঢোকা নিষেধ।' রানার দিকে তাকালেন। 'আপনি আমার সঙ্গে আসছেন, হের রানা?'

'হ্যাঁ,' এক সেকেন্ড ইতস্তত করে বলল রানা।

এক করিডর থেকে আরেক করিডরে চলে আসছে চেলসি, জানালা দিয়ে পুলিস আর পুলিসদের দিকে তাকিয়ে থাকা আরোহীদের ছবি তুলছে। লক্ষ করল বেশিরভাগ যাত্রীই কি ঘটছে জানতে না পারায় অস্বস্তিতে ভুগছে, অনেকেই হতভম্বও, তবে খুব একটা ভয় পায়নি কেউই। বরং অনেকেই ব্যাপারটা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছে। হিলডা হেস আর এরিকা বানসির সঙ্গে সদ্য পরিচিত হয়েছে ফিলাডেলফিয়ার কালো ছাত্র সিমন পালস-এর। ওদের সঙ্গে সুসান নামে এক ছাত্রীও রয়েছে, সে হাসতে হাসতে বলল, 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, আমাদেরকে হাইজ্যাক করা হয়েছে।'

পালস জবাব দিল, 'ফ্যানটাসটিক! কিউবায় কখনও যাওয়া হয়নি আমার।'

চেলসি এগিয়ে যাচ্ছে। ক্রাইচেককে দেখতে পেল সে, তার সঙ্গী একজন প্যাসেঞ্জার ডাফ ফগেলকে বলতে শুনল, 'ওহে, ক্রাইচেক, ওরা বোধহয় তোমার সুটকেসের টিক-টক শুনতে পেয়েছে।'

আশপাশে যারা ছিল তাদের অনেকেই হেসে উঠল। ফগেলের কৌতুকের উত্তরে ক্রাইচেক বলল, 'দোস্ত, তোমাকে শুধু একটা কথা বলি। সময় সম্পর্কে আমাদের সবারই একটা ভুল ধারণা রয়েছে। সময় কখনও চলে যায় না, সময় আসে; চলে যায় আসলে মানুষ। আর ভাল একটা ঘড়ি সময়ের কাঁটা ধরে ট্রেন চালায়, সেই ট্রেন গন্তব্যে পৌঁছে দেয়—এমন একটা জগতে, যেখান থেকে কেউ কোনদিন ফিরে আসে না। নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না যে এখানে ট্রেন বলতে আমি জীবনকেই বোঝাতে চাইছি।' তার আওড়ানো দর্শনে নতুনত্ব কিছু থাকুক বা না থাকুক, সঙ্গে সঙ্গে এ মুঠো ঘড়ি বিক্রি হয়ে গেল।

ট্রেনে ঘুরে বেড়াবার সময় লক্ষ করল চেলসি, জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে অনেকেই ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে পড়েছে, ফিরে এসে আবার বসে পড়েছে নিজেদের সীটে। অনেকের মনে বাইরে

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

কি ঘটছে দেখার কৌতূহল পর্যন্ত জাগেনি—তারা সিগারেট ফুঁকছে, ঘুমাচ্ছে, বই পড়ছে, কেউ কেউ কমপার্টমেন্ট খালি পেয়ে দরজা বন্ধ করে প্রেমও করছে—অন্তত একটা কমপার্টমেন্টের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখে সে-ই সন্দেহই হলো তার। প্যাসেঞ্জারদের প্রতিক্রিয়া ধরে রাখার জন্যে একের পর এক ফটো তুলছে সে। কাউকে নির্লিপ্ত দেখাল, কেউ পোজ দেয়ার জন্যে সময় চাইল, কেউ অন্যমনস্কতার ভান করে কপাল থেকে চুল সরিয়ে আলোর দিকে ফেরাল মুখ।

'ফুয়েলে টান পড়েছে, তাই থামানো হয়েছে ট্রেন,' একজনকে বলতে শুনল চেলসি।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজন মন্তব্য করল, 'আমার ধারণা, ট্রেনে হেরোইন আছে।'

খর্বকায় এক ব্যক্তিকে দেখল চেলসি, হস্তিনী আকৃতির স্ত্রী হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে। 'এই যদি ইউরোপের আসল চেহারা হয়, কোন সাহসে তুমি এখানে আমাকে বেড়াতে এনেছ?' গজগজ করছে স্ত্রী। চেলসির সঙ্গে চোখাচোখি হতে অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল স্বামী বেচারা।

চেলসি হঠাৎ করে ভিউ ফাইন্ডারে দানুকে পেয়ে গেল, ছোটখাট একটা ভিড়ের মধ্যে। তার চোখ এত লাল, ভয়ে চমকে উঠল সে। চোখে পলক নেই, ক্যামেরার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। তার মুখের ভেতর চোখ পড়তে ঘৃণায় রি রি করে উঠল চেলসির শরীর। জিভে ফোস্কা পড়েছে, সেগুলোও টকটকে লাল। হঠাৎ ঘুরল দানু, হতভম্ব চেলসি তাকে ছুটে পালিয়ে যেতে দেখল।

ট্রেনের শেষ মাথায় চলে এল সে। এদিকে কোন প্যাসেঞ্জার নেই বললেই চলে। জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকতেই নতুন কার আর লোকোমটিভটা দেখতে পেল। পিছনে এঞ্জিন কেন? প্রশ্নটা নিয়ে চিন্তা করার সময় পাওয়া গেল না, পরমুহূর্তে কয়েকজন আর্মড এসকর্টকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল

সে। দু'তিন সেকেন্ডের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে নিজের কাজে মনোযোগী হলো, ছবি তুলছে। তরুণ এক পুলিস, সিকিউরিটি কার থেকে বেরিয়ে এসে সিগারেট ধরাচ্ছে। বাইরের দিকে আরও একটু ঝুঁকে তার ছবি তুলতে চেষ্টা করছে চেলসি। হাত নেড়ে নিষেধ করল পুলিস। কিন্তু চেলসি গ্রাহ্য করছে না। হাতের সাব-মেশিনগানটা তার দিকে উঁচিয়ে ধরল লোকটা, ভাবটা যেন এখুনি গুলি করবে। পুরো দৃশ্যটাই ক্যামেরায় বন্দী করল চেলসি।

হঠাৎ সাব-মেশিনগানটা সবেগে ঘোরাল পুলিস, প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে গেল ক্যামেরা, হাত থেকে পড়েও গেল ট্রেনের বাইরে। আগ্নেয়াস্ত্রের মাজলটা এক হাতে ধরে ফেলল চেলসি। রাগে সারা শরীরে আগুন ধরে গেছে। 'ইউ, সান অভ আ বিচ!' অস্ত্রটা এখনও ছাড়েনি, তাকিয়ে আছে ব্যারেলের দিকে। আরেকজন গার্ডকে এগিয়ে আসতে দেখল সে, হাতের অস্ত্র তার দিকেই তাক করা। মাজলটা ঠেলে এক পাশে সরিয়ে দিল চেলসি, ঘৃণার চোখে একবার তাকিয়ে মাথাটা টেনে নিল ট্রেনের ভেতর। হন হন করে হেঁটে ফিরে আসছে।

ওয়েটারের সঙ্গে ড. মুলার আর রানা একটা ফার্স্ট-ক্লাস কার-এ ঢুকল। ড. মলয় ভৌমিক আর তার স্ত্রী সুচরিতা ভৌমিক দু'জনেই হু-র মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, জেনেভা থেকে স্টকহোম যাচ্ছেন বড় মেয়ের কাছে ছুটি কাটাতে, সঙ্গে ছোট মেয়ে সন্দেশাও আছে। সন্দেশা জেনেভার একটা ভার্সিটিতে অর্থনীতি নিয়ে পড়ে। সন্দেশার সঙ্গে ট্রেনে হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে একই ভার্সিটির ছাত্র বিনয় হাসানের—সে বাংলাদেশী, স্টকহোমে ভাইকে দেখতে যাচ্ছে।

দুই ভারতীয় বাঙালী ডাক্তারকেই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট দেখল ওরা। এই কমপার্টমেন্টে তিনজন তরুণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে ঠিকই, তবে অসুস্থতার কারণ রহস্যময় কিছু নয়। তিনজনই ওরা পাঙ্ক, শুধু কানে নয়, নাকেও রিঙ পরে আছে। পরীক্ষা করতে হয়নি,

নিজেরাই স্বীকার করেছে হেরোইনের মাত্রা বেশি হয়ে যাওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে তারা। কড়া ভাষায় কিছু উপদেশ দিয়ে রানা ও ড. মুলারের সঙ্গে ফার্স্ট-ক্লাস কার থেকে বেরিয়ে এলেন তাঁরা, ড. মুলারের অনুরোধে নানের লাশটা পরীক্ষা করতে রাজি হয়েছেন।

পথে একজন ওয়েটারের সঙ্গে দেখা হলো, তার কাছ থেকে জানা গেল ডাইনিং কার থেকে যথেষ্ট দূরে একটা টয়লেটে রাখা হয়েছে লাশটা। তিনজন ডাক্তার একসঙ্গে কোথাও যাচ্ছেন, কিভাবে যেন রটে গেছে খবরটা, ফলে প্রতিটি করিডরে বিশৃঙ্খলার মুখোমুখি হতে হলো ও'দরকে। কেউ বলছে, তার স্বামীর চোখ থেকে লালচে-রস গড়াচ্ছে। কেউ বলছে, তার বাচ্চাছেলের জিভ ফুলে উঠেছে। এদের সংখ্যা এত বেশি, ডাক্তাররা রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন। লাশ দেখতে যাওয়া হলো না, একটা কমপার্টমেন্টে বসে কয়েকজন অসুস্থ লোককে পরীক্ষা করলেন তাঁরা। তারপর সবাইকে বের করে দিয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে বসলেন। বাইরের লোক বলতে রানা, সন্দেশা আর হাসান থাকল ওঁদের সঙ্গে। কখনও ইংরেজি, কখনও জার্মান ভাষায় আলাপ করছেন, খুবই নিচু গলায়। এক সময় বাধ্য হয়ে রানা জানতে চাইল, 'কি ঘটছে, আমাকে বলবেন, প্লীজ?' ফার্স্ট-ক্লাস কমপার্টমেন্টে থাকতেই ভৌমিক পরিবারকে নিজের পরিচয় দিয়েছে ও।

'দুঃখিত,' জবাব দিলেন ড. মলার। [illegible] নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছি না। তবে কোন ধরনের ফ্লু হতে পারে–আনঅফিশিয়ালি বলছি।'

'চোখ থেকে রক্ত বা লালচে রস বেরোয়, জিভ ফুলে যায়, এ-ধরনের ফ্লুর কথা আগে তো কখনও শুনিনি!' বলল রানা।

'সত্যিই তো, এ আবার কি অসুখ!' সন্দেশাও বিস্মিত।

'ফ্লু মানে তো কোন না কোন ধরনের ভাইরাস,' বললেন মিসেস ভৌমিক। 'আর ভাইরাস যে কত রকমের হয়, তার কোন

হিসাব নেই। আমার ধারণা, এটা নতুন ধরনের কোন ভাইরাস।'

'ভাইরাস মানেই তো ছোঁয়াচে,' বলল রানা। 'দেখা যাচ্ছে সেকেন্ড-ক্লাস, ফার্স্ট-ক্লাস, সব কার-এর প্যাসেঞ্জাররাই আক্রান্ত হয়েছে, ছড়াচ্ছেও বেশ দ্রুত। আপনারা সতেরোজনকে পরীক্ষা করলেন, অসুস্থতার লক্ষণে বা উপসর্গে মিল আছে, আবার অমিলও আছে। কোন চিকিৎসার কথা বলতে পারছেন না?' রানাকে অধৈর্য দেখাল।

'বললামই তো, বেশি করে পানি খেতে হবে, মাথায় বা গায়ে ব্যথা থাকলে পেইন কিলার খেতে হবে, বেডরেস্ট দরকার, জ্বর বাড়লে মাথায় পানি ঢালতে হবে। এ এক ধরনের অ্যালার্জিও হতে পারে, হিস্টাসিন জাতীয় ওষুধ-খেয়ে দেখতে পারে। ড. মুলার,' ঘাড় ফেরালেন ড. ভৌমিক, 'নানের লাশটা এখুনি আমাদের দেখা দরকার।'

তিনজন ডাক্তারই পরস্পরের সঙ্গে বিচলিত দৃষ্টি বিনিময় করলেন। লক্ষ করে রানার মনে অজানা একটা আশঙ্কা জাগল।

ডাইনিং কারের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন ওঁরা, ডাক্তার ভৌমিক বললেন, ওদের আর কেউ না গেলেই ভাল হয়, লাশটা ওরা শুধু তিনজন পরীক্ষা করবেন। সন্দেশা তার ফার্স্ট-ক্লাস কার-এ ফিরে গেল, সঙ্গে হাসান। রানা ঢুকল ডাইনিং কারে।

ইতিমধ্যে ডাইনিং কারের মেঝে থেকে ভাঙা ডিশ, প্লেট ইত্যাদি পরিষ্কার করা হয়েছে, ধুয়েও ফেলা হয়েছে ডিসইনফেকট্যান্ট দিয়ে রানা ভেতরে ঢুকল, আর ঠিক তখুনি আবার চলতে শুরু করল ট্রেন। সঙ্গে সঙ্গে গোটা ট্রেন আনন্দমুখর হয়ে উঠল, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কেটে যাওয়ায় সবাই খুব খুশি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসতে খুব বেশি সময় লাগল না। একজন দু'জন করে ডাইনিং কারে ঢুকছে লোকজন, আবার খাবার পরিবেশনে ব্যস্ত হয়ে উঠল ওয়েটাররা। তবে নিঃসঙ্গ নানকে রানা কোথাও দেখতে পেল না। আগের সেই টেবিলেই বসে আছে

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

চেলসি, একা তাকেই শুধু ম্লান ও চিন্তিত দেখাচ্ছে।

'কি ভাবছেন?' এবার তার উল্টোদিকের চেয়ারটায় বসল রানা, মারা যাবার আগে এই চেয়ারেই বসেছিল নান। 'দেখে মনে হচ্ছে কেউ আপনার গলায় ছুরি ধরেছে।'

'আমাদের সবার গলায় ছুরি ধরা হয়েছে,' বিড়বিড় করল চেলসি, এখনও সে গভীর চিন্তায় মগ্ন।

রানা কিছু বলতে যাবে, স্টুয়ার্ড টাওয়েল দ্রুত এগিয়ে এসে ফিসফিস করল ওর কানে, 'স্যার, মি. রানা, দয়া করে আমার সঙ্গে একবার আসবেন···ইমার্জেন্সী।' ফিসফিস করলেও, কথাগুলো চেলসি শুনতে পেল।

টাওয়েলের চেহারায় চাপা উত্তেজনা, মনে হলো বেশ খানিকটা ভয়ও পেয়েছে। 'মাফ করবেন,' বলে চেয়ার ছাড়ল রানা, স্টুয়ার্ডের পিছু নিয়ে ডাইনিং কার থেকে বেরিয়ে গেল।

মনে মনে ঘটনাগুলো জোড়া লাগাবার চেষ্টা করছে চেলসি।

গ্রাম্য এলাকা পিছনে ফেলে শহরে ঢুকতে যাচ্ছে ট্রেন। ক্রমশ মন্থর হয়ে এল গতি। রোড-ক্রসিঙে যানবাহনের সংখ্যা বাড়ছে। গাছপালার বদলে পাথরের দেয়াল বেশি করে চোখে পড়ছে। চওড়া একটা রোড-সাইনে লেখা রয়েছে—ব্যাসেল।

দুটো বেজে চুয়াল্লিশ মিনিট।

জেনারেল মার্শাল ও পাফ এরিকসন টেলিকমিউনিকেশন এরিয়ায় রয়েছেন, একটা প্লেট গ্লাস প্যানেলের পিছনে। রেডিও-টেলিফোন লিঙ্ক-এর মাধ্যমে রানার সঙ্গে কথা বলছেন জেনারেল। রানাকে তিনি লাইনে পেয়েছেন মিনিট তিনেক আগে।

'যদি নয়, মি. রানা, যদি নয়। বলুন কখন। ট্রেনে সে আছেই, তা না-ও হতে পারে। [illegible] সংক্রমিত ব্যক্তি দশ সেকেন্ডের মধ্যে মারা যেতে পারে—আবার আটচল্লিশ ঘণ্টাও বেঁচে থাকতে পারে। কে জানে, সে হয়তো স্টেশনে যাবার পথে কোথাও মারা

গেছে—কোন হোটেল-কামরায়, বা পার্কে। তবে লাশটা যেহেতু এখনও জেনেভায় পাওয়া যায়নি, আমরা ধরে নিচ্ছি ট্রেনে সে উঠতে পেরেছে।'

'মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটি ন্যাটোর একটা সিক্রেট প্রজেক্ট, আমি জানি,' বলল রানা। 'আপনি বলছেন ইব্রাহিম দানু মারাত্মক ধরনের ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু ভাইরাসটার নাম কেন বলছেন না?'

'আনকমন ব্যাসিলাই, কোড নেম বি-টু-নেগেটিভ,' বললেন জেনারেল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। 'আনকমন হলেও, আমি যতটুকু জানি বি-টু-নেগেটিভের প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে।'

'হয়েছেই তো। পেন্টাগনের ল্যাবে আমেরিকান বিজ্ঞানীরা সেটা আবিষ্কার করেছেন। আমি মেসেজ পাঠিয়েছি, প্লেনও চার্টার করা হয়ে গেছে। তবে দূরত্বটার কথা ভাবুন—পৌঁছুতে বেশ দেরি হবে। তার আগে বসে না থেকে অনেক কিছুই করার আছে আমাদের। এই যেমন, ফর্মুলাটা পেলে আমাদের জেনেভা ল্যাবেই প্রতিষেধকটা তৈরি করতে পারি।'

'পরিষ্কার করে বলুন আমার কি ধরনের সাহায্য আপনার দরকার।'

'প্রথম কাজ দানুকে খুঁজে বের করা। যদি বেঁচে থাকে, জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে সে, সারাক্ষণ কাশছে, চোখ লাল হয়ে গেছে, জিভ ফুলে গেছে···'

'সংক্ষেপ করুন, প্লীজ,' বাধা দিল রানা। 'তার আগে শুনুন—রোগটা এরইমধ্যে ছড়াতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে একজন মারাও গেছে, জেনারেল মার্শাল।'

'ট্রেন থেকে এখন যদি একজন প্যাসেঞ্জারও নামে, রোগটা গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে,' গম্ভীর সুরে বললেন জেনারেল। 'ভেবে দেখুন, সদ্য আবিষ্কৃত একটা

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

প্রতিষেধক দিয়ে ক'জন মানুষের চিকিৎসা করা সম্ভব? এখনও ওটা ল্যাব থেকে বেরোয়নি, খুব বেশি হলে দশ হাজার লোকের চিকিৎসা করা সম্ভব–পরিমাণে তা এতই কম। শুধু ইউরোপেই বা বলছি কেন, গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে বি-টু-নেগেটিভ। আর তা যদি ছড়িয়ে পড়ে–ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন বলা ছাড়া কারও কিছু করার থাকবে না।'

রানার অন্তরাত্মা কেঁপে গেল।

'আপনার সম্পর্কে সমস্ত তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছি,' বললেন জেনারেল। 'বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, ট্রেনে আপনি আছেন শুনে হোয়াইট হাউস থেকে বলা হয়েছে, এটা ঈশ্বরের দয়া। সবাই বলছে, বারোশো ট্রেন যাত্রীকে কেউ যদি সামলে রাখতে পারে তো একমাত্র আপনিই পারবেন। মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়লে কোন বাধাই মানে না। প্যাসেঞ্জাররা যদি জানালা-দরজা ভেঙে ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়তে শুরু করে, ভেবে দেখুন তার পরিণতি কি ভয়াবহ হতে পারে।'

'আপনি আমাকে অসাধ্যসাধন করতে বলছেন।'

'হ্যাঁ, সত্যি তাই। তবে বাইরে থেকেও আপনাকে আমরা সাহায্য করব।'

রানা অপেক্ষা করছে।

'মি. রানা, আমার কথা মন দিয়ে শুনুন, প্লীজ,' জরুরী তাগাদার সুরে বললেন জেনারেল। 'কমপিউটার ভাইরাসের কথা নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে। দানু যে ফ্লপি ডিস্কটা চুরি করেছে সেটা এমন ভাবে তৈরি, কমপিউটর থেকে বের করা হলে নির্দিষ্ট একটা সময়ের পর ওটায় কিছুই থাকবে না, সব মুছে যাবে। সময়ের একটা হিসাব বের করেছি আমরা। আপনার হাতে সময় আছে এখন থেকে দু'ঘণ্টা পঞ্চান্ন মিনিট। হিসাবটা দিচ্ছি হাতে এক ঘণ্টা সময় রেখে, এটা ব্যয় হবে হেলিকপ্টারে করে দানুকে ল্যাবে নিয়ে আসতে। আমার কথা বুঝতে পারছেন তো? তিন

ঘণ্টা পঞ্চান্ন মিনিট পর ডিস্কটা আর কোন কাজে লাগবে না–এখানকার ল্যাবে প্রতিষেধক তৈরি করাও সম্ভব হবে না।'

'কেন, ফর্মুলাটা হার্ডডিস্কে নেই?' জানতে চাইল রানা।

'থাকলে তো কোন সমস্যাই ছিল না,' বললেন জেনারেল। 'হার্ডডিস্ক দানু ধ্বংস করে দিয়ে গেছে।'

'এখনও একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না,' বলল রানা। 'আপনাদের দরকার ডিস্কটা, তাই না? দানুকে কেন হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যেতে চাইছেন?'

'আমরা কি জানি, ডিস্কটা নিয়েই ট্রেনে উঠেছে সে? স্টেশনে যাবার পথে কোথাও যদি রেখে গিয়ে থাকে?'

কথাটায় যুক্তি আছে, মনে মনে স্বীকার করল রানা।

'আপনি যোগাযোগ করবেন, সেই অপেক্ষায় থাকব আমরা,' বললেন জেনারেল। 'আপনার হাতে সময় আছে আজ বিকেল পাঁচটা একচল্লিশ মিনিট পর্যন্ত। বারোশো যাত্রী, সবার মুখে চোখ বোলাবার জন্যে মাত্র দশ সেকেন্ড করে সময় পাবেন।' যোগাযোগ কেটে দিলেন তিনি।

'যোগ্য লোক, সন্দেহ নেই,' বললেন পাফ এরিকসন। 'তবে সন্দেহপ্রবণ।'

'হ্যাঁ, মাথাটা বড় বেশি পরিষ্কার।' জেনারেল চিন্তিত।

চার

ফগেল তার ব্যাগ গুছাচ্ছে, ক্রাইচেক দার্শনিকসুলভ কিছু উপদেশ

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com©

দিল, 'ব্যাসেল-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলি তোমাকে, দোস্ত। কেমিক্যাল, অ্যান্টিবায়োটিক, প্লাস্টিক আর সিনথেটিকের ব্যবসা এখানে জমজমাট। আমি এক লোককে চিনি, শুধু কলপ তৈরি করে মাল্টিমিলিওনিয়ার বনে গেছে···এখানেই নামছ বুঝি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে করিডরে বেরিয়ে গেল ফগেল। 'তাহলে বিদায়,' পিছন থেকে গলা চড়িয়ে বলল ক্রাইচেক। সে নিজে খুব ভাল জার্মান বলতে পারে, কিন্তু জার্মানভাষী কোন লোককে একদমই সহ্য করতে পারে না। কিছু একটা মনে পড়ে যাওয়ায় শিউরে উঠল সে, ফগেল ট্রেন ছেড়ে নেমে যাচ্ছে ভেবে স্বস্তিবোধ করল।

বাইরের করিডরে প্যাসেঞ্জারদের ভিড় লেগে গেছে, সবাই তারা ব্যাসেলে নামবে। কারে ঢুকে একজন কনডাকটার স্টেশনের নাম উচ্চারণ করল। তাকে অনুসরণ করছে রানা, ভিড় ঠেলে এগোচ্ছে, দানুর খোঁজে চোখ বুলাচ্ছে সবার মুখে। ও নিশ্চিতভাবে জানে, ব্যাসেলে ট্রেন থামছে না। এরইমধ্যে স্পীড বেড়ে গেছে।

প্যাসেঞ্জাররাও ব্যাপারটা টের পেয়ে গেল, শহরটাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবে ট্রেন।

'কি আশ্চর্য! আমাকে নামতে হবে না!'

'ইংল্যান্ডে এ-ধরনের ঘটনা ভাবাই যায় না!'

'ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে আমি লিখিত অভিযোগ করব!'

'আমার হোটেল রিজার্ভেশন বাতিল হয়ে যাবে!'

সবাইকে চুপ করতে বলে একজন কনডাকটার ব্যাখ্যা দিল, 'টেকনিক্যাল ডিফিক্যালটিজ। প্যারিসে আপনাদের জন্যে ফ্রী থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে, ব্যাসেলে ফেরার জন্যে পরিবহনের ব্যবস্থাও করা হবে।'

সে থামতেই এক বৃদ্ধা ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, 'আমাকে কবরস্থানে যেতে হবে···আমার ছেলে মারা গেছে···'

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিল

এরিকা।

রানা যেদিকে গেল, হাসানকে নিয়ে তার উল্টোদিকে যাচ্ছে সন্দেশা, রানারই খোঁজে। ড. মলয় ভৌমিক মেয়েকে পাঠিয়েছেন একটা খবর দিয়ে—নিজের কমপার্টমেন্টে অপর নানও মারা গেছে।

ফার্স্ট-ক্লাস কমপার্টমেন্টে ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখছে তরুণ প্রিস্ট। মিসেস আধুরা তাকে বলছে, 'দেখবেন, ব্রাসেলস আপনার ভাল লাগবে। বেলজিয়ামের এই শহরেও আমার বেড়ানোর সুযোগ হয়েছে···'

অন্যমনস্ক প্রিস্ট মাথা ঝাঁকিয়ে রঙিন রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল।

কমপার্টমেন্টের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল টাওয়েল, পিছনে রানা। 'ব্যাসেলকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ট্রেন,' বলল স্টুয়ার্ড। রানা প্যাসেঞ্জারদের ওপর চোখ বুলাচ্ছে। 'সিরিয়াস কিছু নয়, টেকনিক্যাল কি যেন একটা সমস্যা হয়েছে।'

হঠাৎ লাফ দিয়ে সিধে হলো প্রিস্ট, ওদেরকে পাশ কাটিয়ে কমপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল। সে দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল মিসেস আধুরা। 'ব্যাপারটা বুঝলাম না! ওনার তো ব্রাসেলসে নামার কথা, আমাকে অন্তত তাই বলেছেন!'

ডোনা মন্তব্য করল, 'লোকটাকে আমার পছন্দ হয়নি।'

নরম সুরে তাকে শাসন করছে আধুরা, পিছিয়ে কমপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এল রানা।

দুটো কারের মাঝখানে, কানেকটিং ব্রিজে, পরস্পরের মুখোমুখি পড়ে গেল রানা আর চেলসি। ব্রিজে চাকার আওয়াজ এত বেশি, দু'জনকেই চিৎকার করে কথা বলতে হচ্ছে। 'আপনাকে আমি খুঁজছি!' বলল চেলসি।

'পেয়েও গেছেন।'

'কি ঘটছে? কিসের ইমার্জেন্সী?'

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

'আমার যা পেশা, চোর ধরার দায়িত্ব পেয়েছি,' বলে তাড়াতাড়ি কারে ঢুকে পড়ল রানা।

প্রায় ধাওয়া করল চেলসি, পিছন থেকে রানার বাহু ধরে ফেলল। 'শুনুন, মি. মাসুদ রানা! তিনটে যুদ্ধ, নয়টা অভ্যুত্থান আর একশো মাইনফিল্ডে ছিলাম আমি। ইমার্জেন্সী কাভার করা আমার পেশা, কাজেই আপনার সঙ্গে আমিও থাকছি–বন্ধু হই, বা শত্রু।'

ঘুরে তার দিকে একদৃষ্টে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল রানা। 'বন্ধু?'

ইতস্তত করছে চেলসি। রানার চোখের গভীরে কি যেন খুঁজল সে। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিল, 'বন্ধু।'

কথা না বলে ঘুরে হাঁটা শুরু করল রানা, চেলসি পিছু নিল। 'আরেকবার আমার দিকে তাকান,' বলল সে।

রানা আবার ঘুরতেই ভুরু কোঁচকাল চেলসি। 'আপনার চোখ লালচে দেখাচ্ছে কেন?'

রানার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করে, আপনার কাছে আয়না আছে? কিন্তু ভয় লাগছে। 'তাহলে সম্ভবত আমিও সংক্রমিত হয়েছি,' বিড়বিড় করল। চেলসিকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হলো না, তাকে এক পাশে টেনে এনে যতটা সম্ভব সংক্ষেপে পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দিল ও।

বাইরে একদম শান্ত চেলসি। গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে। কিন্তু ভেতরটা ভয়ে কুঁকড়ে গেল। রানা থামতেই ট্রেনের পিছনে লোকোমটিভ আর সিকিউরিটি কার জোড়া লাগানোর কথাটা প্রকাশ করল, কি অভিজ্ঞতা হয়েছে তাও জানাল। সবশেষে জিজ্ঞেস করল, ফিসফিস করে, 'দেখলে তো, আমার চোখও কি...'

'দানুকে খুঁজে না পেলে ফ্লপি ডিস্ক পাওয়া যাবে না,' মাথা নেড়ে বলল রানা। 'আর ফ্লপি ডিস্ক পাওয়া না গেলে সময় মত প্রতিষেধক তৈরি করা সম্ভব নয়।' দানুর চেহারার বর্ণনা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এরকম কাউকে দেখেছেন? গায়ে খুব জ্বর থাকার

কথা, চোখ লাল হয়ে আছে, হয়তো জিভ থেকে রক্ত ঝরছে।'

চেলসিকে উদ্বিগ্ন দেখাল। রানার কপালে হাত রাখল সে। 'আপনার কি অসুস্থ লাগছে?'

কথা না বলে মাথা নাড়ল রানা।

হঠাৎ উত্তেজিত দেখাল চেলসিকে। 'ক্যামেরায় একজনকে দেখেছি...টকটকে লাল চোখ, জিভে ফোস্কা পড়েছে, সেগুলোও লাল। ক্যামেরা দেখে ছুটে পালিয়ে গেল...'

চেলসি কথা বলছে, রানার নিজেরও মনে পড়ল–ডাইনিং কারে ঢোকার সময় করিডরে এক লোকের সঙ্গে ধাক্কা খায় ও। লোকটাকে ভাল করে দেখেনি, তবে চেলসির কথা শুনে মনে হচ্ছে লোকটা দানু হলেও হতে পারে। 'আপনি ট্রেনের মাথার দিক থেকে শুরু করুন,' তাগাদার সুরে বলল ও। 'আমি উল্টোদিক থেকে আপনার সঙ্গে মিলিত হব। প্রতিটি কোণ দেখবেন! একটা টয়লেটও বাদ দেবেন না! সন্দেশা আর হাসান নামে দুই স্টুডেন্টকে দরকার আমাদের, চিনতে পারলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন...'

চারটে বেজে সাতান্ন মিনিট, রেডক্রস-এর প্রতীক চিহ্ন আঁকা একটা হেলিকপ্টার জেনেভার আকাশে উঠল। পাঁচ মিনিট আগে রাইন নদী পেরিয়ে ফ্রান্সে প্রবেশ করেছে ট্রান্সকন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেস।

মেগাডেথ প্রিভেনশন কমিটির ম্যারাথন মীটিং চলছেই। পাফ এরিকসন একটা রিপোর্ট পড়ে শোনালেন, 'ন্যাটোর কোন রাষ্ট্রই ট্রেনটাকে থামতে দিতে রাজি হয়নি।' একটু থেমে আবার শুরু করলেন, 'রাষ্ট্রপ্রধানরা সবাই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে জেনারেল লী মার্শালকে সর্বময় ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই চূড়ান্ত, তা নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন তুলতে পারবে না। তাঁকে পরে কারও কাছে জবাবদিহিও করতে হবে

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

না।'

'রাষ্ট্র যা-ই বলুক, আমি বিবেকসম্পন্ন মানুষ,' প্রতিবাদের সুরে বললেন সুইডিশ প্রতিনিধি। 'ট্রেনে যারা আছে তাদেরকে যদি বাঁচানোর চেষ্টা করা না হয়, আমি পদত্যাগ করব।·জেনারেল লী মার্শাল বা আপনারা আর যারা আছেন তাঁরা যা খুশি করুন, কিন্তু আমি ঈশ্বরের ভূমিকা নিতে পারব না।'

'আপনি পদত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু এই বিল্ডিং থেকে আপনাকে বেরুতে দেয়া যায় না,' উত্তর দিলেন জেনারেল। 'খবরটা চেপে রাখা হয়েছে, কারণটা আশা করি ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। আরেকটা কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার। রেডিও-টেলিফোনে মি. মাসুদ রানাকে আমরা যা-ই বলে থাকি বা যা-ই বলব, বেশিরভাগই মিথ্যে। এমগ্রীএক্স-এর কোন প্রতিষেধক নেই।'

ক্রাইচেক আবার করিডরে তার দোকান খুলে বসেছে। ছোটখাট একটা ভিড় জমে উঠেছে তাকে ঘিরে। 'এই দেখুন, ভাই ও বোনেরা, এটা হলো একটা সুপারওয়াচ! অ্যাসট্রোনট আর ডাইভাররা ব্যবহার করে। সাধারণ মানুষ, আপনারাও ব্যবহার করতে পারেন। এটা শুধু ঘড়ি নয়, জাদুর একটা উপকরণও বটে—এই আছে, এই নেই।'

ভিড় ঠেলে বারো-তেরো বছরের এক কিশোরী সামনে আসার চেষ্টা করছে, কিন্তু হাত ধরে টেনে রেখেছে তার মা। মেয়েটা আবদারের সুরে বলছে, 'তুমি মানা করলে কিনব না, তবে দেখতে অন্তত দাও।' অগত্যা মেয়ের হাত ছেড়ে দিল মা। ক্রাইচেকের সামনে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। 'ইস্, কি সুন্দর! মামী, কতদিন ধরে বলছি এরকম একটা সুপারওয়াচ কিনে দাও আমাকে...'

'খুব সস্তা,' বলে চলেছে ক্রাইচেক, মেয়েটাকে এখনও দেখতে পায়নি। 'একেবারে পানির দর।' মুঠো ভর্তি ঘড়ি তুলে দেখাচ্ছে

সে। 'মাত্র দশ ডলার, দশ ডলার, দশ ডলার!'

'মামী!' পা ঠুকছে মেয়ে।

'লোকজনের সামনে তুমি আমাকে অপমান করবে?' মেয়ের কানে ফিসফিস করল মা। 'চলে এসো।' আবার হাত ধরে টান দিল।

কেঁদে ফেলল মেয়েটা। 'আগামী মাসে আমার জন্মদিন না? তখন তুমি কিছু একটা দেবে তো? দশ ডলার...'

মেয়েটার কথা ক্রাইচেকের কানে গেছে। মুখ তুলে তার দিকে তাকাবার পর নিভে গেল মুখের হাসি। মুঠো থেকে সব ঘড়ি খসে পড়ল সুটকেসে, থেকে গেল শুধু একটা। সেটা মেয়েটার দিকে নিঃশব্দে বাড়িয়ে ধরল। 'তোমার জন্মদিনের উপহার,' বলে এক রকম জোর করেই মেয়েটার হাতে ঘড়িটা গুঁজে দিল। মা ও মেয়ে, দু'জনেই অপ্রস্তুত। উপস্থিত সবাই চুপ হয়ে গেছে, কেমন যেন হতচকিত। সুটকেস বন্ধ করে প্রায় লাফিয়ে সিধে হলো ক্রাইচেক। ভিড় ঠেলে এমনভাবে এগোল, যেন পালিয়ে যাচ্ছে।

'লোকটা পাগলাটে,' কেউ একজন মন্তব্য করল।

'এই যে, শুনুন,' পিছন থেকে চেঁচিয়ে ডাক দিল মা। 'আপনার ঘড়ির দাম নিয়ে যান...'

কিন্তু ইতিমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে ক্রাইচেক।

ভিড় পাতলা হতে শুরু করল। একজন বলল, 'এর মধ্যে কোন রহস্য আছে। ফেরিঅলার চোখ দুটো ভেজা ভেজা দেখলাম।'

আসলেও তাই, কান্না লুকাতে পালিয়ে গেছে ক্রাইচেক। তার যখন ষোলো বছর বয়েস, ঠিক ওই মেয়েটির বয়েসী এক খেলার সঙ্গিনী ছিল তার-মায়ের পেটের আপন বোন। সেই বোনকে ছিন্নভিন্ন হতে দেখেছে চোখের সামনে। নাৎসী জার্মানরা লাইন দিয়ে তাকে প্রথমে রেপ করে, পরে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলে।

*

সন্দেশা আর হাসানের সঙ্গে দেখা হয়েছে রানার, সংক্ষেপে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়ার পর তারাও এখন দানুর খোঁজে ট্রেন চষে ফেলছে। চেলসির মত রানাও সেকেন্ড-ক্লাস কার-এর একটা কমপার্টমেন্ট ভেতর থেকে বন্ধ দেখল। স্টুয়ার্ড টাওয়েল জানাল, এই কমপার্টমেন্ট রিজার্ভ করেছে একটা এনজিও প্রতিষ্ঠান, ভেতরে আছেন বিশজন বৃদ্ধ আর বৃদ্ধা, তাদের কারও বয়েসই সত্তরের কম নয়। ওদেরকে স্টকহোমের একটা 'প্রবীণ ভবন'-এ আশ্রয় দেয়ার জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দরজা খোলার জন্যে অনেক ডাকাডাকি করা হলো, কিন্তু ভেতর থেকে কেউ সাড়া দিচ্ছে না। অতিরিক্ত চাবি কনডাকটারদের কাছে পাওয়া যাবে। টাওয়েলকে চাবি আনতে পাঠিয়ে দিল রানা, নিজে ঢুকল একটা টয়লেটে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল। চোখ দুটো দেখে গলার কাছে কি যেন একটা আটকে যাবার অনুভূতি হলো। এখুনি সানগ্লাস পরা দরকার, তা না হলে ওকে দেখে ভয় পাবে মানুষ। এখনও কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসার কোন লক্ষণ নেই, তবে টকটকে লাল হয়ে উঠেছে চোখ দুটো। সাহস সঞ্চয় করতে বিশ সেকেন্ড সময় লাগল ওর, তারপর মুখ খুলে জিভ পরীক্ষা করতে পারল।

জিভটা মাত্র দুই কি তিন সেকেন্ড দেখে চোখ বুজে ফেলল। লাল হয়ে আছে ওটা, সামান্য ফুলেছে বলেও মনে হলো। উদভ্রান্ত, দিশেহারা লাগছে নিজেকে। ভাবল, এই টয়লেটে লুকিয়ে থাকি, মারা যাই নিভৃতে। পরমুহূর্তে মনের গহীনে নিজের প্রতি একটা রাগও মাথাচাড়া দিল—এখন শুধু নিজের কথা ভাবলে চলবে না তোমার! সারাটা জীবন ধরে তোমার সমস্ত কর্মকাণ্ড যদি কিছু প্রমাণ করে থাকে, তা হলো, তুমি আর দশজনের মত নও। এক অর্থে সমাজ ও দেশের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ তুমি; আরও বড়

অর্থে সভ্যতা আর মানবকল্যাণের একজন একনিষ্ঠ সেবক। তুমি ত্যাগী, সাহসী আর বিবেকবান পুরুষ; তুমি মৃত্যুকে ভয় পাও না প্রতিভা—তোমাকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

টয়লেট থেকে বেরিয়ে এল শান্ত ও গম্ভীর একজন মানুষ। টাওয়েলের আসার অপেক্ষায় থাকল না, কারণ তাতে সময় নষ্ট হবে। আরও অনেকগুলো কারে তল্লাশী চালানো বাকি।

ব্যাগেজ কারটা ভেতর থেকে বন্ধ দেখল রানা। দরজায় কান ঠেকাল, ভেতর থেকে অস্পষ্ট কিছু আওয়াজ আসছে, কিন্তু কিসের আওয়াজ বোঝা যাচ্ছে না। নাকি ট্রেন দুলছে, এ তারই শব্দ? সিদ্ধান্ত নিল কনডাকটারদের কাউকে দেখতে পেলে ব্যাগেজ কারের দরজা খুলে ভেতরটা দেখতে বলবে। এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না।

গায়ে জ্বর নেই, তবে ঘামছে ও। হাতঘড়ি দেখল। আর মাত্র বারো মিনিট সময় আছে, এর মধ্যে দানুকে খুঁজে বের করতে হবে। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল।

ব্যাগেজ কার হবু বাগদত্তার সঙ্গে মিলিত হবার আদর্শ জায়গা, এরিকাকে নিয়ে আবার চলে এসেছে কার্লসন। সাবধানের মার নেই ভেবে ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে এরিকা।

এবার ওরা সঙ্গে করে একটা কম্বল এনেছে। সারি সারি বাক্সের মাঝখানে ফাঁকা একটা জায়গা পেয়ে কম্বলটা বিছিয়েছে কার্লসন, এরিকাকে টান দিয়ে শুইয়েও ফেলেছে।

আবেশে চোখ বুজল এরিকা। কতক্ষণ পর বলতে পারবে না, আবার যখন চোখ খুলল, বীভৎস একটা দৃশ্য দেখে চমকে উঠল সে। একটা বাক্সের আড়ালে আংশিক লুকিয়ে রয়েছে দানু, দেয়ালের গায়ে হেলান দেয়া হলুদ কাঠের একটা তক্তার মত লাগছে দেখতে। গোটা মুখ ফুলে আকারে দ্বিগুণ হয়ে গেছে, চোখ দুটো প্রায় ঝুলে পড়েছে কোটরের বাইরে, সেগুলো থেকে টপ টপ

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

করে রক্ত ঝরছে। ফোলা জিভটা মুখের বাইরে দু'ইঞ্চি বেরিয়ে পড়েছে। সেটা থেকেও রক্ত ঝরছে।

কার্লসন পিছন ফিরে শুয়ে থাকায় দানুকে দেখতে পাচ্ছে না। এরিকা আতঙ্কে চিৎকার করতে গেল। এগিয়ে এসে উবু হয়ে বসল দানু, একটা হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল এরিকার মুখ, তাকিয়ে আছে করুণ আবেদন ভরা দৃষ্টিতে।

কার্লসন ঝট করে পাশে তাকাল। দানুকে দেখে আঁতকে উঠল সে। আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তির বশে দানুর হাতটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল এরিকা। বসে বসেই পিছিয়ে গেল দানু। লাফ দিয়ে সিধে হলো কার্লসন, ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গি নিয়ে তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে ঢলে পড়ল দানু।

বীভৎস শরীরটার দিকে বোবা বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল ওরা। এরিকা দেখল ওর কামড়ে দানুর হাতের মাংস উঠে এসেছে। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে নিজের মুখ মুছল সে, হাতটা চোখের সামনে আনতেই আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল গলা চিরে। দানুর চামড়া ও মাংস লেগে রয়েছে সেখানে।

জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে পড়ে রয়েছে দানু। বেতের ঝুড়ি থেকে নেমে এসে তার পাশে দাঁড়াল অ্যাটম, পা দিয়ে আঁচড়াচ্ছে দানুকে, যেন ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করছে। কুঁই কুঁই করে ডাকছে কুকুরটা। সে বুঝতে পারছে, দানুর সাহায্য দরকার।

আয়নার সামনে বসে চুলে চিরুনি চালাচ্ছে ভেনাস। 'পাঁচটা পঁয়ত্রিশ। আমার কি আরেকবার অ্যাটমকে দেখে আসা উচিত?'

বিছানায় শুয়ে [illegible] ম্যাগাজিনের অস্ট্রেলিয়ান সংস্করণ পড়ছে নেলসন। ট্রেনে ওঠার পর এই প্রথম তাকে ব্যায়াম করতে দেখছে না ভেনাস। 'অ্যাটমকে দেখতে না গিয়ে তুমি বরং একজন ডাক্তারকে খুঁজে বের করো। তোমার চোখ উঠছে। রোগটা

ছোঁয়াচে, ভেনাস।'

কলেজ স্টুডেন্টদের কমপার্টমেন্টে মিলিত হলো ওরা। সন্দেশা আর হাসান আগেই পৌঁছেছে, তারপর চেলসি, সবশেষে রানা। এরিকা দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে, কার্লসন ব্যাখ্যা করছে ব্যাগেজ কারে কি দেখেছে তারা।

ব্যাগেজ কার থেকে বেরিয়ে এল ভেনাস, চেহারায় উদ্বেগ। বেরিয়েই দেখতে পেল রানা ও চেলসি ছুটে আসছে তার দিকে, পিছনে আরও কয়েকজন। সবাইকে খুব ভীত-সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে।

রানার দিকে ফিরল চেলসি। 'ব্যাগেজ কারের দরজায় তো অবশ্যই তালা দেয়া থাকবে, তাই না? কিন্তু খোলা কেন?'

গার্ডের দিকে চোরা চোখে তাকাল ভেনাস। টাওয়েলও চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল। এই সময় ব্যাগেজ কারের ভেতর থেকে গোঙানির আওয়াজ ভেসে এল।

'সাবধান!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'কেউ ভেতরে ঢুকবেন না!' আধ-খোলা দরজা দিয়ে একা ঢুকল ও, ঢুকেই বন্ধ করে দিল। ভেতরে আলো জ্বলছে, দানুকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখল। সাহায্যের প্রত্যাশায় করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে—এই সাহায্য রানার কাছে চাইছে না, তার প্রার্থনা নিয়তি বা ঈশ্বরের কাছে—কষ্ট না দিয়ে এবার মরণ দাও, প্রভু!

'তুমি ইব্রাহিম দানু,' বলল রানা। 'তোমার কাছে বি-টু-নেগেটিভ ভাইরাসের ফর্মুলা আছে—ফ্লপি ডিস্কে। কোথায় সেটা?' জানে নিজেও সংক্রমিত হয়েছে, কাজেই সাবধান না হলেও চলে ওর, বসেছে দানুর পাশে হাঁটু গেড়ে।

কথা বলার চেষ্টা করল দানু, পারল না। মুখ খুলতেই হড়হড় করে রক্ত বেরিয়ে এল। কল্পনার চোখে নিজেরও ঠিক এই অবস্থা চাক্ষুষ করল রানা। কথা বলতে না পেরে দানু শুধু মাথা নাড়ল।

animsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

'তুমি এখনও বেঁচে আছ,' জরুরী তাগাদার সুরে বলল রানা। 'ফ্লপি ডিস্কটা পেলে ভাইরাসের প্রতিষেধক তৈরি করা সম্ভব। তুমি বাঁচবে, আমরা সবাই বেঁচে যাব···'

এবার প্রবল বেগে মাথা নাড়ল দানু।

'প্লীজ, প্লীজ, প্লীজ!' মিনতি করছে রানা। 'আমরা জানি ডিস্কটা তুমি চুরি করেছ। এই ট্রেনে বারোশো যাত্রী আমরা, প্রতিষেধক তৈরি করা না গেলে কেউ বাঁচব না। আর রোগটা যদি বাইরে ছড়িয়ে পড়ে···'

মাথাটা একপাশে কাত হয়ে গেল, আবার জ্ঞান হারিয়েছে দানু।

'স্টুয়ার্ড!' কর্কশ স্বরে চিৎকার করল রানা। তারপর মনে পড়ল, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ছুটে এসে দরজা খুলল। 'স্টুয়ার্ড! জেনারেল মার্শালকে কল করো।'

করিডরে বাকি সবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্টুয়ার্ড। হাতঘড়ি দেখল সে। 'স্যার, নির্দিষ্ট সময় পার হতে আর মাত্র এক মিনিট বাকি!'

'কল হিম!' খেঁকিয়ে উঠল রানা। ঘুরে ব্যাগেজ কারের ভেতর দিকে চলে এল আবার। এই প্রথম কুকুরটাকে দেখতে পেল ও। অ্যাটম থরথর করে কাঁপছে, বেরিয়ে আসা জিভ থেকে টপ টপ করে রক্ত ঝরছে।

দানুকে সার্চ করল রানা। পকেটে প্রচুর টাকা পাওয়া গেল। পাসপোর্ট, আইডি ইত্যাদি সবই আছে। কিন্তু ফ্লপি ডিস্কটা নেই। মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। ডিস্কটা না পেলে কেউ ওরা বাঁচবে না। দানু এখানেই কোথাও লুকিয়ে রাখেনি তো? সার্চ করা দরকার। কোত্থেকে শুরু করবে ও?

মেগাডেথ প্রিভেনশন কমিটির পাঠানো সামরিক হেলিকপ্টার ট্রেনের মাথার ওপর চলে এসেছে। ট্রেন থেকে সঙ্কেত দিলেই

একটা বাস্কেট সহ রশির মই নেমে আসবে, ফ্লপি ডিস্কটা ফেলে দিতে হবে তাতে।

স্টুয়ার্ড হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল। 'স্যার, মি. রানা, জেনারেল লাইনে রয়েছেন, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান!'

ব্যাগেজ কার থেকে বেরিয়ে এসে পোস্টাল কমিউনিকেশন কার-এর দিকে ছুটল রানা। প্রতিটি করিডরে প্রচণ্ড ভিড়, রীতিমত মারামারি করে এগোতে হচ্ছে ওকে। একজন কনডাকটার কাঁদতে কাঁদতে পিছু নিল, বলছে, 'স্যার, সেকেন্ড-ক্লাসের একটা কমপার্টমেন্টের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল, ডাকাডাকি করেও কারও সাড়া পাইনি। স্পেয়ার কী দিয়ে তালা খুলেছি। ভেতরে বিশজন প্যাসেঞ্জার ছিলেন, সবাই বুড়ো মানুষ···স্যার, একজনও বেঁচে নেই। চামড়া ফেটে রক্ত বেরিয়ে মারা গেছে সবাই···'

রানার কান্না পাচ্ছে না। শোক, আতঙ্ক, বা রাগ, কোন অনুভূতিই নেই। শুধু একটা কর্তব্য বোধ ওকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। কাঁধে একটা হাত পড়ল, তাকিয়ে দেখে হাসান।

'মাসুদ ভাই, মিসেস ভৌমিক মারা গেছেন,' বলল সে। 'সন্দেশা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, আমি ওর কাছে যাচ্ছি। পিছনের ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

রেডিও-টেলিফোনে জেনারেল বললেন, 'আপনাদের জন্যে একটা সুখবর আছে, মি. রানা। আপনি শুধু যে-কোনভাবে ওদেরকে শান্ত রাখুন, তাহলেই সবাইকে বাঁচানো যাবে। আমি জানি প্যাসেঞ্জাররা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। আমার তরফ থেকে তাদেরকে আপনি আশ্বাস দিন, জেনেভাতে নয়, প্রতিষেধকটা আরও কাছাকাছি একটা শহরে তৈরি করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। জেনেভা থেকে ট্রেন এখন অনেক দূরে চলে গেছে, প্রতিষেধক তৈরি করার পর ট্রেনে পৌঁছে দিতে অনেক সময় লেগে যাবে। প্যারিসেই ল্যাব ফ্যাসিলিটি পেয়ে গেছি আমরা, সেখানেই প্রতিষেধক তৈরির কাজ

anmsuman@yahoo.com
www.murchona.com

পুরোদমে চলছে।'

'ফ্লপি ডিস্কটা দানুর কাছে পাওয়া যায়নি,' বাধা দিয়ে বলল রানা।

'হোয়াট!' জেনারেল যেন বিষম খেলেন। 'মি. রানা, তাকে আপনি ইন্টারোগেট করুন!'

'তার আগে আমার বোধহয় উচিত আপনাকে ইন্টারোগেট করা,' কর্কশ সুরে বলল রানা।

'মানে?' থতমত খেয়ে গেলেন জেনারেল।

'ফর্মুলা পেলেই যদি প্রতিষেধক তৈরি করা সম্ভব, সেটা আপনারা ফ্যাক্স করে আমেরিকা থেকে আনিয়ে নেননি কেন?' প্রশ্নটা দেরিতে হলেও মনে পড়েছে রানার।

পেন্টাগন থেকে যোগ্য লোককেই মেগাডেথ প্রিভেনশন কমিটির প্রধান করে পাঠানো হয়েছে, সন্দেহ নেই; জবাব দিতে এক মুহূর্তও দেরি করলেন না লী মার্শাল, 'এতক্ষণ তাহলে কি বললাম? প্যারিসে ল্যাব ফ্যাসিলিটি পেয়ে গেছি, সেখানেই প্রতিষেধক তৈরির কাজ চলছে। আপনাকে যখন দানুর কাছ থেকে ফ্লপি ডিস্ক উদ্ধার করতে বললাম, তার আগেই ফ্যাক্স করে আমেরিকা থেকে ফর্মুলাটা আনিয়ে নিয়েছি আমরা।'

'তাহলে সময় বেঁধে দিয়ে হেলিকপ্টার পাঠানোর নাটক করার কি দরকার ছিল?' রানা সন্দেহ-মুক্ত হতে পারছে না।

খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জেনারেল মার্শাল। 'আপনি একজন এসপিওনাজ এজেন্ট, মি. রানা। একমাত্র সুপার পাওয়ার যুক্তরাষ্ট্রের একটা ডিফেন্স প্রজেক্টে কত রকমের কনফিডেনশিয়াল ইনফরমেশন থাকতে পারে, আপনাকে তা ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। দানুর চুরি করা ফ্লপি ডিস্কটা আমরা চাইছি, তার কারণ ওটায় শুধু প্রতিষেধকের ফর্মুলা নয়, বি-টু-নেগেটিভ তৈরির ফর্মুলাও আছে। স্বভাবতই আমরা চাই না, বিশেষ করে ভাইরাস তৈরির ফর্মুলাটা

অন্য কোন রাষ্ট্রের হাতে পড়ুক।'

যুক্তিটার মধ্যে সত্যতা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু রানা পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারছে না। 'আপনি তাহলে বলছেন প্রতিষেধক তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে? কতক্ষণ আগে শুরু হয়েছে? শেষ হতে কতক্ষণ লাগবে?'

'কাজটা শুরু হয়েছে দু'ঘণ্টা আগে। শেষ হতে আরও দু'ঘণ্টা বা আড়াই ঘণ্টা লাগবে,' বললেন জেনারেল। 'ইতিমধ্যে আপনি আরও তল্লাশী চালান, খুঁজে বের করুন ফ্লপি ডিস্কটা।'

'সেটা পেলেই বা লাভ কি এখন?' রানার সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। 'আপনিই তো বলেছেন নির্দিষ্ট একটা সময়ের পর ডিস্কটায় কিছুই থাকবে না, সব মুছে যাবে।'

হেসে ফেললেন জেনারেল। 'ওই যে বললাম, কনফিডেনশিয়াল ইনফরমেশন! মাফ করবেন, মি. রানা। বাধ্য হয়েই আপনাকে ভুল তথ্য দিয়েছিলাম, আপনি যাতে ডিস্কটা খোঁজার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। সত্যি আমি দুঃখিত, স্যার। দানুর চুরি করা ডিস্ক এখনও আমাদের দরকার। বিশ্বাস করুন, স্যার, ওটা দশ হাজার পারমাণবিক বোমার চেয়েও বিপজ্জনক।'

একজন জেনারেল ওকে 'স্যার স্যার' করছে, ব্যাপারটা রানার ভাল ঠেকল না। 'আচ্ছা, জেনারেল মার্শাল, একটা সত্যি কথা বলুন তো আমাকে। দানু আসলে কি চুরি করেছে? বি-টু-নেগেটিভের ফর্মুলা, নাকি এমথ্রীএক্স-এর ফর্মুলা?'

অপরপ্রান্তে বোবা হয়ে গেলেন জেনারেল।

'জেনারেল?' রানার গলা কঠিন ও কর্কশ।

জবাব না দিয়ে আরও কঠিন সুরে পাল্টা প্রশ্ন করলেন জেনারেল, 'এমথ্রীএক্স? এমথ্রীএক্স-এর কথা আপনি কিভাবে জানলেন?'

'কনফিডেনশিয়াল ইনফরমেশন!' বলল রানা। 'আমার প্রশ্নের জবাব দিন। ওটা কি এমথ্রীএক্স?'

'আমি অত্যন্ত নার্ভাস ও বিচলিত বোধ করছি, মি. রানা,' বললেন জেনারেল। 'এমথ্রীএক্স সম্পর্কে সারা দুনিয়ায় মাত্র বিশজন লোক জানে। আপনার তো কোনভাবেই তা জানার কথা নয়।'

'আমি এ-ও জানি যে এমথ্রীএক্স আপনারা তৈরি করেছেন ঠিকই, কিন্তু তার প্রতিশেধক তৈরি করতে পারেননি,' বলল রানা। 'এখনও সময় আছে, জেনারেল। দানু যদি এমথ্রীএক্সে সংক্রমিত হয়ে থাকে, কথাটা স্বীকার করুন–প্লীজ। কারণ আমি এমন একটা ল্যাবের কথাও জানি, যেখানে এমথ্রীএক্স-এর প্রতিষেধক তৈরি করা হয়েছে–প্রচুর পরিমাণে।'

মনে মনে তিক্ত হাসি হাসলেন জেনারেল, তাঁর ধারণা রানা প্রলাপ বকছে। যেখানে এমথ্রীএক্স-এর অস্তিত্ব সম্পর্কেই কারও কিছু জানার কথা নয়, সেখানে ওটার প্রতিষেধক তৈরির প্রশ্ন ওঠে কিভাবে? দ্রুত চিন্তা করে তিনি উপসংহারে পৌঁছুলেন–সিআইএ, পেন্টাগন, এমন কি হোয়াইট হাউসেও মাসুদ রানার বন্ধু আছে, তাদের কেউ নিজের অজান্তে তথ্যটা ফাঁস করে থাকতে পারে। একমাত্র এভাবেই তাঁর পক্ষে এই ভাইরাসের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা সম্ভব। কিন্তু প্রতিষেধকের কথা যেটা বলছেন, সেটা নির্জলা মিথ্যে। এখন যদি তিনি স্বীকার করেন দানু এমথ্রীএক্সে সংক্রমিত হয়েছে, মাসুদ রানা নিশ্চিত হয়ে যাবেন যে ভাইরাসটার সংক্রমণ ঠেকাবার জন্যে বারোজন যাত্রীকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছেন।

'জেনারেল, প্লীজ!' জরুরী তাগাদার সুরে মিনতি জানাল রানা।

'ট্রেনটায় নাটোর সবগুলো দেশের নাগরিক আছে,' জবাব দিলেন জেনারেল। 'শুধু আমেরিকানই আছে তিনশোর মত। আপনার মনে এই সন্দেহ কেন জাগবে যে আপনাদের সবাইকে আমরা মেরে ফেলাতে চাইছি? আপনি যদি বলেন যে এমথ্রীএক্স-

এর প্রতিষেধক আছে, কি কারণে আমরা সেটা ব্যবহার করতে চাইব না? না, মি. রানা, ইব্রাহিম দানু এমথ্রীএক্স ভাইরাসে আক্রান্ত হয়নি। সে বি-টু-নেগেটিভ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে, এবং দুই থেকে আড়াই ঘণ্টার মধ্যে বিলি করার জন্যে প্রতিষেধকও তৈরি হয়ে যাবে।'

রানা বলল, 'আমি আবার বলছি, এমথ্রীএক্স-এর প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে।'

'হলে ভাল কথা। এ-ব্যাপারে পরে আপনার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। কিন্তু আমাদের এখনকার সমস্যা ভিন্ন। ডিস্কটা যদি ট্রেনে থাকে, ওটা আপনি খুঁজে বের করুন, প্লীজ। ভাল কথা, মার্কিন সরকার একটা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, অবশ্যই আমার মাধ্যমে–ডিস্কটা যে খুঁজে দিতে পারবে তাকে বিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেয়া হবে, কোন ট্যাক্স কাটা হবে না।'

'মৃত একজন মানুষ বিশ বিলিয়ন ডলার পেলেই বা কি লাভ, জেনারেল?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি, আমিও সংক্রমিত হয়েছি। এরইমধ্যে মারা গেছে অন্তত ত্রিশজন। সংক্রমিত হয়েছে তিনশো বা তারও বেশি। রোগটা দ্রুত ছড়াচ্ছে। জেনারেল, এখনও সময় আছে...'

'ওহ্ গড! আপনিও সংক্রমিত হয়েছেন?'

রানা অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল, 'আপনাদের কমিউনিকেশন ফ্যাসিলিটির রেঞ্জ কতটুকু? আপনারা আমাকে হোয়াইট হাউসের লাইন পাইয়ে দিতে পারেন?'

'দুঃখিত, মি. রানা, এখান থেকে তা সম্ভব নয়।' যোগাযোগ হঠাৎ করেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সম্ভবত যান্ত্রিক কোন ত্রুটিই দায়ী।

পাঁচ

অকস্মাৎ দীর্ঘ একটা টানেলে ঢোকায় গোটা ট্রেন অন্ধকার হয়ে গেল।

একটু পরই অবশ্য সার্ভিস লাইট জ্বলে উঠল। প্রিস্টের কমপার্টমেন্টে প্রায় সবাই ঝিমাচ্ছে। সে দরদর করে ঘামছে, কান পেতে শুনছে করিডর থেকে ভেসে আসা প্যাসেঞ্জারদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। এরইমধ্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, প্যারিসেও ট্রেন থামবে না।

'এর কোন মানে হয় না! প্যারিসে আমার জরুরী মীটিং আছে!'

'আসলে ঘটছেটা কি?'

'শান্ত হন, শান্ত হন...'

মাথার ওপর র‍্যাক থেকে নিজের সুটকেসটা নামাচ্ছে প্রিস্ট, আলখেল্লার ঢোলা আস্তিন কনুইয়ের ওপরে সরে এল। তার পেশীবহুল বাহুতে উলকি আঁকা—নগ্ন এক নারী। হঠাৎ ব্যাপারটা খেয়াল করল সে, তাড়াতাড়ি র‍্যাক থেকে হাতটা নামিয়ে দ্রুত চারদিকে চোখ বোলাল। একা শুধু ডোনা তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, আর কেউ জেগে নেই। চোখাচোখি হতে মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল মেয়েটা, তারপর ঘুমের ভান করে চোখ বুজল।

চোখ বুজেই বিড়বিড় করছে ক্রাইচেক, 'ব্যাসেল হোক বা

প্যারিস, কি আসে যায়।'

'কি আসে যায় মানে? ব্যাসেলে আমার জরুরী কাজ ছিল,' চোখ খুলে ফোঁস করে উঠল ফগেল।

'শেক্সপীয়ার একবার বলেছিলেন, অল দা ওয়ার্ল্ড ইজ অ্যান অয়স্টার,' বলল ক্রাইচেক। 'মানে দুনিয়াটা ঝিনুক।' এক মুহূর্ত পর আবার বলল, 'তবে যদি আমার অভিমত জানতে চাও, দোস্ত, ওটার বাইরে থাকার চেয়ে ভেতরে থাকাই ভাল।'

ক্রাইচেকের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ফগেল। 'তোমার পেশা কি শুধু টুরিস্টদের কাছে ঘড়ি বিক্রি করা?' জানতে চাইল সে।

'বিক্রি হয় এমন সব জিনিসই আমি বিক্রি করি,' বলল ক্রাইচেক, তার বিষণ্ন ও নির্লিপ্ত চোখ আধবোজা। 'এমন কি মৃত মানুষদের আত্মার জন্যে প্রার্থনাও করি আমি—ফী নিয়ে।' চোখ বুজল সে, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

আরও তিনজন ডাক্তারকে পাওয়া গেল। সবাইকে নিয়ে কমিউনিকেশন কারে মীটিঙে বসল রানা। কনডাকটার আর স্টুয়ার্ডরাও থাকল, তবে শুধু মীটিঙের প্রথম পর্যায়ে। সন্দেশা, হাসান, ভেলাসের বয়ফ্রেন্ড নেলসন আর সুইডিশ আমেরিকান স্টুডেন্টদের কয়েকজনকেও ডাকা হলো। আরও ডাকা হলো আমেরিকান সৈনিকদের পুরো দলটাকে, যদিও তারা কেউ সশস্ত্র নয়—ছুটি কাটাতে স্টকহোম যাচ্ছে।

রানার অনুরোধে প্রথমে বক্তব্য রাখলেন জার্মান ডাক্তার মুলার। কি বলতে হবে আগেই তাঁকে জানিয়ে দিয়েছে রানা। তিনি সংক্ষেপে জানালেন, প্যাসেঞ্জারদের বোঝাতে হবে ছোঁয়াচে একটা ফ্লু গোটা ট্রেনে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ছড়াবার গতি ঠেকাবার একমাত্র উপায় হলো মেলামেশা না করা অর্থাৎ যতটা সম্ভব ছোঁয়াছুঁয়ি এড়িয়ে থাকা। এক ধরনের কারফিউ জারি করার

পরামর্শ দিলেন তিনি, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কমপার্টমেন্ট থেকে কেউ যেন বাইরে না বেরোয়। আশ্বাস দিলেন, এই 'ফ্লু'-র প্রতিষেধক আছে, এরইমধ্যে সেটা ট্রেনে আনার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সবশেষে বললেন 'কিছু' মানুষ মারা গেছে ঠিকই, কিন্তু তার জন্যে এই ফ্লু দায়ী কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। ফুড পয়জনিংও দায়ী হতে পারে। কনডাকটার আর স্টুয়ার্ডদের পরামর্শ দেয়া হলো, অন্তত দুটো কমপার্টমেন্ট খালি করে লাশ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। লাশ স্থানান্তরের কাজটা তদারক করবেন দু'জন ডাক্তার।

কনডাকটার আর স্টুয়ার্ডরা চলে যাবার পর রানা বক্তব্য রাখল। প্রথমেই ব্যাখ্যা করল, প্যাসেঞ্জারদের কাউকে কেন ট্রেন থেকে নামতে দেয়া যাবে না। মার্কিন সৈনিকরা সব মিলিয়ে বাইশজন, তাদেরকে করিডর পাহারা দেয়ার দায়িত্ব নিতে বলল ও, একটা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্য হিসেবে কাজ করবে। তাদের একজন মুখপাত্র উত্তরে বলল, পাহারা দিতে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু সঙ্গে অস্ত্র না থাকায় আতঙ্কিত প্যাসেঞ্জাররা খেপে উঠলে কিছুই তাদের করার থাকবে না।

কথাটায় যুক্তি আছে। সে থামতে চেলসি বলল, 'ট্রেনের পিছনে নতুন যে কারটা জোড়া লাগানো হয়েছে তাতে সশস্ত্র সিকিউরিটি আছে, তাদেরকে ডাকা হোক।'

চেলসিকে নিয়ে ট্রেনের পিছন দিকে চলে এল রানা। জানালা দিয়ে বাইরে মুখ বের করে সিকিউরিটি পুলিসদের ডাকা হলো। একজন সার্জেন্টের সঙ্গে কথা বলল রানা। ওর প্রস্তাব শুনে কর্কশ সুরে সে জানাল, 'আমাদের ওপর নির্দেশ আছে সিকিউরিটি কার থেকে মূল ট্রেনের কোন কামরায় যাওয়া যাবে না।'

রানা জানতে চাইল, 'তাহলে তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে কেন?'

সার্জেন্টের পরিষ্কার জবাব, 'সিকিউরিটি কার থেকে আমরা

ট্রেনের দু'পাশে লক্ষ রাখছি, আমাদের ওপর নির্দেশ আছে ট্রেন থেকে কাউকে নামতে দেখলেই গুলি করে ফেলে দিতে হবে।'

'এই নির্দেশ কে দিয়েছে তোমাদের?'

'জেনারেল লী মার্শাল, মেগাডেথ প্রিভেনশন কমিটির চেয়ারম্যান।'

হতাশ হয়ে ফিরে এল ওরা। পরিস্থিতি যে কতটা ভয়াবহ, মীটিঙে উপস্থিত সবাইকে তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হলো না। তবে রানার সঙ্গে সবাই একমত হলো, সাধারণ প্যাসেঞ্জারদের শান্ত রাখার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছুই করতে হবে। কোনভাবেই তাদেরকে আতঙ্কিত বা উন্মত্ত হতে দেয়া যাবে না। স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা বাড়াতে বলল রানা, বুদ্ধি দিল যে-সব প্যাসেঞ্জারের কাছে ব্যক্তিগত ফায়ার আর্মস আছে সেগুলো কৌশলে হাতিয়ে নিতে হবে।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা মায়ের মৃত্যুশোক ম্লান করে দিয়েছে, হাসানকে নিয়ে করিডরে পাহারা দিতে রাজি হয়ে গেল সন্দেশা। স্টুয়ার্ড টাওয়েলকে নিয়ে হাসান ফিরে এল মীটিঙে, তারা জানাল দু'জন ডাক্তার লাশ স্থানান্তর করার কাজ তদারক করছেন। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত মারা গেছে পঞ্চাশ জন। ক'জন সংক্রমিত হয়েছে বলা কঠিন, তবে পাঁচশোর কম হবে না।

রানার কানে ফিসফিস করল চেলসি, 'আমার জিভও ফুলছে!'

হাসান বলল, 'অভিনেত্রী ভেনাস ডেভনপোর্টের কুকুর অ্যাটমও মারা গেছে। ওটাকেও লাশগুলোর সঙ্গে একটা কমপার্টমেন্টে রাখা হয়েছে।'

একজন কনডাকটার ছুটে এসে খবর দিল, 'স্যার, মি. রানা, রেডিও-টেলিফোনের যান্ত্রিক ত্রুটি সেরে গেছে, জেনারেল মার্শাল আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'ভাইরাসের সায়েন্টিফিক নাম—প্যাস্টারেলা পেসটিস ব্যাসিলাই,'

amusumon@yahoo.com www.murchona.com

বললেন জেনারেল। 'একটা ভাইরাস দু'ঘণ্টায় এক মিলিয়ন ভাইরাসের জন্ম দেয়। চার ঘণ্টায় তৈরি হয় এক মিলিয়ন ভাইরাস কলোনি। এভাবে শুধু বাড়তেই থাকে...'

পাশে চেলসি, রানা জানতে চাইল, 'একজন মানুষকে মেরে ফেলতে কত ভাইরাস দরকার?'

'এর উত্তর দেয়া সম্ভব নয়, দুঃখিত,' বললেন জেনারেল। 'দু'ঘণ্টায় দশ লাখ ভাইরাস তৈরি হয়, হিসাব করে দেখুন দশ সেকেন্ডে ক'টা ভাইরাস তৈরি হবে। এ-কথা এ-জন্য বলছি যে পরীক্ষায় দেখা গেছে সংক্রমিত একজন মানুষ দশ সেকেন্ডের মধ্যেও মারা যেতে পারে। তবে আটচল্লিশ ঘণ্টা বেঁচে থাকার রেকর্ডও আছে।'

'প্রতিষেধক তৈরির কাজ কত দূর এগোল?' জানতে চাইল রানা। 'পরিমাণ সম্পর্কেও বলুন আমাকে। ধরুন দুর্ঘটনাবশত ট্রেনের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ল ভাইরাসটা, তখন কি হবে?'

'দ্রুত কাজ চলছে, মি. রানা,' আশ্বাস দিলেন জেনারেল। 'কেউ এখানে আমরা বসে নেই। তৈরিও হচ্ছে কয়েকটা ল্যাবে, প্রচুর। কিন্তু প্রতিষেধক তৈরি হবার আগে আরও কাজ শেষ করতে হবে আমাদের। আর সেজন্যে আপনার পূর্ণ সহযোগিতা চাই।'

'বলুন কি করতে হবে আমাকে।'

'প্রথম কাজ,' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন জেনারেল, 'এক্সপ্রেস ট্রেনটা সীল করে দেব।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল রানা, 'জেনারেল, ট্রেন সীল করা আর যাত্রীদের নিয়তি সীল করা একই কথা। ট্রেনের পরিবেশ এমনিতেই দূষিত হয়ে পড়ছে। সাধারণ একটা ফ্লু এখানে সবাইকে মেরে ফেলতে পারে। আমি সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছি সবার প্রাণ বাঁচানোর শর্তে।'

রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে চেলসি। জীবন-মৃত্যু

নিয়ে এক হাজার নাটক চাক্ষুষ করেছে সে, সে-সব নাটকে বহুবার তার নিজের জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি। তার জীবনে এমন এক অবিশ্বাস্য পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে, যে কিনা নিজে সংক্রমিত হওয়া সত্ত্বেও একবারও নিজের কথা ভাবছে না, এমনকি শুধু বারোশো ট্রেন যাত্রীর কথাও ভাবছে না, প্রতিটি মহাদেশের সমস্ত মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা করছে।

'আপনি বলছেন দশ সেকেন্ড থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু অবধারিত,' বলল রানা। 'এর অর্থ হলো, প্রতিষেধক পেতে যত দেরি হবে তত বেশি লোক মারা যাব আমরা। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এমন একটা পরিস্থিতি যে-কোন মুহূর্তে সৃষ্টি হবে যখন আমরা প্যাসেঞ্জারকে সামলে রাখতে পারব না, তারা দরজা-জানালা ভেঙে বাইরে লাফিয়ে পড়বে—আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টায়। ভেবে দেখেছেন, তখন কি হবে?'

'তখন এক বিলিয়ন মানুষ মারা যাবে,' বললেন জেনারেল। 'শুধু ইউরোপেই। সেজন্যেই তো বলছি, প্রথম কাজ ট্রেনটাকে সীল করে দেয়া।'

'এর মানে হলো নিজেদের প্রাণ আপনাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হচ্ছি আমরা,' অসহায় রাগে চিৎকার করছে রানা। 'আপনারা ট্রেন থামিয়ে আমাদের সবাইকে কোয়ারানটিনে পাঠাচ্ছেন না কেন?'

'তাই তো পাঠাব, গন্তব্যে পৌঁছানোর পর।'

'আমাকে বলবেন, আমাদেরকে কোন জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?'

পাশে দাঁড়ানো পাফ এরিকসনের দিকে দ্রুত একবার তাকালেন জেনারেল। পাফ নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন। 'আপনাকে যথাসময়ে ইনফর্ম করা হবে, কথা দিচ্ছি, মি. রানা। আবার বলছি, চিন্তার কোন কারণ নেই। যারা মারা গেছে তাদের জন্যে সত্যি

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

আমরা দুঃখিত। হয়তো আরও কিছু লোককে আমরা বাঁচাতে পারব না। কিন্তু, ভেবে দেখুন, আপনার সহযোগিতা না পেলে এক বিলিয়ন মানুষকে নির্ঘাত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হবে। আমরা এ-ও জানি যে বারোশো লোককে সামলে রাখা সহজ কাজ নয়...'

রানার চোয়াল কঠিন হয়ে উঠল। 'মিলিয়ন-বিলিয়ন নিয়ে সমস্যা আগে দেখা দিক, তখন তাদের কথা ভাবা যাবে,' কঠিন সুরে বলল ও। 'এই মুহূর্তে আমি ট্রেন যাত্রীদের নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই। এদের নিরাপত্তার জন্যে যা কিছু করার আছে আমি করব। কিন্তু, জেনারেল, এ যাত্রায় আমি যদি বেঁচে যাই, প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপের জন্যে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে।'

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা।

ফার্স্ট-ক্লাস কার-এর করিডরে বেরিয়ে এসে দরজার গায়ে ফিট করা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ প্রিস্ট। চারদিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল আশপাশে কেউ নেই। চোখে-মুখে সন্ত্রস্ত ভাব, হাতের ছোট সুটকেসটার দিকে একবার তাকাল। জানালার কাঁচ ও নেট লাগানো ফ্রেম নিচু করে মাথা গলাল, ট্রেনের সামনের দিকটা দেখছে।

বাইরে আলো কমে আসছে, একটু পরই রাত নামবে। উত্তর ফ্রান্সের মাউবিউজে স্টেশনে পৌঁছুতে যাচ্ছে ট্রেন। স্টেশনের একদিকে প্ল্যাটফর্ম, সেটা প্রায় খালিই বলা চলে—মাত্র দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে, অপেক্ষা করছে ট্র্যান্সকন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেসের জন্য। তাদের মধ্যে একজনের চোখে সানগ্লাস, অপরজনের পরনে ধর্মযাজকের ঢোলা পোশাক।

প্ল্যাটফর্মে চারজন সশস্ত্র পুলিস এল, নিজেদের মধ্যে সমান দূরত্ব বজায় রেখে পজিশন নিল তারা। বাকি দু'জন লোক সতর্ক দৃষ্টি বিনিময় করল। বাতাসে হিম ভাব, নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাষ্প বেরুচ্ছে। ট্রেন আসার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, তবে এখনও দেখা

যাচ্ছে না।

হুইসেলের আওয়াজ ভেসে এল, লাইন পরিষ্কার রাখার নির্দেশ। পুলিস চারজন প্রায় একযোগে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল। অদূরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, লোক দু'জন সেদিকে পিছাতে শুরু করল।

অবশেষে দেখা গেল ট্রেনটাকে। তীরবেগে প্ল্যাটফর্মকে ছাড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, বিরতিহীন হুইসেল বাজিয়ে। গাড়ির কাছে পিছিয়ে যাওয়া লোক দু'জন হঠাৎ ট্রেনের জানালা দিয়ে মুখ বের করে থাকা প্রিস্টকে দেখতে পেল, আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ।

পুলিসরাও তাকে দেখল। হাত নেড়ে সঙ্কেত দিল, মাথা ভেতরে ঢোকাও। চিৎকার করে কিছু বলল প্রিস্ট, অসহায় ভঙ্গি করে হাতও নাড়ল। 'ট্রেন কোথাও থামছে না!'

লোক দু'জন পরস্পরের দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকল। হোলস্টারে পিস্তল গুঁজে প্ল্যাটফর্ম ত্যাগ করল পুলিসরা।

'চিন্তা করো না,' সানগ্লাস পরা লোকটা আশ্বাস দিল সঙ্গীকে। 'এই কাজে ওর অভিজ্ঞতা আছে। কোথাও না কোথাও নিরাপদেই নেমে পড়বে।'

টয়লেটে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল প্রিস্ট। দরদর করে ঘামছে সে। আলখেল্লার সামনের অংশ খুলে ভেতরে তাকাল। কোমরে কয়েকটা পলিথিনের প্যাকেট গোঁজা রয়েছে, ভেতরে সাদা পাউডার। সারা শরীরে পাঁচ কিলো হেরোইন বহন করছে সে, বাংলাদেশী টাকায় দাম হবে সাত কোটি টাকার বেশি তো কম নয়। একটা পলিথিনের মুখ খুলে এক চিমটি বের করল, নাকের কাছে তুলে সজোরে শ্বাস নিল, চোখ বুজে থাকল দু'সেকেন্ড। তারপর সুটকেস খুলে একটা ওয়েবল .৪৫ অটোমেটিক বের করল, গুঁজে রাখল আলখেল্লার ভেতর বেল্টে।

রাত নেমেছে। রেললাইনের পাশের আলোগুলো রকেটের বেগে

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

পিছিয়ে যাচ্ছে। নিজের কমপার্টমেন্টের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে রানা, চোখে সানগ্লাস, কপালে চিন্তার রেখা। কামরার আরেক প্রান্তে বসে রয়েছে চেলসি, কোলের ওপর খোলা একটা ক্যামেরা, ভেতরে ফিল্ম ভরছে।

প্রথম দফা মৃত্যু হানা দিয়েছিল প্রবল এক ঢেউয়ের মত, ষাটজনকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। সংক্রমণ থেমে থাকেনি, আরও দ্রুত ছড়িয়েছে, কিন্তু মৃত্যুর হার কমে গেছে। কারণটা আবিষ্কার করতে গবেষণা করতে হয়নি–ওই ষাটজনের রোগ-প্রতিরোধশক্তি ছিল খুবই কম, তারই মাসুল দিতে হয়েছে। তবে এই তথ্যে উৎফুল্ল হবার মত কিছু নেই। আকস্মিক মৃত্যুর দ্বিতীয় ঢেউটা যে-কোন মুহূর্তে আঘাত হানবে। আঘাতগুলো একের পর এক আসতেই থাকবে। সময়সীমা দশ সেকেন্ড থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা–কখন কে মারা যাবে কেউ বলতে পারে না। তবে একটা সময় আসবেই, যখন একজনও ওরা বেঁচে থাকবে না।

যদি না প্রতিষেধক পাওয়া যায়।

হেড কনডাকটার রানার নির্দেশে প্যাসেঞ্জারদেরকে কয়েকটা অনুরোধ করেছে–বিশেষ প্রয়োজন না হলে কমপার্টমেন্ট বা কার থেকে কেউ বেরুবেন না; প্রতিটি কমপার্টমেন্টে খাবার পৌঁছে দেবে স্টুয়ার্ডরা, ডাইনিং কারে ভিড় করার দরকার নেই; ডাক্তারদের একটা গ্রুপ ট্রেনে টহল দিচ্ছেন, কেউ অসুস্থ বোধ করলে স্টুয়ার্ড বা কনডাকটারকে জানালেই হবে, সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যাবেন তাঁরা। আগেই ঘোষণা করা হয়েছে, বিশেষ ধরনের একটা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে ট্রেনে, তবে তাতে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই, সবাই যাতে চিকিৎসা পায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

প্যাসেঞ্জারদের জানানো হয়নি কতজন মারা গেছে। আর মৃত্যুর হার হঠাৎ কমে যাওয়ায় পরিবেশে খানিকটা শান্ত ভাবও ফিরে এসেছে। তবে গোটা ট্রেন থেকেই মাঝে মধ্যে কান্না, বিলাপ আর আকস্মিক শোরগোলের আওয়াজ ভেসে আসছে। সন্তানকে

হারিয়ে বুক চাপড়ে কাঁদছে মায়েরা, মা-বাবার মৃত্যু দেখে সন্তানরা ফোঁপাচ্ছে।

খানিক পর আবার লাউডস্পীকার জ্যান্ত হয়ে উঠল। কনডাকটার জানাল, রাতে কোথাও থামছে না ট্রেন, থামবে একেবারে সেই কোপেনহেগেনে পৌঁছে–পরদিন দুপুর দুটো পনেরোয়। সেই সঙ্গে আশ্বাস দিয়ে এ-ও বলা হলো যে তার আগেই হেলিকপ্টার যোগে ট্রেনে পৌঁছে যাবে 'ফ্লু'-র প্রতিষেধক।

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা ভাঙল চেলসি, 'আমরা তাহলে সত্যি মারা যাচ্ছি?'

রানা জবাব দিল না।

'আপনি সাধারণ কোন মানুষ নন,' বিড়বিড় করল চেলসি, ভাবেনি রানা শুনতে পাবে।

ক্ষীণ, তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'যেহেতু আপনার মুখ থেকে শুনছি, প্রশংসা বলেই ধরে নেব।'

'প্রশংসা আর ফুল একই জিনিস। কিন্তু শীতকালে খুব একটা পাওয়া যায় না।'

খানিকটা আড়ষ্ট সুরে বায়রনের একটা পঙক্তি আওড়াল রানা, 'শীত বসন্তের জননী।'

কে বলেছে জানে না, হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় চেলসি বলল, 'শীতের এক মাইলকে দু'মাইলের মত লাগে। কিছু কিছু হৃদয় একটা শকও সহ্য করতে পারে না। এপ্রিল পর্যন্ত টেকে না।'

'হৃদয় মেরামত করা যায়। দু'একটা আমি নিজেই মেরামত করেছি।'

'ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেলে সেটাকে আর জোড়া লাগাবেন কিভাবে!'

কিছুক্ষণ আর কোন কথা হলো না। নিস্তব্ধতা ভাঙল রানাই। 'ভয় পাচ্ছেন?'

'পাওয়াই কি স্বাভাবিক নয়? অথচ পাচ্ছি না। কারণটা...থাক,

ahmsimon@yahoo.com www.murchona.com

বললে আপনি হাসবেন।

'মানুষের গভীর অনুভূতি নিয়ে সুস্থ কোন মানুষ হাসে না।'

'কেন ভয় পাচ্ছি না ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি,' বলল চেলসি। 'অনেক চিন্তা করে বের করেছি, আপনাকে দেখে এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটছে।'

তিক্ত হাসিটা আবার ফিরে এল ঠোঁটে, রানা বলল, 'কিন্তু কাউকে বাঁচাবার সাধ্য আমার নেই, এমনকি নিজেকেও নয়।' হাতটা বাড়িয়ে দিল। 'এখনও কিন্তু আমাদের পরিচয় হয়নি–আমি মাসুদ রানা।'

'অথচ তারপরও আপনি পুরোপুরি শান্ত। অথচ তারপরও আপনি সবার জন্যে সারাক্ষণ চিন্তা করছেন।' রানার বাড়ানো হাতটা ধরল চেলসি। 'আমি চেলসি মেয়র।'

হাত দুটো এক হয়ে থাকল। চেলসির চোখ রানার চোখ দুটোকে খুঁজে নিল। চুপচাপ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। অনেকক্ষণ পর চেলসি শুধু বলল, 'আপনাকে দেখে আমার বাঁচতে ইচ্ছে করছে।'

রানা উপলব্ধি করল, ওর বলার কিছু নেই।

মাঝরাত।

চুল আঁচড়ে শোয়ার প্রস্তুতি নিল চেলসি। তারপর বিছানায় শুয়ে অধীর অপেক্ষায় থাকল। আধ ঘণ্টা এ-পাশ ও-পাশ করে কাটাল, দরজায় নক হচ্ছে না। বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল সে, কান পাতল পাশের কমপার্টমেন্টের দেয়ালে। কোন শব্দ নেই। দুই কমপার্টমেন্টের মাঝখানের দরজার সামনে দাঁড়াল সে, হাত তুলল নক করার জন্যে। ব্যক্তিত্ব, লজ্জা, ভব্যতাবোধ, সব একসঙ্গে এসে বাধা হয়ে দাঁড়াল–ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়ল বিছানায়। তীব্রগতি ট্রেনের যান্ত্রিক গর্জনকে ছাপিয়ে মাঝে মধ্যে ভেসে আসছে শোকাকুল কোন নারী বা পুরুষের হাহাকার–প্রিয়জনকে

হারাবার ব্যথা সহ্য করতে পারছে না।

একটা ডায়েরীতে কলম চালাচ্ছে রানা, ট্রেনে ওঠার পর যা যা ঘটেছে সব লিখে রাখছে। একটানা এক ঘণ্টা লেখার পর হঠাৎ থেমে গেল হাত। কান পাতল। চেয়ার ছেড়ে চলে এল পাশের কমপার্টমেন্টের দরজার কাছে, কবাটে কান ঠেকাল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মাথা নাড়ল আপনমনে। ফিরে এসে আবার বসল টেবিলে, মন দিল লেখায়। মানুষের হাহাকার ও বিলাপধ্বনি অস্পষ্টভাবে কানে আসছে, তাদের শোক স্পর্শ করছে ওকে, থেকে থেকে মোচড় দিয়ে উঠছে বুকটা, কিন্তু নিজেকে কাঁদতে দিচ্ছে না।

আরও বিশ মিনিট পর বিছানা ছেড়ে আবার নামল চেলসি। এবার কোন রকম ইতস্তত না করে দরজায় নক করল সে। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে যাওয়ায় রীতিমত চমকে উঠল। কোন কথা হলো না, পরস্পরকে শক্ত আলিঙ্গনে বাঁধল ওরা। কান্নার দমকে চেলসির সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে।

ভোর চারটের দিকে মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটির সব সদস্যকে ঘুম থেকে জাগানো হলো। পাফ এরিকসনের পিছু নিয়ে কমান্ড সেন্টারে ঢুকলেন সবাই।

লিখিত একটা রিপোর্ট পড়ে সবাইকে শোনালেন জেনারেল লী মার্শাল। 'এমগী এক্স-এর প্রতিষেধক আছে, মি. মাসুদ রানার এই দাবি আমরা হালকাভাবে নিইনি। এ-ব্যাপারে ন্যাটোর অ্যান্টিডোট রিসার্চ সেন্টারের প্রধান বিজ্ঞানী জিম পোলাক হোয়াইটহেডকে প্রশ্ন করি আমরা। তিক্ত হেসে তিনি মন্তব্য করেছেন, মাসুদ রানা প্রলাপ বকছেন। তারপরও আমরা গত কয়েক ঘণ্টা ধরে খোঁজ-খবর নিয়েছি।

'অনুসন্ধানে যে তথ্য পাওয়া গেছে এখানে সংক্ষেপে তার উল্লেখ আছে। হু-র অঙ্গপ্রতিষ্ঠান "রেমিডি" নামে একটা রিসার্চ

amusumon@yahoo.com www.murchona.com

ল্যাব আছে জেনেভায়। এ-ব্যাপারে সরাসরি জাতিসংঘের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। দায়িত্ববান একাধিক কর্মকর্তা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে "রেমিডি"-র মূল কাজ প্রচলিত কেমিকেল ও বায়োলজিক্যাল উইপনের প্রতিষেধক তৈরি করা, কোন রকম ভাইরাস তৈরি করা "রেমিডি"-র কর্মসূচীর মধ্যে পড়ে না। তারপরও ড. নাসিমুল গনি যদি এমথ্রীএক্স বা তার প্রতিষেধক নিয়ে গবেষণা করে থাকেন, সেটা নেহাতই ব্যক্তিগত পর্যায়ে গোপনে করে থাকতে পারেন। সবশেষে তাঁরা প্রায় সবাই আনঅফিশিয়ালি মন্তব্য করেন যে ড. নাসিমুল গনি পাগলাটে টাইপের মানুষ, তাঁর দাবি বিশ্বাসযোগ্য হবার সম্ভাবনা কম...'

রিপোর্টের মাঝখানে বাধা পেলেন জেনারেল। ফ্রেঞ্চ প্রতিনিধি প্রায় চিৎকার করে জানতে চাইলেন, 'এত ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি ড. নাসিমুল গনির সঙ্গে যোগাযোগ করলেই তো হয়। ভদ্রলোক যদি সত্যি সত্যি প্রতিষেধক আবিষ্কার করে থাকেন, ট্রেনে যারা এখনও বেঁচে আছে তাদেরকে...'

'দুঃখিত, স্যার,' বললেন জেনারেল। 'যোগাযোগ করা হয়েছে। কিন্তু রেমিডি-র ল্যাব বা বাসায় ড. নাসিমুল গনিকে পাওয়া যায়নি। রাত দশটার দিকে তিনি কোথায় যেন গেছেন, কাউকে কিছু বলে যাননি রেমিডি-র অন্যান্য বিজ্ঞানীদের প্রশ্ন করা হয়েছে। এ-ব্যাপারে তাঁরা কোন মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।'

কমান্ড সেন্টারে নিস্তব্ধতা নেমে এল।

'এবার আরও একটা দুঃসংবাদ।' জেনারেলের ইঙ্গিতে ম্যাপ আলোকিত হয়ে উঠল। 'পোল্যান্ড, জেন্টেলমেন। একমাত্র পোল্যান্ড সরকারই ট্রেনটাকে তাদের দেশে থামাবার অনুমতি দিয়েছে–কিসের বিনিময়ে, সেটা উহ্যই থাক।' পয়েন্টার দিয়ে ম্যাপের এক জায়গায় সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। 'জায়গাটাকে মরুভূমিই বলতে পারেন। শুধু একটা রেলপথ ছাড়া সভ্যতার অন্য

কোন নিদর্শন চোখে পড়ে না। ওখানে কয়েকটা বিল্ডিঙ আছে, নাৎসীদের পরিত্যক্ত কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। ট্রেনের প্যাসেঞ্জারদের বলা হবে ওখানে কোয়ারানটিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, প্রতিষেধকের সাহায্যে সবার চিকিৎসা করা হবে। বলাই বাহুল্য, আসলে তা সত্যি নয়।'

'পরিষ্কার করে বলুন কি বলতে চান!'

'ন্যাটোর সবগুলো রাষ্ট্রের প্রধানরা স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে,' বললেন জেনারেল। 'সহজ ভাষায়, সীমান্ত পেরিয়ে পোল্যান্ডে ঠিকই ঢুকবে ট্রেন, কিন্তু কনসেনট্রেশন ক্যাম্প পর্যন্ত পৌঁছুবে না।'

'কেন?' কেউ একজন অবাক হয়ে জানতে চাইলেন।

'তার আগে এমথ্রীএক্স-এর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা ব্যাখ্যা করা দরকার,' বললেন জেনারেল। 'আপনারা জানেন, এমথ্রীএক্স শুধু স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে ছড়ায়। ওগুলোকে মারার একটাই উপায় এখন পর্যন্ত জানি আমরা–আগুনে পোড়ানো। কিন্তু বারোশো যাত্রীকে পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত কেউ আমরা সমর্থন করতে পারি না। এখানেই এসে পড়ে ভাইরাসটার আরেকটা বৈশিষ্ট্যের কথা। শূন্য তাপমাত্রার পঞ্চাশ ডিগ্রী নিচে রাখা হলে এমথ্রীএক্স মারা যায় না, নির্জীব হয়ে থাকে, এ তো আমরা জানিই। সবাই যেটা জানি না তা হলো, পানিতেও এই ভাইরাস নির্জীব হয়ে পড়ে।'

'তো?' উত্তেজনায় কেঁপে গেল গলাটা, ঘাড় ফিরিয়ে কেউ তাকিয়েও দেখল না কে করল প্রশ্নটা।

'পোল্যান্ড সীমান্ত অতিক্রম করার পর একটা ব্রিজ পড়বে–পোলিশ নামটা আমার জন্যে উচ্চারণ করা কঠিন, তবে অনুবাদ করলে দাঁড়ায়–সিনিস্টার ক্রসিং। এঞ্জিনিয়ারদের পাঠানো

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

হচ্ছে ওখানে, তারা ব্রিজের নাট-বল্টু খুলে রাখবে...'

রাতে গোটা বেলজিয়াম আর নেদারল্যান্ডের বেশিরভাগ এলাকা পার হয়ে এসেছে ট্রেন, এখনও অনুসরণ করছে রেগুলার কোর্স–যে কোর্স কোপেনহেগেন হয়ে স্টকহোমে পৌঁছুবার কথা বোট ট্রেনের মাধ্যমে। রাত সাড়ে তিনটের দিকে পোল্যান্ড সরকারের অনুমতি পাওয়া গেছে। দক্ষিণ-পূর্ব পোল্যান্ডের 'জানাও' স্টেশনের কাছাকাছি কোয়ারানটিন সাইট তৈরি করা যাবে। জেনারেল লী মার্শাল জানেন ট্রেনটা ওখানে পৌঁছুবে না, তাসত্ত্বেও কোয়ারানটিন ফ্যাসিলিটি সাপ্লাই দেয়ার ব্যাপক তোড়জোড় শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ব্যাপারটা স্রেফ লোক-দেখানো, এতে ন্যাটোভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সমর্থনও আছে। সিনিস্টার ক্রসিং পেরুতে পারবে না ট্রেন, ক্রসিং ভেঙে পানিতে পড়ে যাবে। গোটা ব্যাপারটাকে এমনভাবে সাজানো হচ্ছে যাতে মনে হবে প্যাসেঞ্জারদের কোয়ারানটিনেই পাঠানো হচ্ছিল, কিন্তু দুর্ঘটনাবশত ব্রিজ ভেঙে ট্রেনটা নিচে পড়ে যাওয়ায় তা সম্ভব হয়নি।

রেগুলার কোর্স ত্যাগ করে ঘুরে গেল ট্রেন। ঘড়িতে তখন তিনটে বেজে উনষাট মিনিট। ট্রেন পথ পরিবর্তন করল নেদারল্যান্ডে থাকার সময়। সীলিং অপারেশনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে জার্মানীতে থাকা মার্কিন সৈন্যদের। প্রোটেকটিভ স্যুট সহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য ইকুইপমেন্ট সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে তারা। সীলিং পয়েন্ট বাছাই করা হয়েছে ডাচ-জার্মান সীমান্তে–ওটা রুর উপত্যকায়, ক্লিভ স্টেশনের কাছাকাছি। ধু-ধু প্রান্তর, সীমান্তের জার্মান দিকটায় পড়েছে।

ভোরের আলো এখনও ভাল করে ফোটেনি, ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ল। সীল করার এটাই আদর্শ সময়, প্যাসেঞ্জাররা যখন ঘুমিয়ে আছে। আকাশে মেঘ নেই। আশপাশের গাছপালা থেকে শুধু

পাখিরা ডাকাডাকি করছে। তারপর শোনা গেল হেভী ট্রাক কনভয়ের গম্ভীর আওয়াজ। কিছু ট্রাকে সামরিক প্রতীক চিহ্ন আঁকা, বাকিগুলোয় রেড ক্রস-এর। অনেক আগে থেকেই নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে জার্মান মিলিটারি পুলিস, গোটা ট্রেন ঘিরে ফেলেছে তারা।

পুরোদস্তুর কমব্যাট ড্রেস পরা সৈনিকরা ভ্যান থেকে নামল ওয়েল্ডিং ইকুইপমেন্ট নিয়ে। অ্যাসেটিলিন ও অক্সিজেন মাস্ক, লম্বা মেটাল টিউবিং ইত্যাদি ছাড়াও আরও নানা ধরনের ইকুইপমেন্ট নামাচ্ছে আরেক দল সৈনিক।

চারটে ভ্যান থেকে নামল একশো প্রোটেকটিভ স্যুট পরা সৈনিক, হাতে সাব-মেশিনগান, স্যুটের কোমরে জড়ানো বেল্টে গোঁজা অটোমেটিক পিস্তল আর বেঢপ আকৃতির টর্চের মত দেখতে ফ্লেইমথ্রোয়ার মেশিন। এরা ভ্যান থেকে নেমে ট্রেনের সামনের দিকে চলে গেল।

ট্রেনের একশো গজ সামনে পাঁচটা কার সহ আরও একটা ট্রেন রয়েছে। প্রোটেকটিভ স্যুট পরা সৈনিকরা দ্বিতীয় ট্রেনের কারগুলোয় উঠল। ওগুলোর সামনে একটা ডিজেল এঞ্জিন, সেটা পিছিয়ে আসতে শুরু করল। ট্র্যান্সকন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেসের সামনে জোড়া লাগানো হলো দ্বিতীয় ট্রেনটাকে। জোড়া লাগানো দুই ট্রেনের মাঝখানে একটা কানেকটিং ব্রিজ আছে, ব্রিজের দুই মাথায় ইস্পাতের দুটো দরজা।

একদল সৈনিক যান্ত্রিক রোবটের মত দ্রুত কাজ শুরু করল। প্যাসেঞ্জাররা বেশিরভাগ ঘুমিয়ে থাকলেও, দু'একজন জেগে থাকতে পারে, সে-কথা মনে রেখে সিদ্ধান্ত হয়েছে প্রথমেই ট্রেনের কমপার্টমেন্ট সাইডের জানালার কাঁচ রঙ করা হবে, ট্রেন থেকে প্যাসেঞ্জাররা যাতে অপারেশনটা দেখতে না পায়। যা কিছু করা হবে, শুধু কমপার্টমেন্টসাইডের জানালা দিয়েই দেখতে পাওয়া যাবে। করিডর সাইডের জানালার কাচ রঙ করা হবে না, ফলে

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com ©

অন্তত এক দিক থেকে প্রাকৃতিক আলো পাবে প্যাসেঞ্জাররা। কমপার্টমেন্ট সাইডের জানালার কাঁচ রঙ করার আরেকটা কারণ হলো, ক্লিভ থেকে সিনিস্টার ক্রসিং পর্যন্ত যত স্টেশন পড়বে, প্রায় সবগুলোর প্ল্যাটফর্ম শুধু কমপার্টমেন্ট থেকেই দেখা যাবে।

চেলসি আর রানা রাত সাড়ে তিনটে পর্যন্ত ডাক্তারদের সঙ্গে ছিল। রাতে আরও সাতজন সংক্রমিত ব্যক্তি মারা গেছে, তাদের মধ্যে কিশোরী এক মেয়েও আছে–ক্রাইচেক যাকে ঘড়িটা প্রেজেন্ট করেছিল। রানার পরামর্শ কাজে লাগান ডাক্তাররা–কেউ মারা যাবে বুঝতে পারলে চিকিৎসা করার কথা বলে খালি একটা কমপার্টমেন্টে সরিয়ে এনেছেন তাকে। এর ফলে মারা যাবার খবরটা খুব বেশি লোকের মধ্যে ছড়ায়নি।

রানার অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। জিভ এতটাই ফুলে উঠেছে যে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, তোতলাচ্ছে, জড়িয়ে যাচ্ছে গলার আওয়াজ। ডাক্তার মলয় ভৌমিক ওর জ্বর মেপেছেন, একশো তিন ডিগ্রী। ডাক্তাররা সবাই সংক্রমিত হয়েছেন। নেলসন, হাসান, সন্দেশা আর স্টুডেন্টরাও সারারাত জেগে অসুস্থ লোকজনের দেখাশোনা করেছে। আমেরিকান সৈনিকরা করিডরে পাহারায় ছিল। ওদের মধ্যে সাতজন সংক্রমিত। আমেরিকান ছাত্ররা ছ'জন। সুইডিশ স্টুডেন্টদের মধ্যে এরিকা আর কার্লসন প্রথমে সংক্রমিত হয়, পরে আরও চারজন। ভেনাসও অসুস্থ, তবে সে তার কমপার্টমেন্ট থেকে বের হয়নি। নিজের অসুস্থতার চেয়ে বেশি কাতর অ্যাটমের মৃত্যুতে। হাসানও অসুস্থ। শুধু নেলসন আর সন্দেশা এখনও সুস্থ।

রাতে মারা গেছে সাতজন, কিন্তু সংক্রমিত হয়েছে আরও প্রায় তিনশো।

চেলসির অবস্থা অতটা খারাপ নয়, এখনও খুব একটা ফোলেনি জিভ, চোখ দুটোও তেমন লাল হয়নি। রানার ছায়াই

বলা যায় তাকে, মুহূর্তের জন্যেও কাছছাড়া হচ্ছে না।

হাসান কমপিউটর এঞ্জিনিয়ারিঙের ছাত্র, সঙ্গে একটা পি.সি-ও আছে, কথা প্রসঙ্গে এটা জানার পর দানুর চুরি করা ফ্লপি ডিস্কের খোঁজে আরেকবার ব্যাগেজ কারে ঢুকেছিল রানা, প্রথম বার ভাল করে সার্চ করা হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয়বার তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ডিস্কটা পাওয়া গেল না।

পৌনে চারটের দিকে চেলসি জোর করে টেনে আনল রানাকে, ওর কমপার্টমেন্টের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলল, 'মরার আগেই মরতে চান নাকি? আমি পাহারায় থাকলাম, আপনাকে ঘুমাতে হবে।' পাহারায় না থাকলেও চলত, একটু পরই ঘুমিয়ে পড়ল রানা। একটা সীটে বসে চিন্তা করছে চেলসি, এক সময় সে-ও ঘুমিয়ে পড়ল।

রঙ নয়, কমপার্টমেন্ট সাইডের প্রতিটি জানালার কাঁচে আলকাতরা লাগানো হচ্ছে। আসল সীলিঙের কাজ করছে অন্য একদল জার্মান সৈনিক–দরজা ও জানালায় অ্যারোসল সিলিন্ডারের সাহায্যে প্লাস্টিক ফোম ম্যাটেরিয়াল স্প্রে করছে তারা, যেখানে যত ফাঁক-ফোকর আছে সব বন্ধ করে দিচ্ছে। মৌমাছির মত ব্যস্ত সবাই। ওদিকে ট্রেনের প্রায় সব প্যাসেঞ্জারই গভীর ঘুমে অচেতন।

তবে একজন দু'জন করে জাগছে এবার।

সারারাত জেগে থাকলেও নেলসন ক্লান্তি বোধ করছে না। নিজেদের কমপার্টমেন্টে ফিরে এসে দেখল ভেনাস ঘুমাচ্ছে, তবে কান্নাকাটি করায় চোখের কোণে এখনও পানির লালচে ফোঁটা জমে রয়েছে। বিষণ্ন বোধ করল নেলসন, তবে একটু পরেই রোজকার অভ্যাস মত ব্যায়াম শুরু করল সে। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে জানালার দিকে তাকাতেই দেখল, বাইরে থেকে একজন সৈনিক একটানে বন্ধ করে দিল জানালা, আরেকজন সৈনিক কাচে আলকাতরা মাখাতে শুরু করল, তৃতীয়জন প্লাস্টিক ফোম স্প্রে

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

করছে ফ্রেমের চারধারে।

হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে থাকল নেলসন।

একদল জার্মান সৈনিক ট্রেনের ছাদে উঠে ভেন্টিলেটরগুলো লোহার পাত দিয়ে ঢেকে ওয়েল্ডিং মেশিনের সাহায্যে জোড়া লাগাচ্ছে। আরেকদল অক্সিজেন ট্যাংক তুলছে ট্রেনে। তৃতীয় গ্রুপটা টেনে আনছে জেনারেটর ইকুইপমেন্ট, দীর্ঘ পাইপ, ইলেকট্রিক কেবল আর নানা ধরনের টুলস। এদের প্রত্যেকের পরনে প্রোটেকটিভ স্যুট।

ট্রেনের সামনে যে নতুন পাঁচটা কার জোড়া হয়েছে তার দুটোয় আছে খাবার পানি, ওষুধ-পত্র, খাবারদাবার আর ডিজেল এঞ্জিনের জন্যে ফুয়েল। বাকি কারগুলোয় প্রোটেকটিভ স্যুট পরা সৈনিকরা উঠেছে। এই স্যুট মাত্র পাঁচ ঘণ্টা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে এমথ্রীএক্স ভাইরাসকে, ফলে পাঁচ ঘণ্টা পরপর বদলাতে হবে ওগুলো, পরিত্যক্ত স্যুটগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু স্যুটের সংখ্যা সীমিত হওয়ায় সৈনিকদের মিথ্যে কথা বলা হয়েছে, বলা হয়েছে স্যুটগুলো দশ ঘণ্টা পর বদলাতে হবে।

মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটির কমান্ড সেন্টারে বারোজন সদস্যকে ব্রিফিং করছেন জেনারেল লী মার্শাল। 'সীল করা হয়ে গেলে ট্রেনে প্রেশারাইজ অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করা হবে, ঠিক কমার্শিয়াল এয়ারক্রাফটের মত, তবে কম মাত্রায়। জীবাণু-মুক্ত বিশুদ্ধ বাতাস সাপ্লাই দেবে স্ট্যান্ডার্ড রেট অনুসারে, মাথাপিছু প্রতি মিনিটে দশ কিউবিক ফুট।' ইঙ্গিতে ইন্টারনাল ভেন্টিলেশন সিস্টেমের খুদে একটা মডেল দেখালেন। 'গোটা ট্রেনে অবশ্য প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন থাকবে।'

'প্রায় ছয় মাইল জিঙ্ক টিউবিং তোলা হয়েছে ট্রেনে।' কল্পনার চোখে ক্লিভ-এ কি ঘটছে চাক্ষুষ করছেন। 'শুধু এয়ার সাপ্লাই

সিস্টেমের কাজে লাগবে, তা নয়; মানুষের বর্জ্যও সংগ্রহ করা হবে, পরে ধ্বংস করার জন্যে।

'এই ভাইরাস থেকে গ্রহটাকে বাঁচানোর জন্যে আমেরিকা কত বড় ত্যাগ স্বীকার করছে, এবার সেটা আপনাদেরকে জানাই। পাঁচ ঘণ্টা পর প্রোটেকটিভ স্যুট পরা মার্কিন সৈনিকরা সংক্রমিত হবে, কিন্তু তারা জানে দশ ঘণ্টা পর। ওদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে প্রোটেকটিভ স্যুট সংখ্যায় কম হওয়ায়। ওরা সংক্রমিত হয়েছে, এ খবর পাওয়ার পর ওদেরকে ট্রেন থেকে নামিয়ে কোয়ারানটিনে পাঠাবার কথা বলে ঢোকানো হবে ক্রেমাটরিয়াম-এ। একই সময় ট্রেনে তুলে দেয়া হবে আরেক দল সৈনিককে, প্রয়োজনে তাদেরকেও একসময়...তবে তার প্রয়োজন হবে বলে মনে করছি না, তার আগেই সিনিস্টার ক্রসিঙে ফেলে দেয়া যাবে ট্র্যান্সকন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেসকে।

'নদীতে প্রোটেকটিভ স্যুট পরা আরও একদল সৈনিক অপেক্ষা করবে, ট্রেনের ধ্বংসাবশেষ থেকে লাশগুলো সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলার জন্যে। ট্রেন নদীতে পড়ার পর যে-সব প্যাসেঞ্জার বেঁচে থাকবে, তাদেরকে নদীর পাড়ে উঠতে দেয়া হবে না বা দূরে কোথাও ভেসে যেতে দেয়া হবে না...'

কারও মুখে কথা নেই। সবাই বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

টয়লেট থেকে দাড়ি কামিয়ে করিডরে বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল ক্রাইচেক। প্রথমে ব্যাপারটা সে ধরতে পারল না। তারপর খেয়াল করল—করিডরের দিকের জানালা দিয়ে আলো আসছে, কিন্তু দরজা খোলা কমপার্টমেন্টের ভেতর জানালা কালো হয়ে আছে। রানা আর চেলসিকে ছুটে আসতে দেখে পথ আটকাল সে, জানতে চাইল, 'মশিয়ে, কি ব্যাপার বলুন তো...'

তাকে ধাক্কা দিয়ে ট্রেনের সামনের দিকে ছুটল ওরা, কথা বলার সময় নেই।

amsimon@yahoo.com www.murchona.com

ওদের কমপার্টমেন্টে একা শুধু ডোনা জেগে আছে। চোখ ঘুরিয়ে প্রিস্টের দিকে তাকাল সে। এই সময় ঘুম থেকে জাগল প্রিস্ট। ডোনা জানতে চাইল, 'করিডরে আলো আছে, কিন্তু কমপার্টমেন্ট অন্ধকার কেন?'

ব্যাপারটা প্রিস্টও খেয়াল করল। 'সাড়ে সর্বনাশ! ব্যাপারটা কি?' তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বসল সে।

কমপার্টমেন্টের বাকি সবাই জেগে উঠছে। প্রিস্ট বিছানা থেকে নেমে কালো জানালার সামনে চলে এল, ভেতর থেকে খোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু জানালার ফ্রেম এক চুল নড়ছে না। খেপে গিয়ে জানালার গায়ে দমাদম ঘুসি মারতে শুরু করল।

সদ্য ঘুম ভাঙা প্যাসেঞ্জাররা হতভম্ব হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে, চোখে শুধু প্রশ্ন নয়, অজানা ভয়ও। কমপার্টমেন্টের জানালায় সুবিধে করতে না পেরে ছুটে করিডরে বেরিয়ে এল প্রিস্ট। করিডরের জানালায় আলকাতরা মাখানো হয়নি, কিন্তু বহু চেষ্টা করে সেটাও সে এক চুল নাড়াতে পারল না।

অকস্মাৎ প্রতিটি কমপার্টমেন্ট থেকে চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ ভেসে এল, প্যাসেঞ্জাররা জানালা খোলার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু করিডর বা কমপার্টমেন্ট, কোনদিকের একটা জানালাও খোলা যাচ্ছে না। করিডর ধরে ছুটোছুটি করছে প্রিস্ট, প্রতিটি জানালা পরীক্ষা করে দেখছে। টয়লেটের দিকে এগোবার সময় চারদিক থেকে শোরগোলের আওয়াজ পেল সে।

'একি কাণ্ড! এর ব্যাখ্যা কি?'

'এ স্রেফ একটা দুঃস্বপ্ন!'

'বন্ধ জায়গার ভেতর আমার দম বন্ধ হয়ে আসে, আমি না ভয়েই আত্মহত্যা করে বসি!'

'যেভাবে হোক জানালা ভাঙো! এসো, ট্রেন থেকে নামার চেষ্টা করি আমরা!'

টয়লেটে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল প্রিস্ট। কালো ছোট জানালাটা খুলতে ব্যর্থ হয়ে আলখেল্লার ভেতর থেকে পিস্তল বের করল, উল্টো করে ধরে কাচে বাড়ি মারছে।

পাঁচ-সাতটা বাড়ি খেয়ে ফেটে গেল কাচ, ছোট্ট একটা ফুটোও তৈরি হলো–পিস্তলের ব্যারেলটা কোন রকমে ঢুকবে। ফুটোটা আরও বড় করছে।

গর্তটায় এবার একটা মুঠো ঢুকবে। তাতে চোখ রেখে বাইরে কি ঘটছে দেখতে যাবে, দু'চোখের মাঝখানে ঠেকল সাব-মেশিনগানের মাজল, অস্ত্রের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রটেকটিভ স্যুট পরা একজন জার্মান সৈনিক।

আঁতকে উঠে পিছিয়ে এল প্রিস্ট।

সৈনিকের ইঙ্গিতে আরও দু'জন এগিয়ে এল, জানালার ভাঙা কাচ নামিয়ে নতুন কাচ লাগাচ্ছে তারা।

ট্রেনের সামনে চলে এসে এমন এক জায়গায় পজিশন নিল চেলসি, যেখান থেকে বাইরে কি ঘটছে তার ফটো তোলা যায়। মূল ট্রেনের শেষ কার-এ রয়েছে ও, শেষ কম্পার্টমেন্টের দরজার গায়ে ফিট করা জানালা দিয়ে জোড়া লাগানো নতুন কারগুলো দেখতে পাচ্ছে। মূল ট্রেন আর নতুন কারগুলোর মাঝখানে একটা ব্রিজ আছে। জানালা দিয়ে মাথা বের করে নতুন কারগুলোয় দাঁড়িয়ে-বসে থাকা প্রোটেকটিভ স্যুট পরা সৈনিকদেরও দেখতে পাচ্ছে সে। বিস্ময় বা অবিশ্বাস, কোনও বোধই নেই তার; সে তার কাজ করে চলেছে।

হাসানের কাছে একটা শিশি আছে, কথাটা মাথা থেকে সরাতে পারছে না রানা। ওর ধারণা যেহেতু ব্যাগেজ কারে আশ্রয় নিয়েছিল দানু, ফ্লপি ডিস্কটা সেখানেই কোথাও লুকিয়ে রাখবে সে। কিন্তু ব্যাগেজ কার দু'বার সার্চ করেও পাওয়া যায়নি সেটা।

ammsumon@yahoo.com www.murchona.com

তারপরও মনটা খুঁত খুঁত করছে–কি যেন একটা ভুল হয়েছে ওর। কি?

ব্যাগেজ কারে দানুর সঙ্গে ছিল কুকুরটা। দু'জনেই ওরা মারা গেছে। লাশ ভর্তি কমপার্টমেন্টে রাখা হয়েছে ওদেরকে। অ্যাটমকে রাখা হয়েছে বেতের ঝুড়িতে। ভেতরে ঢুকে বেতের ঝুড়িটা খুঁজছে ও, লাউডস্পীকার থেকে বলা হলো, 'অ্যাটেনশন! অ্যাটেনশন! অ্যাটেনশন! এই ঘোষণা ইংরেজি, জার্মান, ফ্রেঞ্চ ও ইটালিয়ান ভাষায় প্রচার করা হবে–মাত্র একবার করে। কাজেই দয়া করে মন দিয়ে শুনুন সবাই।'

বেতের ঝুড়িটায় ছোট একটা লেপ রয়েছে, তলায় হাত দিয়ে খুঁজছে রানা।

'লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন,' লাউডস্পীকার আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল। 'মারাত্মক ফ্লু জাতীয় একটা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আপনারা, কাজেই আপনাদেরকে একটা কোয়ারানটিন সাইটে নিয়ে যাওয়াটা অত্যন্ত জরুরী। ওটা একটা হেলথ ক্যাম্প, যেখানে আপনাদেরকে একুশ দিন মেডিকেল অবজারভেশনে রাখা হবে...'

করিডরে প্রচুর লোক, তাদের মধ্যে প্রিস্টও আছে। দরদর করে ঘামছে সে। ইতিমধ্যে দিগন্ত ছাড়িয়ে উঠে এসেছে সূর্য, জানালা দিয়ে রোদ ঢুকছে ভেতরে।

'সমস্ত আধুনিক চিকিৎসাই দেয়া হবে আপনাদের, [illegible] কাউকে কোন খরচা দিতে হবে না। কোয়ারানটিন সাইটে পৌঁছুতে চোদ্দ ঘণ্টা লাগবে, পথে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ট্রেন থামবে না, থামলেও কাউকে কোথাও নামতে দেয়া হবে না। আপনাদের সবার তালিকা আছে আমাদের কাছে, যার যার নিকটাত্মীয়ের কাছে খবর পাঠানো হবে...'

ডোনা বলল, 'আমার নানি, মিসেস আধুরাকে সেই রাত থেকে কোথাও দেখছি না। আপনি জানেন, উনি কোথায়?'

শুনতে পেলেও জবাব দিল না প্রিস্ট। আধুরা যে মারা গেছে,

এ-কথা কেউ তাকে বলেনি।

জোড়া লাগানো নতুন কার থেকে ব্রিজ পার হয়ে প্রোটেকটিভ স্যুট পরা সৈনিকরা মূল ট্রেনে চলে আসছে, করিডরে পজিশন নিচ্ছে তারা, হাতে বাগিয়ে ধরা আগ্নেয়াস্ত্র।

'এখন যে নির্দেশগুলো দেয়া হবে সেগুলো অবশ্য পালনীয়,' লাউডস্পীকার আবার জ্যান্ত হলো, সিস্টেমটা ফিট করা হয়েছে নতুন জোড়া লাগানো একটা কারে। 'এক–প্রোটেকটিভ স্যুট পরা সৈনিকদের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলুন। আতঙ্ক অবশ্যই পরিহার করতে হবে। কোন রকম বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না। দুই–ট্রেন নিশ্ছিদ্রভাবে সীল করে দেয়া হয়েছে। এই সীল ভাঙার কোন চেষ্টা করা হলে সৈনিকরা গুলি করবে...'

কোণঠাসা ইঁদুরের মত দেখাচ্ছে প্রিস্টকে। এদিকের করিডরে প্রোটেকটিভ স্যুট পরা সৈনিকরা পৌঁছে গেছে। মরিয়া হয়ে আলখেল্লার ভেতর থেকে পিস্তলটা বের করল সে, লুকিয়ে রাখল হাতের তালুতে। ডোনার আরও একটু কাছে সরে এল।

'তিন–ধূমপান সম্পূর্ণ নিষেধ...'

হাই অক্সিজেন সাপ্লাই এখনও শুরু হয়নি, তবু যারা ধূমপান করছিল তারা তাদের সিগারেট বা চুরুট নিভিয়ে ফেলল।

'সমস্ত সিগারেট, লাইটার, ফায়ার আর্মস সংগ্রহ করা হবে। এক এক করে সবাইকেই সার্চ করা হবে, দয়া করে কেউ বাধা দেবেন না...'

লাশ ভর্তি কমপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এল রানা, চেহারায় নির্লিপ্ত গাম্ভীর্য। ওর খোঁজে এদিকেই আসছিল চেলসি, দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'ওখানে কেন ঢুকেছিলেন? এখনও কি সেই ডিবটা খুঁজছেন আপনি?'

রানা কিছু বলতে গিয়েও বলল না, তাকাল ক্রাইচেকের দিকে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে চেলসিও সেদিকে তাকাল। সুটকেস থেকে মুঠো মুঠো সিগারেট লাইটার বের করে লুকোবার

anmsumon@yahoo.com www.murchona.com

জন্যে পকেটে ভরছে সে। দেখতে পেয়ে ছুটে এল একজন সৈনিক। আঙুল নেড়ে লাইটারগুলো বের করতে বলল।

'তিনটের দাম দুই ডলার,' বলল ক্রাইচেক। 'ফেলো কড়ি, মাখো তেল।'

রাইফেলের ডগায় বেয়োনেট ফিট করা রয়েছে, সৈনিকটা সেটা ক্রাইচেকের পেটের দিকে তাক করল। হাত তুলে সারেন্ডার করল ক্রাইচেক, তারপর পকেট থেকে লাইটারগুলো বের করে সৈনিকের হাতে তুলে দিল।

'...চার-সমস্ত প্যাসেঞ্জারের প্রতিনিধি হিসেবে মি. মাসুদ রানাকে নির্বাচন করা হয়েছে। আপনাদের কারও যদি কিছু সমস্যা হয় বা যদি কিছু জানার বা বলার থাকে, তাঁর মাধ্যমে বলতে বা জেনে নিতে পারবেন...'

কোলে তিন মাসের এক শিশুকন্যাকে নিয়ে এক মা ডুকরে কেঁদে উঠল। বাচ্চাটা শ্বাসকষ্টে ভুগছে, ঠোঁটের কোণ থেকে গড়িয়ে নামছে লালচে লালা। চোখ কুঁচকে আছে, উজ্জ্বল আলো সহ্য করতে পারছে না।

চেলসির কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে ফিসফিস করল রানা, 'স্বেচ্ছাসেবকদের খবর দিন-যার যার ফায়ার আর্মস কমপার্টমেন্টের ভেতর লাশের স্তূপে লুকিয়ে রাখতে হবে।' চেলসি চলে গেল।

'...পাঁচ-যতটা সম্ভব যে-যার কমপার্টমেন্টেই থাকবেন। তবে যে-যার কার ছেড়ে অবশ্যই বেরুবেন না...'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করল প্রিস্ট, সশস্ত্র সৈনিকরা এক করিডর থেকে আরেক করিডরে যাবার পথ বন্ধ করে দিচ্ছে।

'...সর্বশেষ নির্দেশ-আরও পরামর্শ সহ একটা করে লিফলেট পাবেন সবাই, সেটা সবাই মন দিয়ে পড়বেন।'

ক্রাইচেককে সম্পূর্ণ শান্ত দেখাচ্ছে। তবে ফগেল খুব ভয় পেয়েছে। তাকে অভয় দিচ্ছে ক্রাইচেক। 'এত চিন্তার তো কিছু

দেখি না আমি। হেলথ ক্লাবে নিয়ে যাচ্ছে, একুশ দিন ফ্রী খাওয়া-দাওয়া করা যাবে। তারপর তুমি তোমার পথে চলে যাবে, আমি আমার।'

ফগেল ঘন ঘন হাত কচলাচ্ছে। কিছু বলতে যাবে, এই সময় আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল লাউডস্পীকার। 'দয়া করে সহযোগিতা করুন। আপনাদের সবার জীবন বিপন্ন। "জানাও" স্টেশনে থামবে ট্রেন, ওটাই আপনাদের গন্তব্য, পোল্যান্ডের দক্ষিণ-পুব দিকে। আপনাদের সবার মঙ্গল ও নিরাপত্তা কামনা করে শেষ করছি।'

তারপরই জার্মান ভাষায় শুরু হলো।

হঠাৎ করে বিহ্বল দেখাল ক্রাইচেককে, সে যেন ভূত দেখেছে। 'কি বলল?' ফগেলকে ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল। 'কি বলল?'

তাকাল ফগেল, ক্রাইচেককে পাগল মনে হলো তার। 'আমাদের সবার মঙ্গল কামনা করল...'

'না!' উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠল ক্রাইচেক, আরও জোরে ঝাঁকাচ্ছে ফগেলকে। 'গন্তব্য? কোথায়? কোথায়?'

'পোল্যান্ডের কোথায় যেন।'

এবার একেবারে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল ক্রাইচেক। 'না...না...ওখানে না! ওরা বুঝতে পারছে না, ওখানে ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়! ওহ গড, তুমি এত নিষ্ঠুর হও কি করে...' নেতিয়ে পড়ল সে, ফগেলের গায়ে হেলান দিল। ঠেলে তাকে সরিয়ে দিল ফগেল।

দু'একজন হেসে উঠল, তারা ভাবছে এটা ক্রাইচেকের আরও একধরনের তামাশা।

ক্রাইচেক ছুটল, চিৎকার করছে, 'ট্রেন থামাও! আমি পোল্যান্ডে যাব না! ওখানে ওরা আমার বোনকে রেপ করেছে...'

ট্রেন, বলাই বাহুল্য, দাঁড়িয়েই আছে। ক্রাইচেক সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাচ্ছে, অথচ যারা তাকে আগে দেখেছে তারা ভাবছে

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

সে বোধহয় কৌতুক করছে। অনেকেই এখন উৎসাহ দিচ্ছে তাকে।

কারও দিকে খেয়াল নেই ক্রাইচেকের। ওর পিছু নিয়ে ছুটে আসছে রানা, তা-ও জানে না। সে করিডর ধরে ছুটছে। পকেটে লুকিয়ে রাখা কয়েকটা লাইটার পড়ে গেল, তাকিয়েও দেখল না। একটা তীরের মত ভিড় ভেদ করে যাচ্ছে সে। লোকজনের হাসাহাসি থেমে যাচ্ছে।

করিডরের শেষ মাথায়, দরজায় পৌঁছে গেল ক্রাইচেক। ওখানে একজন সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে থেমে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল সে। 'যদি ইচ্ছে হয় এখানেই আমাকে মেরে ফেলো তোমরা, তবু পোল্যান্ডে নিয়ে যেয়ো না! ওরা আমার মাকে রেপ করেছে। আমার বোনকে রেপ করেছে, আমার বাপকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে।' পোলিশ ভাষায় কাকুতি-মিনতি করছে সে। 'লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি আর ব্যবসা ফেলে চলে এসেছি আমি, পথে পথে ফেরি করি, কিন্তু পোল্যান্ডে কোনদিন ফিরিনি। আমাকে তোমরা দয়া করো, ওখানে পাঠিয়ো না...'

সৈনিক তার রাইফেলের বাঁট দিয়ে ক্রাইচেকের বুকে বাড়ি মারতে গেল, ছুটে এসে সেটা খপ করে ধরে ফেলল রানা। 'ওর গায়ে হাত তুলবে না,' চোখ রাঙিয়ে বলল ও।

'বাবা,' রানাকে জড়িয়ে ধরল ক্রাইচেক। 'আমাকে ট্রেন থেকে ফেলে দাও! যদি ইচ্ছে হয় মেরে ফেলো! কিন্তু পোল্যান্ডে নিয়ে যেয়ো না!'

কথা না বলে রানা তাকে বুকে টেনে নিল, জোর করে টেনে সরিয়ে আনছে। 'আপনি শান্ত হন। আমার সঙ্গে আসুন।'

তাকে তার কমপার্টমেন্টে এনে বসাল রানা। ক্রাইচেক এমন এক অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়ল, কোন বাচ্চা ছেলেও বোধহয় এভাবে কখনও কাঁদেনি।

সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না রানা। ইহুদিদের ওপর

নাৎসী বাহিনীর অত্যাচার সম্পর্কে জানে ও।

ওদের সঙ্গে চেলসিও রয়েছে, তবে সে অন্যমনস্ক। আপনমনে মাথা নাড়ল একবার। তারপর বিড়বিড় করল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই!'

'মানে?' রানা অবাক।

'আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দেননি,' ফিসফিস করল চেলসি। 'তারমানে ডিস্কটা খুঁজে পেয়েছেন।'

এবারও রানা কোন মন্তব্য করল না। শুধু বলল, 'হাসানকে দরকার আমার।'

ছয়

সীল করা ট্রেনে আটকা পড়া প্যাসেঞ্জাররা আতঙ্কিত তো বটেই, তবে অসহায় বোধটা তারচেয়েও বেশি; সবাই যেন ভাবছে দেখা যাক নিয়তি ও ঈশ্বর তাদেরকে নিয়ে কি করে। সৈনিকরা হেলমেট আর মাস্কসহ প্রোটেকটিভ স্যুট পরে আছে দেখে অনেকেই নাকে-মুখে রুমাল বেঁধেছে, যেন তাতে ভাইরাস ঠেকানো যাবে।

এক সময় চার ভাষায় প্রচারিত ঘোষণা শেষ হলো। তারপরই সচল হলো ট্রেন। সৈনিকরা অস্ত্র হাতে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে করিডরে, আরেক দল প্রতিটি কমপার্টমেন্টে ঢুকে সার্চ করছে। কাজে কোন খুঁত রাখছে না—বাক্স, ব্যাগ, পকেট সবই সার্চ করা হচ্ছে, এমনকি কমপার্টমেন্টের প্রতিটি ইঞ্চিও। ধরনটা দেখে রানার অন্তত বুঝতে বাকি থাকল না কি খুঁজছে তারা। একজন মেজর রানাকে খুঁজে বের করল, সবিনয়ে জানাল কর্তৃপক্ষের

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

নির্দেশ আছে, ওকেও তাদের সার্চ করতে হবে। রানা বাধা না দিয়ে শ্রাগ করল। কিন্তু রানাকে সার্চ করে ওরা যা খুঁজছে সেটা পেল না। এমনকি কোন আগ্নেয়াস্ত্রও না।

অকস্মাৎ ডোনাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে অপর হাতের পিস্তলটা তার মাথায় ঠেকাল প্রিস্ট, দ্রুত পিছিয়ে নিজেদের কমপার্টমেন্টে ঢুকে পড়ছে। দেখতে পেয়ে বেয়োনেট উঁচিয়ে ছুটে এল একজন সৈনিক। 'খবরদার! আর এক পা-ও সামনে বাড়বে না। বাড়ালেই গুলি করব!' চিৎকার করছে প্রিস্ট। প্যাসেঞ্জাররা ভয়ে কাঠ, কেউ কেউ কেঁদে ফেলল। ডোনা কাঁদছে না, শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ক্রাইচেকের দিকে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সৈনিক।

'কমপার্টমেন্ট থেকে বেরোও সবাই।' নির্দেশ দিল প্রিস্ট, দাঁড়িয়ে আছে দরজার একপাশে। মুহূর্তের মধ্যে কমপার্টমেন্ট খালি হয়ে গেল। সৈনিকের দিকে তাকিয়ে হিসহিস করে উঠল সে, 'মন দিয়ে শোনো। ট্রেন থেকে নেমে যাব আমি। আমার একটা প্লেন চাই, পাইলট আর ফুয়েল সহ-দু'হাজার মাইল ওড়ার মত। পরিষ্কার?'

মাথা ঝাঁকাল সৈনিক, হাতের রাইফেল নিচু করল।

প্রিস্ট হাত ঘড়ি দেখল। 'এক ঘণ্টা সময় দিলাম।' কমপার্টমেন্টে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

সকাল সাড়ে ছ'টা।

মারা যেতে বসেছে, এমন ছ'জন অসুস্থ লোককে নিয়ে ডাক্তাররা বেরিয়ে এসেছেন করিডরে। লাশগুলো বহন করছে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক-হাসান, চেলসি, সন্দেশা, নিরস্ত্র প্যাসেঞ্জার তিনজন আমেরিকান সৈনিক, তিনজন আমেরিকান ছাত্র আর ছ'জন সুইডিশ ছাত্র-ছাত্রী। এরই মধ্যে খালি দুটো

কমপার্টমেন্ট লাশে বোঝাই হয়ে গেছে, লাশের স্তূপ সিলিং ছোঁয় ছোঁয় অবস্থা। সব মিলিয়ে ইতিমধ্যে মারা গেছে নব্বুইজন, এই ছয়জন বাদেই।

ওদের সঙ্গে রানা আর চেলসিও রয়েছে। লাশ বহন করা হচ্ছে সশস্ত্র সৈনিকদের কাছ থেকে পাওয়া স্ট্রেচারে। রানা, চেলসি আর হাসান ছাড়া আর কেউ জানে না একটা স্ট্রেচারে কোন লাশ নেই, এমন ভঙ্গিতে কয়েকটা কুশনের ওপর চাদর ঢাকা দেয়া হয়েছে যে দেখে লাশ ছাড়া অন্য কিছু মনে হবে না। কুশনগুলোর সঙ্গে লুকানো আছে হাসানের পি.সি-পার্সোনাল কমপিউটর।

ওরা তিনজন যে কমপার্টমেন্টে ঢুকল তাতে নতুন কোন লাশ ভরা যাবে না। এখানেই দানু আর অ্যাটমের লাশ রাখা হয়েছে। অনেক কষ্টে স্ট্রেচারটা ঢোকানো হলো, তারপর ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয়া হলো দরজা।

কমপিউটরটা বের করে সকেটে প্লাগ ঢোকাল হাসান, রানা বেতের ঝুড়ির ভেতর হাত গলিয়ে বের করে আনল ফ্লপি ডিস্কটা। ব্যাগেজ কারে লুকিয়ে ছিল দানু, তখনই কোন এক সময় ঝুড়িটার ভেতর ডিস্কটা রাখে সে। শেষ বার সার্চ করতে এসে দেখে গেছে রানা।

কমপিউটরে ডিস্কটা ঢোকানো হলো। বেতের ঝুড়িটা উল্টো করে সেটায় বসল রানা, কমপিউটর রাখা হয়েছে লাশের একটা স্তূপে। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে হাসান আর চেলসি। রানা ওর সন্দেহের কথা ওদেরকে এরইমধ্যে বলেছে। ওর ধারণা, ডিস্কটায় বি-টু-নেগেটিভ নয়, এমথ্রীএক্স-এর ফর্মুলা আছে। তা যদি সত্যি হয়, মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটি রানাকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছে। কারণ এমটিপিসি-র কাছে এই ভাইরাসের কোন প্রতিষেধক নেই। এর একটাই অর্থ করতে হয়, মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটি ট্রেন যাত্রীদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে না, বরং উল্টোটা সত্যি-প্রতিটি প্যাসেঞ্জারকে তারা মেরে ফেলার ব্যবস্থা করছে, রোগটা যাতে

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

ট্রেনের বাইরে না ছড়াতে পারে।

অথচ রানা জানে হু-র অঙ্গপ্রতিষ্ঠান রেমিডি-তে এমথ্রীএক্স-এর প্রতিষেধক আছে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে ড. নাসিমুল গনি এই ভাইরাস আর তার প্রতিষেধক তৈরি করে রেখেছেন। ন্যাটোর ল্যাবে এমথ্রীএক্স তৈরি করা হচ্ছে, এই খবর গোপন সূত্রে পান তিনি, কিন্তু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনকে বলেও ব্যাপারটা বিশ্বাস করাতে পারেননি, ফলে গবেষণার জন্যে বাজেট সংগ্রহেও ব্যর্থ হন ভদ্রলোক। অগত্যা সহকারী দু'জন বিজ্ঞানীকে নিয়ে 'রেমিডি'-র ল্যাবে গোপনে কাজ শুরু করেন, ভাইরাস আর তার প্রতিষেধক তৈরিতে সফলও হন। কিন্তু ন্যাটো ও অন্যান্য সংস্থার তরফ থেকে চুরি অথবা স্যাবোটাজ করা হবে ভেবে ব্যাপারটা চেপে রাখেন। তবে চেপে রাখা উচিত হচ্ছে কিনা, তা সম্ভবই বা কতদিন, ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ করার জন্যেই রানাকে তিনি জেনেভায় ডিনার খাবার আমন্ত্রণ জানান। রানা তাকে পরামর্শ দিয়েছে, ভাইরাসটা নয়, শুধু প্রতিষেধকটা যেন বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়, বিশেষ করে মুসলমান-প্রধান রাষ্ট্রগুলোয়—যে-সব দেশ ন্যাটো বা আমেরিকার হুমকির মুখে রয়েছে।

মুশকিল হলো, ফ্লপি ডিস্কে যদি এমথ্রীএক্স-এর ফর্মুলা পাওয়া যায়, অর্থাৎ প্যাসেঞ্জাররা যদি এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে থাকে, মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটির মাধ্যমে 'রেমিডি' থেকে প্রতিষেধকটা সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না, কারণ ওই কমিটির জেনারেল মার্শাল সহ কেউই বিশ্বাস করে না যে এমথ্রীএক্স-এর প্রতিষেধক কেউ আবিষ্কার করেছে।

সেক্ষেত্রে, রানা ভাবছে, হয় নিয়তির লিখন বলে মনে করে ওদের সবাইকে মারা যেতে হবে, তা না হলে সশস্ত্র সৈনিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। অবশ্য জেনেভা থেকে এত দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এসে এখন বাঁচার চেষ্টা করাও হাস্যকর একটা ব্যাপার হবে। কে আনবে প্রতিষেধক? আনতে কতক্ষণ

সময় লাগবে?

এ-সব প্রশ্ন আপাতত মাথা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়ে হাতের কাজে মন দিল রানা।

কমপিউটরের স্ক্রীনে লাল হরফে লেখাগুলো ফুটে উঠল—'টপ সিক্রেট'।

আবার একটা বোতামে চাপ দিল রানা। স্ক্রীনে এবার যে লেখাগুলো ফুটল, সেগুলো দেখে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল ওর। 'মাসুদ ভাই, এখন কি হবে!' বলে কেঁদেই ফেলল হাসান।

স্ক্রীনের লেখাগুলোর দিকে বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা, হাসানের কথা শুনতে পায়নি— 'মাল্টিপ্‌ল্ এক্স এক্স এক্স: ফর্মুলা'।

সকাল সাড়ে আটটার দিকে নতুন কার থেকে ট্রেন যাত্রীদের পাউরুটি, মাখন, পনির আর মিনারেল ওয়াটার বিলি করা হলো।

ন'টার দিকে রক্তবমি শুরু হলো ক্রাইচেকের, ভয়ে কমপার্টমেন্ট খালি করে করিডরে বেরিয়ে এল বাকি প্যাসেঞ্জাররা। গলায় আঙুল দিয়ে ক্ষত তৈরি করেছে ক্রাইচেক, রক্ত বেরুবার সেটাই কারণ। যাত্রীরা কমপার্টমেন্ট ছেড়ে বেরিয়ে যেতে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল সে। তারপর সুটকেস থেকে একটা হাতুড়ি বের করে জানালার কাঁচ ভাঙতে শুরু করল।

ফর্মুলাটা দীর্ঘ, সবটুকুর ওপর চোখ বুলাতে বেলা দশটা বেজে গেল। রানার মনে ক্ষীণ আশা ছিল, ফর্মুলার বিবরণ শেষ হলে প্রতিষেধক সম্পর্কে কিছু না কিছু থাকবে, অন্তত কেন প্রতিষেধক তৈরি সম্ভব হয়নি সে-সম্পর্কে একটা ব্যাখ্যা না থেকেই পারে না। আরও থাকতে পারে রোগ উপশমের উপায় সম্পর্কে উপদেশ বা পরামর্শ। কিন্তু না, সে-সব কিছুই নেই। ফর্মুলা শেষ হবার পর সাত লাইনে কয়েকটা মাত্র বাক্যে লেখা হয়েছে—সংক্রমিত ব্যক্তিকে আগুনে পুড়িয়ে মারাই সবদিক থেকে নিরাপদ—যত

amsumon@yahoo.com www.murchona.com©

তাড়াতাড়ি সম্ভব। আর মারা গিয়ে থাকলে তো কথাই নেই, সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলতে হবে–তার কাপড়চোপড়, ব্যবহার করা জিনিস-পত্র, প্রস্রাব ও বিষ্ঠাসহ। লাশের সংখ্যা যাই হোক, এর কোন বিকল্প নেই। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সংক্রমিত ব্যক্তিকে পানিতে ডুবিয়ে রাখলে বা পানিতে ফেলে দিলে সে মারা যাবে বটে, কিন্তু ভাইরাসটা নির্জীব হয়ে পড়বে। এমথ্রীএক্স-এর এটা একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য, পানিতে ভাইরাসটা ছড়ায় না।'

'এখন আমরা কি করব?' বিড়বিড় করল চেলসি।

একটু পর মুখ খুলল রানা। 'প্রথমে জানতে হবে ওরা আমাদেরকে পোড়াবে, নাকি ডোবাবে।'

'একি সত্যি? একি সম্ভব?' কাঁদো কাঁদো গলায় জিজ্ঞেস করল হাসান। 'বারোশো মানুষকে মেরে ফেলতে নিয়ে যাচ্ছে ওরা?'

রানার মাথায় দ্রুত চিন্তা চলছে। একই সঙ্গে কথাও বলছে, 'ট্রেন থেকে আমাদের কারও নামা চলবে না, কারণ তাতে কোন লাভ তো নেইই, বরং ভাইরাসটা গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে।'

'মাসুদ ভাই, আমি বাঁচতে চাই!' হাসানকে মরিয়া দেখাল। 'আমি আমার মা-বাবার একমাত্র সন্তান...'

'চুপ করো!' ভাঙা গলায় ধমক দিল রানা, এখন আর নিজের গলাও চিনতে পারছে না। 'বাঁচতে আবার কে চায় না! এ এমন এক পরিস্থিতি, বাঁচলে আমরা সবাই বাঁচব, তা না হলে একজনও বাঁচব না। আমাকে চিন্তা করতে দাও।'

চেলসির মাথাও দ্রুত কাজ করছে। হঠাৎ সে বলল, 'ডুবিয়ে মারা হবে।' তার গলার স্বর আড়ষ্ট।

'কি করে জানছেন?' ঝট করে তার দিকে তাকাল রানা। ঝাঁকি খাওয়ায় সানগ্লাসে আড়াল করা চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত ছিটকে পড়ল চেলসির কপালে।

ঠোঁটের কোণ থেকে বেরিয়ে আসা রক্তের ধারা রুমাল দিয়ে মুছল চেলসিও, ঢোক গিলে খানিকটা খেয়েও ফেলল, তারপর

জড়ানো গলায় আবার বলল, 'জেনারেল আপনাকে বলেছেন পোল্যান্ডের জানাও স্টেশনের কাছাকাছি কোয়ারানটিন সাইট তৈরি করা হচ্ছে, ওখানেই আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে, ঠিক?' সে লক্ষ করল, ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছে না হাসান, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বমি করল খানিকটা।

'হ্যাঁ।' নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, বেশ কয়েক জায়গায় কুঁচকে যাবার পর চামড়া আর সমান হয়নি।

'গোটা ব্যাপারটাই মিথ্যে,' থেমে থেমে বলল চেলসি। 'কোয়ারানটিন হয়তো তৈরি করা হচ্ছে, তবে সেটা নেহাতই লোক দেখানো। জানাও স্টেশনে পৌঁছনোর অনেক আগেই পথে পড়বে সিনিস্টার ক্রসিং। ব্রিজটা দুশো বারো বছরের পুরানো, খুব কম ব্যবহার করা হয়। ম্যাপ থাকলে দেখাতে পারতাম। আমার ধারণা, ওই ব্রিজ থেকে পানিতে ফেলে দেয়া হবে ট্রেন...'

'প্রতি কমপার্টমেন্টে একটা ম্যাপ আছে,' বলল রানা। 'এখানেও থাকার কথা...'

'লাশের আড়ালে হারিয়ে গেছে,' বলল চেলসি। 'চলুন আমার কমপার্টমেন্টে যাই।'

দু'জন সৈনিক ছুটে এসে ভেঙে ফেলল কমপার্টমেন্টের দরজা। আর ঠিক তখনই হাতুড়ির বাড়ি মেরে ক্রাইচেকও জানালার কাচ ভেঙে ফেলল। প্রেশারাইজড বাতাস জানালায় সদ্য তৈরি হওয়া ফুটো দিয়ে হিস হিস আওয়াজ তুলে বেরিয়ে যাচ্ছে, ভেঙে নিয়ে যাচ্ছে ফুটোর কিনারা থেকে কাচের টুকরো। পিছন থেকে সৈনিকরা জড়িয়ে ধরল তাকে, কেড়ে নিতে চেষ্টা করায় হাতুড়িটা ছিটকে পড়ল মেঝেতে। তারপরও ক্রাইচেককে থামানো গেল না, সে খালি হাত দিয়েই ফুটোটা বড় করার চেষ্টা করল, এমন ধস্তাধস্তি করছে যে সৈনিকরা তাকে সরিয়ে আনতে পারছে না।

অবশেষে রাইফেলের বাঁট দিয়ে বাড়ি মারা হলো তার মাথায়।

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

এই সময় ঝড়ের বেগে কমপার্টমেন্টে ঢুকল রানা। একজন সৈনিক চিৎ হয়ে পড়ে থাকা ক্রাইচেকের বুকে বেয়োনেট গাঁথতে যাচ্ছে, খপ করে তার হাতটা ধরে ফেলল ও। 'আমাকে চেনো তোমরা? মাসুদ রানা, প্যাসেঞ্জারদের প্রতিনিধিত্ব করছি। যাও, বেরোও এখান থেকে, একে সামলানোর দায়িত্ব আমি নিলাম।'

সৈনিক দু'জন নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল, তারপর বেরিয়ে গেল কমপার্টমেন্ট ছেড়ে।

রানার চোখে চোখ রেখে ক্রাইচেক বলল, 'তুমি বুঝছ না, বাপ। তুমি বুঝছ না!' জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে। মাথাটা তো ফেটেছেই, তার হাতও কয়েক জায়গায় কেটে গেছে।

রানার পিছু নিয়ে হাসান আর চেলসিও ঢুকেছে ভেতরে। ওরা আসলে ট্রেনের পিছন দিকে যাচ্ছিল, সৈনিকরা ক্রাইচেককে মারধর করছে দেখে ভেতরে ঢুকেছে। হাসানকে ডাক্তার ডাকতে পাঠাল রানা, তারপর চেলসিকে নিয়ে বেরিয়ে এল করিডরে।

এক করিডর থেকে আরেক করিডরে আসা-যাওয়া করা নিষেধ, এই নিয়ম শুধু রানা আর ওর নির্বাচিত কয়েকজনের জন্যে শিথিল করা হয়েছে। সৈনিকদের একজন মেজর, ডিক মনরো, রানার কাছে একটা তালিকা চেয়েছিল। তালিকায় ডাক্তার আর স্বেচ্ছাসেবক দলের সবার নাম দিয়েছে ও। মেজর মনরো নিজের সই করা কাগজের একটা স্লিপ দিয়েছে তাদের সবাইকে। ওই স্লিপ দেখাতে পারলে সৈনিকরা কাউকে আটকাবে না।

নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে পরবর্তী কর্তব্য স্থির করতে বেশ অনেকটা সময় বেরিয়ে গেছে। তবে তারপর কাজ শুরু হয়েছে ঝড়ের বেগে। এরইমধ্যে প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে ডাক্তার আর স্বেচ্ছাসেবক দলের সবাইকে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। রানা নির্দেশ দিয়েছে, লুকিয়ে রাখা অটোমেটিক পিস্তল বের করে নিজেদের সঙ্গে রাখতে হবে, তবে ওর নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত ওগুলো ব্যবহার করা যাবে না, ওদের কর্মসূচী সম্পর্কে সাধারণ

প্যাসেঞ্জারদের এখুনি কিছু বলাও যাবে না।

রানা ঠিক করেছে, প্রথমে ট্রেনের ভেতর নিজেদের অনুকূল একটা পরিবেশ তৈরি করবে। একটা ব্যাপারে প্রায় সবাই ওর সঙ্গে একমত হয়েছে, সৈনিকদের দলে টানা প্রায় অসম্ভব, যদিও এক পর্যায়ে সে চেষ্টাও করা হবে। তার আগে দলে টানতে হবে ট্রেনের পিছনের কারে থাকা সশস্ত্র সিকিউরিটি পুলিসকে। সংখ্যায় ওরা কতজন তা জানা না গেলেও ওদের রাইফেলগুলো কাজে লাগবে।

দীর্ঘ আলোচনায় আরও একটা ব্যাপারে একমত হয়েছে ওরা—মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটি যেহেতু ওদেরকে মেরে ফেলতেই নিয়ে যাচ্ছে, তাদের কাছে সাহায্য চেয়ে কোন লাভ নেই। ট্রেনের পরিস্থিতি যতটা সম্ভব নিজেদের অনুকূলে ও নিয়ন্ত্রণে আনার পর অ্যাড্রেস সিস্টেমের সাহায্যে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে সাধারণ প্যাসেঞ্জারদের সব কথাই জানানো হবে, সেই সঙ্গে সৈনিকদের বলা হবে তোমরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দাও। বাঁচার কি উপায় করা যায় সে-বিষয়েও কথা বলবে রানা।

ম্যাপ দেখে সময়ের একটা হিসাব করেছে ওরা। এখন বাজে সাড়ে এগারোটা। ট্রেন সিনিস্টার ক্রসিঙে পৌঁছুতে সময় নেবে আরও সাড়ে পাঁচ থেকে ছ'ঘণ্টা।

দুপুর বারোটা।

বোহেমিয়ান বনভূমির ভেতর দিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ায় ঢুকল ট্রান্সকন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেস, চারপাশে পাথুরে পাহাড় আর ছড়ানো-ছিটানো কিছু গাছপালা ছাড়া আর কিছু নেই, ট্রেন ছুটে চলেছে উত্তর-পুব ঘেঁষা রুট ধরে ওস্ট্রাভা ক্রিসেন্ট-এর দিকে। সোজা-সরল রেললাইন ছেড়ে ঘুরপথ ধরেছে ট্রেন, জন বহুল শহরগুলোকে এড়াবার জন্যে—তার মধ্যে প্রাগ, হারাডেস, ক্রালভ, কারভিনা আর ওস্ট্রাভাও আছে। ঘুরপথ নির্ধারিত করা হয়েছে

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

মেগাডেথ প্রিভেনশন কমিটি থেকে, কমান্ড সেন্টারের কমপিউটরের সাহায্যে। ইলেকট্রিক ও ডিজেল এঞ্জিনের শক্তি এক হওয়ায় ট্রেনের স্পীড বেড়ে গেছে, ফলে ঘুরপথ ধরলেও সময়ের চেয়ে এগিয়ে না থাকলেও, পিছিয়ে যাচ্ছে না। রেকর্ড সময়ের ভেতর বোহেমিয়া আর মোরাভিয়া পার হয়ে এল ওরা। এই মুহূর্তে কার্পেথিয়ান পার্বত্য এলাকায় রয়েছে ট্রেন, ক্রমশ ওপরে উঠছে, সামনে পড়বে আঁকাবাঁকা রেলপথ। চেক, স্লোভাক, জার্মান আর ইংরেজি ভাষায় লেখা একটা সাইনও পড়বে, তাতে লেখা–'জাবলুনকভ পাস, হাইটার্টা রেঞ্জ, কার্পেথিয়ান মাউন্টিনস, অলটিচ্যুড সেভেন থাউজেন্ড ওয়ান হানড্রেড টুয়েলভ ফিট।'

সাড়ে বারোটা।

ট্রেনের পিছনে এসে রানা ও চেলসি দেখল প্রোটেকটিভ স্যুট পরা দু'জন সৈনিক পাহারা দিচ্ছে, করিডরের একেবারে শেষ মাথায়। কারণটা বোঝা গেল না, তাদেরকে উদ্বিগ্ন ও বিচলিত দেখাল। 'মেজর মনরো তোমাদের ডাকছেন,' বলল রানা, পকেট থেকে কাগজের স্লিপ বের করে দেখাল।

কোন রকম ইতস্তত বা প্রশ্ন না করে চলে গেল তারা, হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হলো যেন পালিয়ে বাঁচল। করিডর থেকে তারা বেরিয়ে যেতেই দরজা বন্ধ করে দিল চেলসি, আর রানা করিডরের দিকের একটা জানালা ভাঙার জন্যে এগোল। [illegible] হাতুড়িটা সবার অলক্ষ্যে পকেটে করে নিয়ে এসেছে ও।

ভাঙতে গিয়ে দেখে জানালার কাচ ফাটা। ব্যাপারটা কি? ভাল করে পরীক্ষা করতে দেখল, শুধু ফাটা নয়, ছোট আকারের একটা ফুটোও তৈরি হয়েছে। ফুটোটা বড় করতে বেশি সময় লাগল না। প্রয়োজন হবে, তাই জানালার সবটুকু কাচ ভেঙে ফেলল ও। বাইরে মাথা বের করতেই সৈনিকদের বিচলিত বোধ করার একটা কারণ অন্তত জানা গেল।

সিকিউরিটি পুলিসের তিন-চারজন লোক নিজেদের কার থেকে বেরিয়ে ট্রেনের গায়ে ঝুলে রয়েছে, চিৎকার করে কি যেন বলতে চাইছে তারা। জানালার কাঁচ ভাঙতে না পেরে বা ভাঙতে গিয়ে বাধা পাওয়ায় ফিরে যাচ্ছিল তারা, আন্দাজ করল রানা, ওকে দেখে থেমে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেছে। হাতছানি দিয়ে তাদেরকে কাছে ডাকল ও।

জানালার সামনে চলে এল পুলিসদের চীফ, সার্জেন্ট রিচার্ড কক। 'আমরাও সংক্রমিত হয়েছি! আমার চারজন লোক মারা গেছে! আমাদের ওষুধ দরকার!'

রানা তাকে জানালা গলে মূল ট্রেনের করিডরের ভেতরে ঢুকতে সাহায্য করল। 'কেউ আমরা বাঁচব না,' এভাবে শুরু করে, প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষেপে একটা ধারণা দিল ও।

'তাহলে আসুন ট্রেন থামাতে বাধ্য করি ড্রাইভারদের, সবাই নেমে পড়ি, তারপর কাছাকাছি কোন হাসপাতালে চলে যাই...'

তাকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'পিছনের এঞ্জিন থামলেও, সামনেরটা থামাবেন কিভাবে? প্রোটেকটিভ স্যুট পরা একশো মার্কিন সৈনিক আছে ট্রেনে, তাদের ওপর নির্দেশ আছে কোন অবস্থাতেই ট্রেন থামানো যাবে না। প্রয়োজনে গুলি করবে ওরা, তবু ট্রেন থামাতে দেবে না।'

'ট্রেন তো পাহাড়ে চড়ছে, গতি এখন একদম কম,' বলল সার্জেন্ট কক। 'প্যাসেঞ্জারদের বলুন জানালা ভেঙে নিচে লাফিয়ে পড়ুক।'

মাথা নাড়ল রানা। 'এমথ্রীএক্স ভাইরাস সম্পর্কে কিছু জানেন না, তাই এ-কথা বলতে পারছেন। ট্রেন থেকে আমরা নামলে ভাইরাসটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে, ফলে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে এক বিলিয়ন মানুষ সাফ হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, প্রতিটি মহাদেশে এই রোগ ছড়াবে।'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল কক।

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

'হাসপাতালে গিয়েও কোন লাভ নেই,' বলল রানা। 'কারণ মাল্টিপল এক্সএক্স-এর কোন প্রতিষেধক এদিকে আপনি পাবেন না।'

'এদিকে পাব না? তারমানে প্রতিষেধক আছে, কিন্তু অন্য কোথাও?'

সার্জেন্টের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে খুশি হলো রানা। 'হ্যাঁ, জেনেভাতে আছে–আমি জানি। কিন্তু কে আনবে? আনতে কতক্ষণ লাগবে?'

'ওহ্ গড!'

'এখন আর শুধু তাঁকে ডেকে কোন লাভ নেই,' বলল রানা। 'আসল কাজটা নিজেদেরকে করতে হবে–যদি বাঁচতে চাই।'

'আসল কাজ? কি সেটা?' ব্যাকুল কণ্ঠে জানতে চাইল কক।

'সেটা পরে জানতে পারবেন,' বলল রানা। 'তার আগে আপনাদের সবার সহযোগিতা দরকার আমার। পাব?'

রানার দিকে পাঁচ সেকেন্ড নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল সার্জেন্ট। 'আপনি কে?' চেলসির দিকেও তাকাল সে। 'ওঁকে চিনি বলে মনে হচ্ছে–চেলসি মেয়র না, বিখ্যাত রিপোর্টার?'

কথা না বলে চেলসি মাথা ঝাঁকাল।

'আমি মাসুদ রানা,' সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিল রানা, তারপর বলল, 'মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছে। ওরা আমাদেরকে বাঁচাতে নয়, মেরে ফেলতে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আপনারা সবাই যদি আমাকে সাহায্য করেন, আমি একটা শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাই...'

'মারা তো যাচ্ছিই, আপনার কথা শুনলে যদি বাঁচার সুযোগ পাই, কেন সাহায্য করব না?'

'তাহলে আপনার লোকদের ডাকুন,' নির্দেশ দিল রানা। 'ওদেরকে আশ্বস্ত করুন, বলুন এই রোগের প্রতিষেধক আছে। আমার পরিচয় দিয়ে বলুন, মাসুদ রানা ট্রেন দখল করতে যাচ্ছে, তাকে যাহায্য করতে হবে।'

জানালা দিয়ে মুখ বের করে সিকিউরিটি পুলিসদের উদ্দেশে চিৎকার জুড়ে দিল সার্জেন্ট, 'ভয় পাবার কোন কারণ নেই। বাঁচার উপায় আছে! তোমরা একে একে এখানে চলে এসো...'

সাত

বেলা একটা।

পোস্টাল কমিউনিকেশন কার থেকে বহু চেষ্টা করেও রেডিও-টেলিফোনে জেনারেল লী মার্শালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হলো রানা। জেনারেল কানেকশন বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন, রানাকে এখন আর তাঁর দরকার নেই। এই মুহূর্তে সৈনিকদের লীডার মেজর মনরোর সঙ্গে কথা বলছেন তিনি, নতুন কারে ফিট করা রেডিও-টেলিফোনে।

আতঙ্কিত মেজর রিপোর্ট করল, 'জেনারেল, প্রোটেকটিভ স্যুটে নিশ্চয়ই কোন ত্রুটি আছে! কারণ আমরাও সংক্রমিত হয়েছি!'

'জানি,' মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটির কমান্ড সেন্টার থেকে শান্ত গলায় বললেন জেনারেল। 'তাতে আতঙ্কিত হবার কিছুই নেই। ট্রেনের মাথায় পৌঁছে গেছে আপনাদের রিপ্লেসমেন্ট, চারটে হেলিকপ্টারে একশো নতুন সৈনিক, নতুন প্রোটেকটিভ স্যুট পরা...'

'জেনারেল, আপনার কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি না!'

'আপনারা ট্রেন থামান। কয়েকজন সৈনিককে পিছন দিকে পাঠিয়ে দিন, পিছনের এঞ্জিনের ড্রাইভারদের অস্ত্রের মুখে এঞ্জিন

বন্ধ করতে বাধ্য করবে তারা। পুলিস বা অন্য কেউ বাধা দিলে গুলি করবেন,' বললেন জেনারেল। কমিউনিকেশন সিস্টেমের রেঞ্জে কুলাচ্ছে না, জেনেভা থেকে অনেক দূরে চলে গেছে ট্রেন।

'ট্রেন থামার পর সবাই আপনারা নেমে পড়বেন, হেঁটে চলে যাবেন আধ মাইল পিছনে। ওখানে আপনারা অপেক্ষা করবেন। হেলিকপ্টারগুলো নামবে ট্রেনের সামনে, নতুন সৈনিকরা আপনাদের ত্যাগ করা কার-এ উঠবে। তাদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া আছে, দুটো এঞ্জিনই দখল করে নেবে তারা। তাদেরকে বলা হয়েছে, সংক্রমিত কোন প্যাসেঞ্জার মারা গেলে লাশ রেখে না দিয়ে ফ্লেইমথ্রোয়ার দিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

'খালি 'কপ্টারগুলো ট্রেন থেকে আধ মাইল দূরে এসে আপনাদেরকে তুলে নেবে, পৌঁছে দেবে কোয়ারানটিনে। চিকিৎসার সমস্ত আয়োজন করা হয়েছে, কথা দিচ্ছি সময় মত পৌঁছুতে পারলে আপনারা কেউ মারা যাবেন না। এটাই আপনার সঙ্গে আমার শেষ যোগাযোগ। আশা করি ট্রেন থামাবার গুরুত্ব আপনাকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।'

সৈনিকরা ট্রেন থামিয়ে পালিয়ে বাঁচার জন্যে ব্যস্ত, রানা বা স্বেচ্ছাসেবকদের কর্মব্যস্ততার দিকে তাদের তেমন খেয়াল নেই। জানালা গলে মূল ট্রেন থেকে পিছনের কার হয়ে এঞ্জিন রুমে কয়েকজন সৈনিককে যেতে দেখল রানা, তবে কারণটা ঠিক বুঝতে পারল না।

পাঁচ মিনিট পরই থেমে গেল ট্রেন। পিছনের এঞ্জিনরুমে যারা গিয়েছিল আর করিডরে যে-সব সৈনিক পাহারায় ছিল তারা ব্রিজ হয়ে নিজেদের কার-এ ফিরে গেল। করিডর ফাঁকা হয়ে যাওয়ায় কমপার্টমেন্ট থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে আসছে যাত্রীরা। তবে সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এল স্বেচ্ছাসেবকরা.

এখন তাদের সঙ্গে ফায়ার আর্মসও আছে, আছে চোদ্দজন সিকিউরিটি পুলিসের হাতে চোদ্দটা সাব-মেশিনগান।

ট্রেনের সামনে থেকে সৈনিকদের পালা বদলের পুরো ঘটনাটা ক্যামেরায় বন্দী করল চেলসি।

আধ ঘণ্টা পর আবার রওনা হলো ট্রেন। কানেকটিং ব্রিজের ওপারে, সামনের কারগুলোয় এখন নতুন সৈনিক। তাদের লীডার মেজর ডানহিল সবাইকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছে। প্রথম কাজ পিছনের লোকোমটিভ দখল করতে হবে।

বেলা দেড়টা। আর সাড়ে তিন ঘণ্টা পর সিনিস্টার ক্রসিঙে পৌঁছুবে ট্রেন।

রানার নির্দেশে সমস্ত প্রস্তুতি শেষ করেছে স্বেচ্ছাসেবক দল, সিকিউরিটি পুলিস সহ তাদের সংখ্যা এখন পঞ্চাশজন। নতুন সৈনিকরা কানেকটিং ব্রিজ পেরিয়ে মূল ট্রেনে পজিশন নেয়ার আগেই কানেকটিং ব্রিজের এপারের তিনটে কার খালি করে ফেলা হয়েছে, সেগুলোয় লুকিয়ে আছে সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকরা। সিনিস্টার ক্রসিঙে পৌঁছুবার আগে ট্রেন থামাতেই হবে, বলে দিয়েছে রানা, সেক্ষেত্রে যুদ্ধ একটা বাধবেই।

ট্রেনে অ্যাসেটিলিন মেশিন বা টর্চ পাওয়া গেছে, তবে সেটা ব্যবহার করার জন্যে কোন অপারেটর পাওয়া যায়নি। তারপর জানা গেল, নেলসন লোহা গলাবার এই মেশিন দু'একবার ব্যবহার করেছে। তাকে এক জোড়া কারের মাঝখানের কাপলিং গলাবার কাজ দেয়া হলো–কাজটা শেষ হলে মূল ট্রেনের তিনটে কার, কানেকটিং ব্রিজ আর পরে জোড়া লাগানো পাঁচটা কার সহ ডিজেল এঞ্জিনটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

পিছনের এঞ্জিনের চারজন ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে এসেছে রানা, সঙ্গে ছিল সার্জেন্ট কক। রানার যুক্তি মেনে নিয়ে ড্রাইভাররা সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছে।

সমস্ত প্রস্তুতি শেষ করার পর শুরু হলো রানার কাজ। পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের সাহায্যে প্রথমে প্যাসেঞ্জারদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখল ও। কোন কিছু গোপন না করে আসলে কি ঘটেছে এবং এখন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা পর কি ঘটতে যাচ্ছে সবই ব্যাখ্যা করল ও। সবশেষে জানাল, 'মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটির নির্দেশে সিনিস্টার ক্রসিং থেকে নদীতে ফেলে দেয়া হবে ট্রেন। এই ভাইরাস পানিতে নির্জীব হয়ে থাকে, ফলে রোগটা তখন আর ছড়াতে পারবে না, কিন্তু আমরা যারা সংক্রমিত হয়েছি তারা কেউ বাঁচব না। বারোশো যাত্রীর মধ্যে সাতশো এরইমধ্যে সংক্রমিত হয়েছি, তাদের মধ্যে মারা গেছে একশোজনের মত। বাকি পাঁচশো প্যাসেঞ্জারও আগামী সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে সংক্রমিত হবে, এবং চিকিৎসা না পেলে মারা যাবে।

'মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটির জেনারেল লী মার্শালকে আমি বারবার বোঝাতে চেষ্টা করেছি, এই ভাইরাসের প্রতিষেধক কোথায় আছে আমি জানি, কিন্তু তিনি আমার কথা বিশ্বাস করেননি।

'আপনাদেরকেও খোদার কসম খেয়ে বলছি, এই রোগের প্রতিষেধক সত্যিই আছে। আপনারা যদি আমার কথা বিশ্বাস করেন, ট্রেন থামাবার জন্যে স্বেচ্ছাসেবক দলকে সব রকম সাহায্য করুন। ট্রেন থামলে আমি একা নেমে যাব। কোথাও থেকে ফোন করে হু-র অঙ্গপ্রতিষ্ঠান "রেমিডি"-র সঙ্গে যোগাযোগ করব, বলব হেলিকপ্টারে করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ট্রেনে যেন প্রতিষেধক পৌঁছে দেয়া হয়। মাত্র দু'দিন আগে রেমিডির প্রধান বিজ্ঞানী ড. নাসিমুল গনির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে–তিনি আমাকে জানিয়েছেন এমথ্রীএক্স প্রতিষেধক তাঁরা আবিষ্কার করেছেন।

'তবে আমি জানি না প্রতিষেধক পৌঁছুতে কতক্ষণ সময় লাগবে। প্রতিষেধক এসে পৌঁছাবার আগেই যদি ট্রেন সিনিস্টার ক্রসিঙে পৌঁছে যায়, কেউ আপনারা বাঁচবেন না। কাজেই আমি

চলে যাবার পর যে-কোনও ভাবে ট্রেন থামিয়ে রাখতে হবে আপনাদের। আমার এই প্রস্তাবে আপনারা রাজি কিনা স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে আমাকে জানান।

'এবার প্রোটেকটিভ স্যুট পরা আমেরিকান সৈনিকদের উদ্দেশে কিছু বলতে চাই আমি। আগেই বলেছি, এমথ্রীএক্স ভাইরাসের কোন প্রতিষেধক মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটির কাছে নেই, আর কারও কাছ আছে বলে তারা বিশ্বাসও করে না। আপনাদের আগে যে একশো সৈনিক ট্রেনের সামনে ছিল তারা সংক্রমিত হওয়ায় তাদের জায়গায় আপনাদেরকে পাঠানো হয়েছে। সংক্রমিত হওয়ায় ওরাও বাঁচবে না। বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, ওদেরকে ক্রেম্যাটরিয়মে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার জন্যে। আমি বলতে চাইছি, প্রোটেকটিভ স্যুটও এই ভাইরাস ঠেকাতে পারবে না–পাঁচ ঘণ্টা পর আপনারাও সংক্রমিত হবেন। তবে আমি জানি আপনাদের বলা হয়েছে প্রোটেকটিভ স্যুটগুলো অন্তত দশ ঘণ্টা ভাইরাস ঠেকিয়ে রাখতে পারে। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে আপনারাও মারা যাবেন। প্রোটেকটিভ স্যুট আপনাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

'ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে আপনাদের আমি অনুরোধ করছি, ট্রেন থামাতে আমাকে সাহায্য করুন। সামরিক কমান্ডের নির্দেশ অমান্য করলে আপনাদের কোর্ট মার্শাল হবে, আমি জানি। কিন্তু যদি প্রমাণ করা যায় মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আপনাদেরকে তারা ভুল বুঝিয়েছে, আর সবশেষে যদি দেখা যায় প্রতিষেধক পাওয়ায় প্যাসেঞ্জাররা সহ আপনারা সবাই বেঁচে আছেন, তাহলে কি হবে? তখন আপনাদের নয়, কোর্ট মার্শাল হবে জেনারেল লী মার্শালের, পেন্টাগন থেকে তাঁকে যারা বুদ্ধি-পরামর্শ যুগিয়েছে, তাদের। প্রয়োজন হলে ট্রেনের সমস্ত যাত্রী এবং আমি নিজে আপনাদের পক্ষে সাক্ষী দেব।

'আমি আপনাদের সিদ্ধান্ত জানার অপেক্ষায় আছি,' বলে

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

বক্তব্য শেষ করল রানা।

প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হলো, তবে সেটা বোমা বিস্ফোরণের মতই তীব্র। সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ও বর্ণবাদী কিছু জার্মান ও পশ্চিম ইউরোপের কিছু লোক রানার একটা কথাও বিশ্বাস করল না। ন্যাটো আর যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা স্বগোত্রীয় বারোশো প্যাসেঞ্জারকে মেরে ফেলতে চাইছে, এটা অশ্বেতাঙ্গ মাসুদ রানার উদ্ভট কল্পনা বলে ধরে নিল তারা, কেউ কেউ এমনকি এর মধ্যে রানার অশুভ কোন ষড়যন্ত্র আছে বলেও সন্দেহ করল।

ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে যাদের আপনজন বা বন্ধু-বান্ধব মারা গেছে তারা প্রায় সবাই রানার কথা বিশ্বাস করল, বিশ্বাস করল বেশিরভাগ সংক্রমিত ব্যক্তিও। তবে তাদের মনেও সন্দেহ আর প্রশ্ন কম নয়। মাসুদ রানা বলছে না কেন কোথায় পাওয়া যাবে এমগ্রীএক্স-এর প্রতিষেধক? সেটা ট্রেনে নিয়ে আসতে কতক্ষণ লাগবে, সেটাই বা কেন গোপন করে যাচ্ছে?

সেচ্ছাসেবকরা এ-সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। ভাইরাসের প্রতিষেধক আছে জেনেভায়। ট্রেন থেকে নেমে গিয়ে রানা ফোন করলে হেলিকপ্টারে করে পাঠানো হবে।

ব্যাপারটা কেউ বিশ্বাস করল না। জেনেভা থেকে প্রায় হাজার মাইল দূরে সরে এসেছে ট্রেন, সময় লেগেছে সাড়ে তেরো ঘণ্টা। হেলিকপ্টারে করে জেনেভা থেকে প্রতিষেধক আনতেও ওই রকম সময় লাগবে। অথচ ট্রেন সিনিস্টার ক্রসিঙে পৌঁছুতে সময় লাগবে আর মাত্র তিন ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট।

স্বেচ্ছাসেবকরা জবাব দিল, সেজন্যেই তো মাসুদ রানা ট্রেন থামিয়ে রাখার অনুরোধ করেছেন। বাচার এই একটাই উপায়, প্রতিষেধক নিয়ে রানা ফিরে না আসা পর্যন্ত ট্রেনটাকে সিনিস্টার ক্রসিঙে পৌঁছুতে দেয়া যাবে না।

ট্রেনের প্রতিটি কমপার্টমেন্টে যখন হুলস্থুল কাণ্ড চলছে, কানেকটিং ব্রিজের ওপার থেকে মার্কিন সৈনিকদের কমান্ডার মেজর ডানহিল নিজেদের অ্যাড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে ঘোষণা করল, 'মেজর মাসুদ রানা, মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটির নির্দেশ অমান্য করার অপরাধে আপনাকে অ্যারেস্ট করার নির্দেশ দিচ্ছি আমি। স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করলে ভাল, আপনাকে শুধু আমরা বন্দী করে রাখব। কিন্তু বাধা দিলে গুলি করা হবে।'

কানেকটিং ব্রিজের ওপর দশজন সৈনিককে দেখা গেল, প্রত্যেকে হেলমেট আর মাস্ক সহ প্রোটেকটিভ স্যুট পরে আছে, সবার হাতে একটা করে সাব-মেশিনগান, কোমরে অটোমেটিক পিস্তল আর ফ্লেইমথ্রোয়ার। মারমুখো ভঙ্গি, অস্ত্র বাগিয়ে ধরে সাবধানে মূল ট্রেনে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা।

মূল ট্রেনের তিনটে কার আগেই খালি করা হয়েছে, সেখানে পজিশন নিয়েছে সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকরা। প্রকৃত পরিস্থিতি প্রকাশ করার পর কি ঘটতে পারে তা আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিল রানা, তাই প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়ে রেখেছে। ফলে সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল সশস্ত্র প্রতিরোধ। কানেকটিং ব্রিজ পেরিয়ে ইস্পাতের দরজা খুলে মূল ট্রেনে পা রাখল মার্কিন সৈন্যরা, দেখতে পেয়েই স্বেচ্ছাসেবকরা খালি কারগুলোর কমপার্টমেন্টের দরজা থেকে গুলি করল। প্রেশারাইজ অ্যাটমস্ফিয়ার ভেদ করে ছোটার সময় প্রতিটি বুলেট আগুনের একেকটা গোলায় পরিণত হলো।

দশজন সৈনিকের মধ্যে ছ'জনই মারা গেল, চোখের পলকে তাদের স্যুটে আগুন ধরে গেল। বাকি চারজন পিছিয়ে গেল ভয়ে।

পাঁচ মিনিট পর নতুন করে শুরু হলো হামলা। এবার মার্কিন সৈনিকরা গ্রেনেড চার্জ করল। কানেকটিং ব্রিজ পেরিয়ে মূল ট্রেনে চলে এসেছে তারা, সংখ্যায় বারোজন। গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলো মূল ট্রেনের করিডরে, ফলে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। ফায়ার এক্সটিংগুইশার নিয়ে ছুটে এল একদল সৈনিক, আগুন

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

নেভাবার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল তারা।

তিনটে খালি কারের প্রথমটায় রয়েছে রানা, দ্বিতীয় কমপার্টমেন্টে ওর নির্দেশে স্বেচ্ছাসেবকরা কেউ গুলি করছে না, সবাই যার যার কমপার্টমেন্টের দরজা বন্ধ করে দিয়ে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় আছে।

ডোনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কোটর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে তার চোখ। মুখের ভেতর এত ফুলে উঠেছে জিভ, সারাক্ষণ হাঁ করে থাকতে বাধ্য হচ্ছে বেচারি। চোখের কোণ বেয়ে রক্তও গড়াচ্ছে।

কমপার্টমেন্টের দরজা খোলার সময় নিষ্পাপ বাচ্চা মেয়েটাকে অকথ্য ভাষায় গাল দিচ্ছে প্রিস্ট, 'তোর মা বেশ্যা ছিল! তুই আমাকে ডোবালি!' দরজা খুলে ডোনাকে করিডরে ঠেলে দিল সে, পরমুহূর্তে আবার বন্ধ করে দিল দরজা।

পিস্তলের বাঁট দিয়ে জানালা ভাঙছে সে। আগেই খানিকটা ভেঙে রেখেছিল, বাকিটুকু ভাঙতে খুব বেশি সময় লাগল না। ট্রেন এখনও ঢাল বেয়ে পাহাড়ের ওপর উঠছে, গতি তেমন বেশি নয়। জানালা গলে নিচে লাফ দিল প্রিস্ট।

মার্কিন সৈনিকদের কয়েকজন স্নাইপার তাদের কার-এর ছাদ থেকে নজর রাখছিল ট্রেনের দু'দিকে। প্রিস্টকে তারা ট্রেন থেকে নিচে লাফিয়ে পড়তে দেখল। একসঙ্গে গুলি করল সৈনিকরা। ট্রেন থেকে মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝরা হয়ে গেল তুরা প্রিস্ট।

খালি প্রথম কারের করিডর ধরে এগোচ্ছে মার্কিন সৈনিকরা, অত্যন্ত সাবধানে। গ্রেনেড ফাটাবার পর প্রতিপক্ষ পাল্টা গুলি করেনি, ফলে তারাও আর অস্ত্র বা গ্রেনেড ব্যবহার করছে না। দরজা ভেঙে প্রথম কারের প্রথম কমপার্টমেন্টে ঢুকল তারা, ভেতরে কাউকে দেখতে পেল না। করিডরে বেরিয়ে এসে এক সঙ্গে নয়, দু'জন দু'জন করে এগোচ্ছে তারা।

সামনে প্রথম কারের দ্বিতীয় কমপার্টমেন্ট। করিডরে দাঁড়িয়ে পড়ল দশজন, বাকি দু'জন ভেতরে ঢুকবে। কিন্তু কমপার্টমেন্টের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। গুলি করলে বা গ্রেনেড চার্জ করলে আবার আগুন ধরে যাবে, সঙ্গে চাবিও নেই যে বাইরে থেকে তালা খুলবে, কাজেই বাধ্য হয়ে গায়ের জোরে দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে তারা।

কাজটায় অনেকেই হাত লাগাল। সৈনিকরা এক জায়গায় জড়ো হয়েছে, কমপার্টমেন্টের ভেতর থেকে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরে সাব-মেশিনগান থেকে এক পশলা গুলি করল রানা।

পাঁচজন সৈনিক গুলি খেলো, পরমুহূর্তে পাঁচজনই পরিণত হলো জ্বলন্ত মশালে। বাকি সাতজন ছিটকে দূরে সরে গেল—না পারছে গুলি করতে, না পারছে গ্রেনেড চার্জ করতে। কানেকটিং ব্রিজের দরজা খুলে মূল ট্রেন থেকে বেরিয়ে গেল তারা, দরজাটাও বন্ধ করে দিল।

মেজর ডানহিল রেডিও-টেলিফোন হাতে নিয়ে চিৎকার করছে, কিন্তু অপরপ্রান্ত অর্থাৎ মেগাডেথ প্রিভেনশন কমিটির কমান্ড সেন্টার থেকে কোন সাড়া পাচ্ছে না। 'জেনারেল, মেজর মাসুদ রানার নেতৃত্বে ট্রেনের প্যাসেঞ্জাররা বিদ্রোহ করেছে। ট্রেন তারা দখল করে নিয়েছে, কানেকটিং ব্রিজ পেরিয়ে মূল ট্রেনে আমরা ঢুকতেই পারছি না। এখন কি করব বলে দিন!'

কোন সাড়া নেই।

রিসিভার নামিয়ে রেখে দুই মিনিট পায়চারি করল মেজর ডানহিল। তারপর অ্যাড্রেস সিস্টেমের সামনে থামল, মাইক্রোফোনের মাউথপীসটা হাতে নিয়ে মুখের সামনে আনল। 'মেজর মাসুদ রানা,' হিসহিস করে বলল সে। 'আধ ঘণ্টা সময় দেয়া হলো আপনাকে। এরমধ্যে আপনি যদি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

না করেন, মূল ট্রেনে আমরা আগুন ধরিয়ে দেব। প্যাসেঞ্জাররা সবাই পুড়ে মারা যাবে, এবং সেজন্যে একা আপনি দায়ী থাকবেন। প্যাসেঞ্জারদের বলছি, মাসুদ রানা আপনাদের সঙ্গে বেঈমানী করছে। তার কথা আপনারা বিশ্বাস করবেন না। এই ভাইরাসের প্রতিষেধক আছে, পোল্যান্ডে আপনাদের জন্যে কোয়ারানটিন সাইট তৈরি করা হয়েছে। আমি আপনাদেরকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, সময় মত চিকিৎসা পেলে সবাই সুস্থ হয়ে উঠবেন, একজনও মারা যাবেন না। যেভাবে পারেন, মাসুদ রানা আর তার লোকজনকে নিরস্ত্র করুন। তা না হলে সবাইকে পুড়ে মরতে হবে।'

মেজর ডানহিলের বক্তব্য প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করল। সন্দেহের দোলায় দুলছে, জানে না কার কথা বিশ্বাস করবে। দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল তারা, একদল রানার বক্তব্য সত্যি বলে মানতে রাজি, আরেক দল রানার বিরুদ্ধে চলে গেল। যারা বিরুদ্ধে তারা রীতিমত হিংস্র হয়ে উঠল। রানাকে তারা খুঁজছে, হাতের কাছে পেলে স্রেফ খুন করে ফেলবে।

ট্রেন এখনও ঢাল বেয়ে উঠছে। ইচ্ছে করলে একটা দরজা বা জানালা ভেঙে নিচে লাফিয়ে পড়তে পারে রানা। ইতিমধ্যে দুটো বেজে গেছে, আর মাত্র তিন ঘণ্টা পর সিমিটার ক্রসিংএ পৌঁছে যাবে ট্রেন।

'ওরা সত্যি ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দেবে,' চেলসিকে বলল রানা, করিডর ধরে এইমাত্র ডোনাকে নিয়ে রানার কাছে চলে এসেছে সে। কমপার্টমেন্টে ওদের সঙ্গে সন্দেশা, হাসান, ভেনাস, সাতজন পুলিস আর ফগেল রয়েছে। ফগেল এইমাত্র ভেতরে ঢুকল। তার সঙ্গে আরও ছয়-সাতজন প্যাসেঞ্জার এসেছে, কমপার্টমেন্টে না ঢুকে বাইরে অপেক্ষা করছে তারা।

'এখন কি করা?' সন্দেশা জানতে চাইল। ইতিমধ্যে সে-ও সংক্রমিত হয়েছে। সংক্রমিত হয়নি এমন প্যাসেঞ্জার ট্রেনে এখন পাওয়াই কঠিন।

ফগেল বলল, 'আমরা বেশিরভাগ প্যাসেঞ্জারই কোয়ারানটিনে যেতে চাই। ওদের সবার তরফ থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছে।' রানার দিকে তাকিয়ে কথা বলছে সে। 'মেজর রানা, আপনি সারেন্ডার করুন।' হঠাৎ তার হাতে একটা অটোমেটিক পিস্তল বেরিয়ে এল।

'সাবধান!' চেঁচিয়ে উঠল হাসান। 'গুলি করলে কমপার্টমেন্টে আগুন ধরে যাবে!'

'যায় যাক!' হিসহিস করে উঠল ফগেল, রানার কপালে পিস্তল তাক করেছে সে। 'হয় সারেন্ডার করুন, তা না হলে গুলি খেয়ে মরুন।'

দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে আরও ছয়-সাতজন ভেতরে ঢুকে পড়ল, প্রত্যেকের হাতে লোহার রড বা ছোরা।

'আপনারা শান্ত হন,' নরম সুরে বলল রানা। 'আগেই বলেছি, এই ভাইরাসের প্রতিষেধক কোথায় আছে আমি জানি...'

'জানেনই যদি, বলছেন না কেন কোথায় আছে?' খেঁকিয়ে উঠল ফগেল।

'জেনেভায় আছে,' বলল রানা।

'জেনেভা থেকে কত দূরে চলে এসেছি, সে খেয়াল আছে?' ফগেলের পিছন থেকে বলল একজন। 'ওখান থেকে প্রতিষেধক আনতে কতক্ষণ লাগবে হিসেব করেছেন?'

'হ্যাঁ, অনেক সময় লেগে যাবে,' বলল রানা। 'সেজন্যেই তো ট্রেন দাঁড় করিয়ে রাখার কথা বলেছি আমি।'

'চাইলেই কি ট্রেন দাঁড় করাতে পারব আমরা?' ম্লান সুরে বলল সন্দেশা, সে-ও রানার ওপর আস্থা রাখতে পারছে না।

'আমার একটা প্ল্যান আছে,' বলল রানা। 'আপনারা সবাই

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

সহযোগিতা করলে ট্রেন দাঁড় করিয়ে রাখা সম্ভব।'

'কি প্ল্যান? আমাদেরকে জানান!' আবার খেঁকিয়ে উঠল ফগেল। 'তাছাড়া, আপনার কথা কেন আমরা বিশ্বাস করব? সৈন্যরাও তো বলছে, আমাদের জন্যে কোয়ারানটিনের ব্যবস্থা...'

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ক্রাইচেক, হাত ও মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। বাইরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিল। ফগেলের পিছন থেকে সে হঠাৎ হেসে উঠল। ফগেল বোকা নয়, ক্রাইচেকের হাসি শুনেও এক চুল নড়ল না, হাতের পিস্তল এখনও রানার কপালে তাক করে রেখেছে।

'কে হাসে?' জানতে চাইল সে।

'আমি, তোমার দোস্ত,' বলল ক্রাইচেক। 'ট্রেন দাঁড় করিয়ে রাখার প্ল্যানটা আমি জানি, কারণ আমি স্বেচ্ছাসেবকদের একজন। তুমি জানো না, কারণ তুমি আমাদের দলে নাম লেখাওনি। তোমার অসমাপ্ত প্রশ্নের উত্তরে বলছি, মার্কিন সৈনিকদের মেজর মিথ্যে কথা বলছে—ওদের কাছে প্রতিষেধক নেই।'

'তোমার লেকচার শোনার সময় নেই আমার,' বলল ফগেল। 'হয় মাসুদ রানাকে সারেন্ডার করতে হবে, তা না হলে গুলি খেয়ে মরতে হবে...'

রানার ইঙ্গিতে হাসান আর সুইডিশ ছাত্রদের কয়েকজন ফায়ার এক্সটিংগুইশার নিয়ে তৈরি হলো।

ক্রাইচেক আবার হেসে উঠল, বলল, 'ওগুলোর দরকার হবে না, অন্তত এখুনি নয়। ও হে, ফগেল, তুমি বোকার মত ভুল করছ। ওই পিস্তল আমি তোমার কাছে বিক্রি করেছি। আমিও জানি, তুমিও জানো—ওটা একটা খেলনা পিস্তল!'

'এটা সেটা নয়,' বলে একস্মাৎ ঘুরল ফগেল, ক্রাইচেকের বুকে পিস্তলের মাজল ঠেকিয়ে ট্রিগার টেনে দিল।

চোখের পলকে জ্বলন্ত মশালে পরিণত হলো ক্রাইচেক। আগুন

নেভাবার সরঞ্জাম নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কয়েকজন, আগুনটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিভেও গেল, কিন্তু ক্রাইচেককে বাঁচানো গেল না—বুলেটটা তার হৃৎপিণ্ড ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। ফগেলকে কোন সুযোগ দেয়নি রানা, ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে পিস্তলটা। বাকি সবাই তার সঙ্গীদেরও নিরস্ত্র করল।

হাতঘড়ি দেখল রানা, কব্জির চামড়া নরম কাদার মত হয়ে গেছে। ও কি বলে শোনার জন্যে অস্থির ব্যাকুলতা নিয়ে অপেক্ষা করছে সবাই। 'প্যাসেঞ্জাররা আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে,' বলল ও। 'গায়ের জোরে বা অস্ত্রের মুখে ওদের সমর্থন আদায় করা সম্ভব নয়।'

'না,' ফিসফিস করল চেলসি। 'সম্ভব নয়।'

'ওদের অ্যাকটিভ সাপোর্ট ছাড়া ট্রেন থামানো, থামানোর পর দাঁড় করিয়ে রাখাও অসম্ভব,' বলল রানা।

'হ্যাঁ,' সায় দিল চেলসি, ঘন ঘন চোখ আর মুখের রক্ত মোছায় হাতের রুমালটা ভিজে জবজবে হয়ে গেছে।

'জেনেভা থেকে প্রতিষেধক আসতে দশ-বারো ঘণ্টাও লেগে যেতে পারে,' রানার ঘড়ঘড়ে, বেসুরো গলায় হতাশা। 'ট্রেন দাঁড় করিয়ে রাখতে না পারলে ফিরে এসে দেখব অনেক আগেই সিনিস্টার ব্রিজ থেকে নদীতে পড়ে গেছে ট্রেন।'

ডেনাস আর সন্দেশা কেঁদে ফেলল।

'প্যাসেঞ্জারদের মুখোমুখি হব আমি,' বলল রানা, 'ওরা যদি ট্রেন থামাতে সাহায্য করতে রাজি না হয়, আমি প্রতিষেধক আনতে পারলেও কোন লাভ হবে না।'

'না, মাসুদ ভাই!' প্রতিবাদ করল হাসান। 'ওরা আপনাকে দেখা মাত্র মেরে ফেলবে।'

'হ্যাঁ, সাংঘাতিক খেপে আছে সবাই...'

'এ ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই,' বলল রানা, হাতের সাব-

anisumon@yahoo.com
www.murchona.com©

মেশিনগানটা হাসানের হাতে ধরিয়ে দিল। 'খালি হাতে যাব আমি।'

'কিন্তু ওরা যদি আপনার যুক্তি না মানে?'

'সেক্ষেত্রে ট্রেনে তোমাদের সঙ্গেই থাকব আমি,' বলল রানা। 'কোথাও যাব না।'

'মানুষগুলো বোকামি করবে, আর তাদের বোকামির জন্যে আমরা সবাই মারা যাব?' চেলসি টলছে দেখে তাকে ধরে ফেলল ভেনাস, দু'জনেই জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

মাথা নাড়ল রানা। 'ভেবেছিলাম চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে যাব আমি,' বলল ও। 'তারপর প্যাসেঞ্জারদের সাহায্য নিয়ে আপনারা ট্রেন থামাবেন। কিন্তু প্যাসেঞ্জাররা যেভাবে খেপে উঠেছে, এখন আর তা সম্ভব নয়। প্রথমে হয় ট্রেন থামাতে হবে, তা না হলে মূল ট্রেনের তিনটে কার সহ সামনের অংশ আলাদা করে ফেলতে হবে। দুটোর যে-কোন একটা ঘটুক, তারপর আমি প্রতিষেধক আনতে যাব।' কমপার্টমেন্ট ছেড়ে করিডরে বেরিয়ে এল রানা। ওর পিছু নিল কয়েকজন, হাত নেড়ে তাদেরকে নিষেধ করল ও।

আট

রানা নিষেধ করা সত্ত্বেও চেলসি, ভেনাস, হাসান আর দু'জন সুইডিশ ছাত্র রানার পিছু নিয়ে বেরিয়ে এল কমপার্টমেন্ট থেকে। হামলা হলে ঠেকাবার জন্যে সাতজন পুলিস থাকল কমপার্টমেন্টে, ওদের সঙ্গে ডোনাও আছে।

খালি তিনটে কার-এর শেষটায় ঢুকল ওরা। শেষ কার-এর শেষ কমপার্টমেন্ট থেকে দরজা খুলে বেরুলে একটা ডায়াফ্র্যাম কানেকটিং ব্রিজে পৌঁছানো যায়, পরবর্তী কার-এর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছে ব্রিজটা। দরজার সামনে হাতে অ্যাসেটিলিন টর্চ নিয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে নেলসন, পাশে এরিকার হবু বর কার্লসন। আরও কয়েকজন প্যাসেঞ্জারও রয়েছে, সবাই বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে নেলসনের দিকে।

রানাকে দেখে নেলসন প্রায় কেঁদে ফেলল। 'মি. রানা, টর্চটা কাজ করছে না!' হাঁপাচ্ছে সে। 'এদিকে আরেক বিপদ—ব্রিজের ওপারে প্যাসেঞ্জাররা জড়ো হয়েছে, আপনাকে চাইছে তারা, বলছে খুন করে ফেলবে...'

কথা না বলে ডায়াফ্র্যামের দরজাটা খুলল রানা। ব্রিজ পেরিয়ে অপরপ্রান্তের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, সেটা খুলে সামান্য একটু ফাঁক করল। দরজার ওদিকের করিডরে গিজগিজ করছে প্যাসেঞ্জার, রানাকে দেখতে পেয়ে মারমুখো হয়ে তেড়ে এল তারা। দরজা পুরোপুরি খুলে ট্রাফিক পুলিসের মত হাত তুলে তাদেরকে থামার ইঙ্গিত দিল রানা। 'আমি নিরস্ত্র, বিশ্বাস না হলে সার্চ করে দেখতে পারেন,' শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল ও। 'আমি জানি, আমার কথা আপনারা সবাই বিশ্বাস করতে পারছেন না। নতুন করে আপনাদেরকে আমার কিছু বলারও নেই।' হাতঘড়ি দেখল ও। 'আমি শুধু একটা অনুরোধ করব। মেজর ডানহিল বলেছে আমি সারেন্ডার না করলে আধ ঘণ্টা পর ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দেবে সে। আমার অনুরোধ, আপনারা আর বিশ মিনিট অপেক্ষা করুন। বিশ মিনিট পর তার দেয়া সময়সীমা পার হয়ে যাবে। তখন যদি ওরা ট্রেনে আগুন ধরাতে আসে, আমি কথা দিচ্ছি নিজেকে ওদের হাতে তুলে দেব।

'আপনারা আমাকে জিম্মি করে রাখুন। এখন থেকে ঠিক বিশ মিনিট পর, ট্রেনে যদি আগুন লাগাতে শুরু করে ওরা, আমাকে

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

ধরে ওদের হাতে তুলে দেবেন–কিংবা নিজেরাই এখানে আমাকে খুন করবেন। আমার এই ছোট্ট একটা অনুরোধ আপনারা রাখবেন না?'

প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। তারপর একজন জিজ্ঞেস করল, 'তারমানে আপনার ধারণা, মেজর ডানহিল মিথ্যে হুমকি দিয়েছেন? আপনি সারেন্ডার না করলেও ওরা ট্রেনে আগুন লাগাবে না?'

'নিজেদের কল্পনাশক্তি ব্যবহার করুন,' নরম সুরে বলল রানা। 'এক হাজারের ওপর যাত্রী, ট্রেনে আগুন দেয়া হলে তারা কি করবে? বলুন, কি করবেন আপনারা?' উত্তরের অপেক্ষায় পাঁচ সেকেন্ড থাকল ও, কিন্তু কেউ কথা বলছে না দেখে আবার নিজেই বলল, 'স্বভাবতই জানালা-দরজা ভেঙে ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করবেন–তাই না?'

'হ্যাঁ!' এবার একসঙ্গে কয়েকজন বলে উঠল। 'অবশ্যই!'

'কিন্তু সেটা ওরা ঘটতে দেবে না। কারণ ওদের ওপর নির্দেশ আছে ট্রেন থেকে সংক্রমিত একজন লোকও যেন নামতে না পারে। অর্থাৎ ট্রেনে আগুন লাগানোর কথা যেটা বলা হয়েছে সেটা স্রেফ মিথ্যে একটা হুমকি।' আবার হাতঘড়ি দেখল রানা। 'আর আঠারো মিনিট পর আমার কথার সত্যতা আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন। আমি শুধু এই আঠারোটা মিনিট সময় চাইছি আপনাদের।'

মারমুখো প্যাসেঞ্জাররা দ্বিধায় পড়ে গেল।

'আমার সঙ্গে আসুন,' বলে দরজার সামনে থেকে পিছিয়ে এল রানা। 'আমাকে ঘিরে রাখুন, আমি যাতে পালাতে না পারি।'

পিছিয়ে এসে ব্রিজের মাঝখানে থামল রানা। প্রতিপক্ষ প্যাসেঞ্জাররা অনেকেই হুড়মুড় করে ব্রিজে ঢুকে পড়ল। নেলসন, কার্লসন, চেলসি, ভেনাস, সবাই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'নেলসন, সামনের করিডরে সৈনিকরা কয়েকটা ফ্রেইমথ্রোয়ার ফেলে গেছে, অন্তত একটা হলেও নিয়ে আসতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে ছুটল নেলসন।

হাসানের হাত থেকে নিজের সাব-মেশিনগানটা চেয়ে নিল রানা। উপস্থিত সবাই যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছে, তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কানেকটিং ব্রিজের মেঝেতে থেমে থেমে গুলি করল রানা, চারকোনা একটা নকশা তৈরি করছে ইস্পাতের প্লেটে। সবাই জানে স্টীল প্লেটের নিচেই আছে কাপলিং ডিভাইস, দুটো কারকে এক করে রেখেছে।

বুলেটে ঝাঁঝরা স্টীল প্লেট, চৌকো একটা টুকরো, সরিয়ে ফেলল রানা। ওদের নিচে কাপলারটা দেখা যাচ্ছে। ওটা কয়েকটা স্টীল নাকল-এর সমষ্টি, তার নিচে মাটি আর ক্রস-টাই সগর্জনে এত দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে যে ঝাপসা একটা ঝলকের মত লাগছে দেখতে।

হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল নেলসন, তার হাত থেকে ফ্রেইমথ্রোয়ারটা ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিল রানা। কাপলিং ডিভাইসে তাক করল ওটা, বোতামে চাপ দিতেই চোখ-ধাঁধানো তীব্র নীল আগুন বিস্ফোরিত হলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিচের ইস্পাত টকটকে লাল হয়ে উঠল।

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'আর দু'মিনিট,' বলে হাসান আর ছাত্রদের দিকে তাকাল। 'একটা জানালা ভাঙো।' প্রতিপক্ষ প্যাসেঞ্জারদের দিকে ফিরে বলল, 'আপনাদের কয়েকজন সামনে চলে যান, যদি দেখেন সৈনিকরা ট্রেনে আগুন ধরাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে, চিৎকার করে জানাবেন। এখানে আপনাদের বাকি লোকজন থাকুক, তারা তখন আমাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারবে–কেউ বাধা দেবে না। ঠিক আছে?'

কয়েকজন প্যাসেঞ্জার মাথা ঝাঁকিয়ে ট্রেনের সামনের দিকে ছুটল।

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

দু'মিনিট পার হয়ে গেল। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সবাই। ইতিমধ্যে ব্রিজের একটা জানালা ভেঙে ফেলা হয়েছে। ট্রেনের সামনে থেকে কোন চিৎকার আসছে না। আরও দু'মিনিট অপেক্ষা করল রানা। তারপর বলল, 'এবার আমাকে যেতে হয়। ট্রেনের প্রতিটি প্যাসেঞ্জারকে বলে যাচ্ছি, ট্রেন দাঁড় করিয়ে রাখার দায়িত্ব আপনাদের সবার।'

কারও মুখে কথা নেই।

ম্যাপ থেকে চোখ তুলে চেলসি বলল, 'আর তিন মিনিট পর পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে যাবে ট্রেন। সেই সঙ্গে স্পীডও বাড়বে। নামলে এখনই, পরে আর সুযোগ পাবেন না।'

সন্দেশা বলল, কিন্তু, মাসুদ ভাই, নামলেই তো ছাদ থেকে গুলি করবে ওরা—প্রিস্টকে যেভাবে করেছিল।'

'আমরা এখন কোথায়?' চেলসিকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'ট্রেন থেকে নেমে কোনদিকে যাব? কোথায় পাব শহর বা টেলিফোন?'

'ঘড়িতে আড়াইটা বাজে,' বলল চেলসি। 'আর আড়াই ঘণ্টা পর সিনিস্টার ক্রসিঙে পৌঁছুবে ট্রেন, যদি থামাতে না পারি।' ম্যাপে একটা আঙুল রাখল সে, রানাকে দেখিয়ে বলল, 'আমরা সম্ভবত এখানে রয়েছি—জায়গাটার নাম ওয়াকাস। আপনি দক্ষিণ দিকে যাবেন, রেললাইনের দেড়-দু'মাইল দূরে একটা ওয়েদার স্টেশন আছে। আর কিছু পাবেন না—ম্যাপে দেখা যাচ্ছে গোটা এলাকা ফাঁকা। পাথুরে মাটি, লোকবসতি নেই...'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'নেলসন, চেলসি, হাসান—সবাই মন দিয়ে শুনুন,' বলল রানা। 'প্ল্যানটা আরেকবার মনে করিয়ে দিচ্ছি। স্বেচ্ছাসেবক ও সমস্ত প্যাসেঞ্জার, সবাই মিলে চেষ্টা করলে তবেই ট্রেন দাঁড় করিয়ে রাখা যাবে। আমি নেমে গেলে পিছনের এঞ্জিন রিভার্স করতে বলবেন ড্রাইভারদের। ব্যাপারটা রশি টানাটানির মত হবে—সামনের এঞ্জিন ট্রেনটাকে সামনে টানবে, পিছনেরটা পিছনে টানবে। পাহাড় থেকে ঢাল বেয়ে নামার সময় এতে খুব

একটা লাভ হবে না, তবে গতি কমিয়ে দেয়া যাবে। সামনে চড়াই-উৎরাই দুটোই পড়বে, কাজেই ঢাল বেয়ে ওঠার সময় সামনের এঞ্জিন যতই টান দিক, ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য।

'তখন সৈনিকরা আবার হামলা করতে আসবে। যাই ঘটুক, তারা যেন পিছনের এঞ্জিন দখল করতে না পারে।' সদ্য ভাঙা জানালার সামনে চলে এল রানা। 'বিদায়। তবে কথা দিচ্ছি, আমি ফিরে আসব—এমন কি প্রতিষেধক যদি নাও পাই।'

'আর দু'মিনিট পর পাহাড়ের মাথায় উঠবে ট্রেন,' বিড়বিড় করল চেলসি।

জানালা দিয়ে মাথা বের করে বাইরে তাকাল রানা। ওর কোমরে একটা ফ্লেইমথ্রোয়ার আর একটা পিস্তল গুঁজে দিল চেলসি। ট্রেনের গতি এখন খুবই কম। লাফ দিয়ে পড়লে হাড়গোড় ভাঙার তেমন আশঙ্কা নেই। তবে গুলি খাবার ভয় ষোলোআনাই আছে, কারণ সামনের একটা কার-এর মাথায় কয়েকজন সৈনিককে দেখা যাচ্ছে, ট্রেনের দু'দিকেই নজর রাখছে তারা।

জানালা থেকে লাফ দেয়ার আগে ইতস্তত করছে রানা। হাতে সাব-মেশিনগান। ভাবছে। কেন যাচ্ছে ও? গিয়ে কি লাভ? জেনেভা থেকে হাজার মাইল দূরে চলে এসেছে ট্রেন, সেখান থেকে রেমিডির প্রতিষেধক পৌঁছুতে সময় লাগবে কম করেও দশ থেকে বারো ঘণ্টা, অথচ ট্রেন সিনিস্টার ক্রসিঙে পৌঁছুবে আর মাত্র আড়াই ঘণ্টা পর। দক্ষ একদল মার্কিন সৈন্যের সঙ্গে চোদ্দজন সিকিউরিটি পুলিস আর পঞ্চাশজন অদক্ষ স্বেচ্ছাসেবক কতক্ষণ লড়তে পারবে?

ওকে ইতস্তত করতে দেখে পিছন থেকে চেলসি বলল, 'আমাকে সঙ্গে নেবেন, প্লীজ? আমাকে বা আর কাউকে? দু'মাইল হাঁটতে হবে, পথে যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন?'

'না। ঝুঁকির মাত্রা তাতে বাড়বে।' মাথা নাড়ল রানা।

রানাকে টেনে সরিয়ে আনল দু'জন পুলিস। 'স্যার, ছাদ থেকে ওরা আপনাকে গুলি করবে। তার আগে আমরা যদি গুলি করি, ওরা আড়াল নিতে বাধ্য হবে, সেই সুযোগে লাফ দেবেন আপনি।'

জানালা দিয়ে সাব-মেশিনগান বের করে ট্রেনের সামনের দিকে কার-এর ছাদ লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করল ওরা, ওদের ফাঁক গলে জানালার ফ্রেমে উঠল রানা, তারপর লাফিয়ে পড়ল মাটিতে।

ঢাল থেকে গড়িয়ে শুকনো একটা নালায় পড়ল রানা, সেটাই আড়াল হিসেবে কাজে লেগে গেল। সৈনিকরা ছাদ থেকে অটোমেটিক রাইফেল দিয়ে গুলি করছে, একটাও লাগল না।

ঢালের গা থেকে পাহাড়ের মাথায় উঠে যাচ্ছে ট্রেন, একেবারে শম্বুকগতিতে। পিছনের ইলেকট্রিক এঞ্জিনের ড্রাইভাররা রানার নির্দেশ মত কাজ শুরু করেছে–রিভার্স করে দিয়েছে এঞ্জিন।

তবে দেরি হয়ে গেছে, পূর্ণ শক্তি ফিরে পেতে সময় নিচ্ছে এঞ্জিন। গতি কমলেও, ট্রেন পাহাড়ের মাথায় উঠে যাচ্ছে। সামনের ডিজেল এঞ্জিনের টান অনেক বেশি।

নালা থেকে উঠে এল রানা। জানে এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করা বোকামি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওয়েদার স্টেশনে পৌঁছুতে হবে ওকে, ফোন করতে হবে জেনেভায়, কি ঘটছে আর কি চাই সব কথা ব্যাখ্যা করে বলতে হবে ড. নাসিমুল গনিকে। প্রতিষেধক পাঠানোর জন্যে প্রস্তুতি নিতে তাঁরও অনেক সময় লাগবে। রানা জানে রেমিডি-র নিজস্ব হেলিকপ্টার আছে, তা থাকলেও ল্যাব থেকে বের করে প্রতিষেধক তুলতে হবে তাতে। কয়েকটা দেশ পার হয়ে পোল্যান্ডে পৌঁছুতে হলে রিফুয়েলিঙের জন্যে নামতে হবে কয়েক জায়গায়। সব মিলিয়ে হেলিকপ্টারের পৌঁছুতে সময় লেগে যেতে পারে পনেরো থেকে বিশ ঘণ্টা।

কোন যুক্তিই বলে না ট্রেন যাত্রীদের বাঁচানো সম্ভব। অথচ সবাইকে কথা দিয়ে এসেছে, প্রতিষেধক নিয়ে ফিরে আসবে।

এমনকি প্রতিষেধক আনতে না পারলেও ফিরে আসবে। তিক্ত হেসে নিজেকে একটা গাল দিল রানা, শালা মিথ্যুক!

দেরি তো হয়েই গেছে, নাহয় আরও একটু হোক। অদ্ভুত হলেও সত্যি, রানা কোন ব্যস্ততা অনুভব করছে না। পরাজয় সুনিশ্চিত বলে জানে, সেটাই হয়তো কারণ।

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা ট্রেনটার দিকে। পাহাড়রে চূড়ায় উঠতে অনেক সময় নিচ্ছে। তবে উঠল। পরম স্বস্তি আর আনন্দ অনুভব করল রানা। চূড়ায় ওঠার পর দাঁড়িয়ে পড়েছে ট্রেন। সবটুকু নয়, ট্রেনের শেষ একটা কার আর এঞ্জিন রুমটা দেখতে পাচ্ছে ও। একচুল নড়ছে না।

দুই এঞ্জিনের মধ্যে শুরু হয়েছে টাগ-অভ-ওঅর।

কোত্থেকে যেন নতুন শক্তি ফিরে এল শরীরে, মনে জাগল নতুন আশা। রেললাইনের দিকে পিছন ফিরে ছুটল রানা, যাচ্ছে দক্ষিণ দিকে। ছোটার মধ্যেই মাঝে মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে, দেখে নিচ্ছে ট্রেনটাকে। সেই একই জায়গায় স্থির হয়ে রয়েছে ট্র্যান্সকন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেস।

ফাঁকা মাঠ, এখানে সেখানে পাতাবিহীন দু'চারটে গাছপালা, শুকনো নালা, মাথার ওপর নীল আকাশ, এছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না। এক সময় পিছন ফিরে ট্রেনটাকে আর দেখতে পেল না রানা, দৃষ্টিসীমার বাইরে এখন সেটা।

ট্রেন থেকে নামার পর আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। সম্ভবত মাইলখানেক এগোতে পেরেছে রানা। অকস্মাৎ পায়ে কি যেন বিঁধল, তীব্র জ্বালা যেন আগুন ধরিয়ে দিল সারা শরীরে। নিজেকে সামলাতে পারল না, শিশুর মত ককিয়ে কেঁদে উঠল। দাঁড়িয়ে পড়েছে। হাঁপাচ্ছে। পায়ের দিকে তাকাতে সানগ্লাসের ভেতর বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে ফেলে আসা পথের দিকে তাকাল। তিন গজ পিছনে পড়ে রয়েছে ডান পায়ের বুটটা। আবার নিজের পায়ে ফিরে এল দৃষ্টি। শুধু বুট নয়, বুটের

সঙ্গে ডান পায়ের সবটুকু চামড়াও খসে গেছে। পায়ের তলা আর পায়ের পাতার ওপরে দেখা যাচ্ছে ত্বকবিহীন মাংস, দগদগে ঘায়ের মত লাল।

বসে পড়ল রানা। কাঁধ থেকে সাব-মেশিনগান নামিয়ে পাশে রাখল। কোমর থেকে ফ্লেইমথ্রোয়ার ও অটোমেটিক পিস্তলটাও বের করে আরেক পাশে রাখল। গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে দিয়েছে চেলসি, ধীরে ধীরে খুলল সেটা। শার্ট খুলে ছিঁড়ল, কয়েকটা ফালি দিয়ে জড়াল ডান পা। তারপর, ধীরে ধীরে, বাঁ পায়ের বুটটা খুলতে চেষ্টা করল।

যতই সাবধান হোক, বুটের সঙ্গে বাঁ পায়ের চামড়াও উঠে এল। ছেঁড়া শার্টের বাকি ফালিগুলো দিয়ে এই পায়েও ব্যান্ডেজ বাঁধল। গায়ে গেঞ্জি আছে, সেটার দিকে তাকাতে ঘিন ঘিন করে উঠল শরীর। গায়ের চামড়া আলগা হয়ে খুলে এসেছে, সেঁটে আছে গেঞ্জির সঙ্গে। মাথা চুলকে ভাবছে গেঞ্জিটা গা থেকে খোলা উচিত হবে কিনা, কয়েক গাছি চুল উঠে এল হাতে।

সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, কথাটা প্রতি মুহূর্তে নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছে রানা। সাব-মেশিনগানটা নিল না। শুধু ফ্লেইমথ্রোয়ার আর পিস্তলটা নিয়ে সিধে হলো। পায়ের ব্যান্ডেজ যথেষ্ট পুরু নয়, এখন আর রানা ছুটতে পারছে না, হাঁটছেও টলতে টলতে। প্রথমে পিছিয়ে এসে ডান পায়ের বুটটা পোড়াল, তারপর দ্বিতীয়টা।

আরও আধ মাইল পেরিয়ে এল রানা। সময় লাগল প্রায় এক ঘণ্টা। শরীর আর চলতে চাইছে না। সামনে মৃত্যু এসে হাজির হলে বা চরম কোন বিপদে পড়লে মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে ডাকে, তাঁর রহমত কামনা করে—প্রচণ্ড রাগে উল্টোটা করছে রানা—তুই নির্মম! তোর দয়ামায়া বলে কিছু নেই!

পরমুহূর্তে শুরু হলো রক্তবমি। কিন্তু জেদ, থামবে না। বমি করলেই পিছিয়ে আসছে, মাটি আর ঘাস সব পুড়িয়ে দিচ্ছে

ফ্লেইমথ্রোয়ারের আগুন দিয়ে।

তারপর সটান আছাড় খেয়ে পড়ে গেল কিংবদন্তীর নায়ক। পড়ার পর আর নড়ছে না।

পাহাড়ের ঢাল থেকে এদিকেই তাকিয়ে ছিল এক রাখাল, সঙ্গে দুটো ছাগল। রানাকে পড়ে যেতে দেখে ছুটল সে। ছাগল দুটোর গলায় বাঁধা রশি জোড়া মুঠোয় ধরে আছে।

মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটির কমান্ড সেন্টারে টান টান উত্তেজনা, সদস্যরা সবাই একদৃষ্টে ওয়াল স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে। স্ক্রীনে প্রজেক্ট করা ম্যাপে ট্রেনের পজিশন স্পষ্ট লাল একটা বিন্দু। ঘড়িতে এই মুহূর্তে চারটে বাজে। তিনটে থেকেই ট্রেনের গতি কমে গেছে। পাহাড়ী ঢাল বেয়ে উঠতে হচ্ছে, সেটাই মন্থরগতির কারণ বলে ধরে নেয়া হয়েছিল। তারপর পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আসে ট্রেন, সেই সঙ্গে ট্রেন একেবারে অচল হয়ে পড়ে।

কমান্ড সেন্টারে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সবাই। রেডিও-টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে অনেক আগেই, ট্রেনে কি ঘটছে জানার কোন উপায় নেই। রিমোট সেনসিং ডিভাইস শুধু ট্রেনের পজিশন জানাতে পারছে।

পাফ এরিকসন ফিসফিস করে জানতে চাইলেন, 'দুটো এঞ্জিন, তাই না? কোন্‌টার শক্তি বেশি?'

অস্থির উত্তেজনায় পায়চারি করছেন জেনারেল লী মার্শাল। 'পিছনেরটা ইলেকট্রিক এঞ্জিন, সামনেরটা ডিজেল। শক্তি দুটোরই সমান।'

'মাসুদ রানা পিছনের এঞ্জিন দখল করে নিয়েছে, প্যাসেঞ্জারদের সাহায্যে,' বললেন পাফ। 'দুই এঞ্জিনের মধ্যে টাগ-অভ-ওঅর শুরু হয়েছে।' হাতঘড়ি দেখলেন। 'সিনিস্টার ক্রসিং আর পঞ্চাশ মাইল দূরে। আমাদের হিসাব অনুসারে পাঁচটা তেরো মিনিটে ট্রেন ব্রিজে উঠবে, তাই না?'

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

'হ্যাঁ, এখন থেকে এক ঘণ্টা বারো মিনিট পর,' বললেন জেনারেল। 'কিন্তু আদৌ কি ট্রেনটা সিনিস্টার ক্রসিঙে পৌঁছুবে? ট্রেন থেমে আছে, ইতিমধ্যে যদি প্যাসেঞ্জাররা নিচে লাফিয়ে পড়ে থাকে–কেয়ামত নেমে আসবে! আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সাফ হয়ে যাবে দুনিয়ার মানুষ!'

হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল পাফ এরিকসনের চেহারা। 'জেনারেল! পিছনের এঞ্জিন বিদ্যুতের সাহায্যে চলছে, তাই না? রেললাইনের পাশের ইলেকট্রিক লাইন থেকে পাওয়ার সাপ্লাই পাচ্ছে এঞ্জিনটা, ঠিক? সৈনিকরা ছাদে উঠে লাইন কেটে দিলেই তো পারে, পিছনের এঞ্জিন সঙ্গে সঙ্গে অচল হয়ে পড়বে।'

পায়চারি থামিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন জেনারেল, 'ওহ্ গড!' তাই তো পরমুহূর্তে হতাশায় চুপসে গেলেন। 'কিন্তু মেজর ডান হিলকে বুদ্ধিটা দেবে কে?'

পাফ এরিকসন আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'এটা তো অত্যন্ত সাধারণ একটা বুদ্ধি, এক সময় তিনি নিজেই বুঝতে পারবেন।'

পাহাড়ের চূড়া তিনমাইল দীর্ঘ, পুরোটাই সমতল, তারপর আবার শুরু হয়েছে ঢাল, নেমে গেছে বিশাল এক উপত্যকায়। উপত্যকার শেষে আবার একটা পাহাড়, ওটাই শেষ, তারপরই সিনিস্টার ক্রসিং আর সতেরো মাইল দূরে থাকবে।

চূড়ায় ওঠার পর প্রথম এক ঘণ্টা দুই এঞ্জিনের টাগ-অভ-ওঅর কেউ হারেনি বা কেউ জেতেনি। পিছনের এঞ্জিন ট্রেনটাকে পিছন দিকে টানছে, সামনেরটা সামনের দিকে ধাতব তর্জন-গর্জনই সার–প্রায় স্থির হয়ে আছে ট্রেন, কারণ দুটো এঞ্জিনের শক্তিই সমান।

তবে মাঝে মধ্যে কারেন্ট ফ্লাকচুয়েট করল, তখন ডিজেল এঞ্জিন ট্রেনটাকে খানিকটা টেনে নিল সামনের দিকে। এভাবে কিছুক্ষণ পর পর কারেন্ট সাপ্লাইয়ের বিঘ্ন ঘটায় তিন মাইল

সমতল রেলপথ ধরে একটু একটু করে এগোচ্ছে ট্রেন। সমতল পথটুকু পার হতে পারলেই সামনের ডিজেল এঞ্জিন জিতে যাবে, পিছনের এঞ্জিনের সাধ্য নেই ট্রেনটাকে ঢাল থেকে নিচে নামতে বাধা দেয়।

সংযোগ লাইন কেটে দিয়ে ইলেকট্রিক সাপ্লাই বন্ধ করে দেয়া হতে পারে, এই আশংকা ট্রেনে প্রথম জাগে চেলসির মাথায়। স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে যারা সাব-মেশিনগান চালাতে জানে তাদের ছ'জনকে ইলেকট্রিক লোকোমটিভের মাথায় তুলে দেয়া হয়েছে। ব্যাগেজ কমপার্টমেন্ট থেকে কয়েকটা ময়দার বস্তাও নিয়ে গেছে তারা, ট্রেনের সামনে থেকে মার্কিন সৈনিকরা গুলি করলে ওগুলোকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

ডাক্তারদের পরামর্শে বেশিরভাগ প্যাসেঞ্জার কাপড়চোপড় খুলে ফেলেছে, কারণ কাপড়ের ঘষা লাগায় গায়ের চামড়া উঠে আসছিল। নারী-পুরুষ কেউই লজ্জা পাচ্ছে না, প্রায় সমস্ত কাপড়চোপড় খুলে যে-যার কমপার্টমেন্টে বসে ঈশ্বরকে ডাকছে।

চেলসির মাথা থেকে খানিক পরপর একটা করে বুদ্ধি গজাচ্ছে। সন্দেশাকে সে বলল, 'রানা যখন হেলিকপ্টার নিয়ে ফিরে আসবেন তখন যদি ট্রেন চলন্ত অবস্থায় থাকে, উনি ল্যান্ড করবেন কোথায়?'

'ল্যান্ড করতেই হবে? হেলিকপ্টার থেকে রশির মই বেয়েও তো নামা যায়,' উত্তর দিল সন্দেশা।

'নামলে ছাদে নামবে, তাই না? ছাদ থেকে ট্রেনে ঢুকবে কিভাবে, বিশেষ করে তখন যদি ট্রেনে সৈনিকদের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকদের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়?'

চেলসির কথা শেষ হতে যা দেরি, ছুটে এসে হাসান খবর দিল, 'সৈন্যরা আবার মূল ট্রেনে ঢোকার চেষ্টা করছে।'

তারপরই শোনা গেল গোলাগুলির বিরতিহীন গর্জন। কমপার্টমেন্ট থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল হাসান।

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

নেলসন আর কার্লসন ডায়াফ্র্যাম কানেকটিং ব্রিজের কাপলিং খোলার কাজে ব্যস্ত। হাসানকে ছুটে যেতে দেখে নেলসন চিৎকার করে বলল, 'যেভাবে পারো সৈন্যদের ঠেকাও! দরকার হলে ফ্লেইমথ্রোয়ার ব্যবহার করতে বলো। কোনভাবেই যেন এদিকে আসতে না পারে ওরা!'

রাখাল আর ছাগল দুটো আর যখন মাত্র ষাট কি সত্তর ফুট দূরে, রানার জ্ঞান ফিরে এল। রক্তবমির ওপর শুয়ে আছে, কিন্তু সে দিকে খেয়াল নেই, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে বসল। 'পালাও! ভাগো!' চিৎকার করছে ও, কিন্তু গলা থেকে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে, একটা শব্দও পরিষ্কার নয়।

কিশোর রাখালের চেহারায় বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করার ব্যাকুলতা, আরও জোরে ছুটে আসছে। পিস্তলটা বেল্ট থেকে বের করে গুলি করবে রানা, কিন্তু নড়াচড়া করতে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে। ছেলেটা ত্রিশ ফুটের মধ্যে এসে পড়ল, এই সময় প্রথম গুলিটা করতে পারল। খুলি উড়ে যাওয়ায় ছিটকে পড়ে গেল একটা ছাগল। দ্বিতীয় ছাগলটা ব্যা-ব্যা করে চিৎকার জুড়ে দিল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রাখাল। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে।

'তুমি বা তোমার ছাগল, কেউ তোমরা কাছে আসবে না,' পোলিশ ভাষায় বলল রানা। ইঙ্গিতে ঘায়ে দগদগে নিজের শরীরটা দেখাল। 'আমি অসুস্থ, রোগটা ছোঁয়াচে।'

একটা আঙুল নিজের কানে তাক করল ছেলেটা, তারপর হাত নাড়ল, অর্থাৎ বলতে চাইছে রানার গলার আওয়াজ এতটাই দুর্বোধ্য যে কিছুই সে বুঝতে পারছে না।

গলায় আঙুল দিয়ে ইচ্ছে করে আরেকবার বমি করল রানা, তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'কাছে এসো না, আমি অসুস্থ—রোগটা ছোঁয়াচে। এদিকে একটা আবহাওয়া স্টেশন থাকার কথা, সেটা কোনদিকে তুমি জানো?'

গলার আওয়াজ আগের চেয়ে পরিষ্কার, রানার কথা ধরতে পেরে হাত তুলে রানার পিছন দিকটা দেখাল ছেলেটা।

ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে তাকাতেই গাছপালার আড়ালে ভাঙাচোরা একটা বিল্ডিঙের আভাস চোখে পড়ল। 'ছাগল নিয়ে চলে যাও তুমি।' টলতে টলতে দাঁড়াল ও, ফ্লেইমথ্রোয়ারের সাহায্যে খানিকটা মাটি ও তরল বমি পুড়িয়ে ফেলল, যেখানে এতক্ষণ শুয়ে ছিল।

কি বুঝল কে জানে, মরা ছাগলটাকে ফেলেই ছুটল রাখাল, পালিয়ে যাচ্ছে।

ফুলে ঢোল হয়ে গেছে শরীর, গায়ে চামড়া বলতে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই, খুলি থেকে খসে পড়েছে বেশিরভাগ চুল, চাপ দিলে খুলির চামড়াও বোধহয় হড়কে নেমে আসবে মাথা থেকে। মনের সমস্ত ইচ্ছে শক্তি এক করে এক পা করে হাঁটছে ও, পিছনে ফেলে আসা পদচিহ্ন আগুনে পোড়াতে ভুল করছে না। মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে বিল্ডিংটা, পৌঁছুতে বিশ মিনিট লেগে গেল। কব্জির চামড়া গলে গেছে, গলিত চামড়ায় ঢাকা পড়ে গেছে হাতঘড়ির ডায়াল। ট্রাউজারে ঘষে ডায়ালটা পরিষ্কার করতে হলো।

ট্রেন থেকে নেমে আসার পর দেড় ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, চারটে বাজে। ট্রেন থেমে না থাকলে আর এক ঘণ্টা পর সিনিস্টার ক্রসিঙে পৌঁছে যাবে।

ওয়েদার স্টেশনে কাউকে পেল না রানা। বিল্ডিংটার ছাদই নেই, অনেক আগেই ধসে পড়েছে। এটা একটা পরিত্যক্ত স্টেশন। হঠাৎ পাগলের মত হেসে উঠল রানা, সেটাকে কান্নারই নামান্তর বলা চলে। ভাঙা দরজা দিয়ে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ঢুকছে আর বিড়বিড় করছে আপন মনে, 'ফোন? পাগল নাকি! এখানে ফোন থাকে কি করে!' আরেকটা ঘরে ঢুকল ও। সব ক'টা চেয়ার উল্টানো, শুধু ডেস্কটা খাড়া করা। তাতে ফোনের রিসিভার দেখে নিজেকে ব্যঙ্গ করল ও, 'শালা, মনকে চোখ ঠাওরে কোন লাভ

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

আছে?'

ডেস্কের কাছে পৌঁছানো হলো না, আবার আছাড় খেলো রানা।

তবে এবার জ্ঞান হারায়নি, হামাগুড়ি দিয়ে ডেস্কের দিকে এগোচ্ছে, মেঝের ধুলোতে ফেলে যাচ্ছে রক্ত আর হাঁটু ও কনুই থেকে খসে পড়া চামড়া। ডেস্কের পায়া ধরে নিজেকে সিধে করল। এই মুহূর্তে সৃষ্টিকর্তাকে গালমন্দ করছে না। 'শক্তি দাও!' প্রার্থনা করছে। 'খোদা, শেষ একটা সুযোগ দাও আমাকে! অন্তত নিজেকে যেন সান্ত্বনা দিতে পারি চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি আমি।'

রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল রানা। পরমুহূর্তে বোকা হয়ে গেল।

ফোনটা ঠিক আছে, ডায়াল টোন পাচ্ছে রানা। কিন্তু ড. নাসিমুল গনির দেয়া ইরিডিয়াম ফোন নম্বরটা যে নোটবুকে লিখে রেখেছিল, সেটা ফেলে এসেছে ট্রেনে।

ইচ্ছে হলো মাথার চুল ছেঁড়ে, কিন্তু চুলের সঙ্গে খুলির আবরণও উঠে আসবে–নিজেকে অনেক কষ্টে দমন করল। ডেস্কের কিনারায় বসল রানা। 'শান্ত হও, লক্ষ্মী ভাই আমার!' নিজেকে বোঝাচ্ছে। 'অশান্ত মন কিছু মনে করতে পারে না। তোমার স্মরণ শক্তি খুবই ভাল, চেষ্টা করলে নম্বরটা মনে করতে পারবে।'

চোখ বন্ধ করে চিন্তা করলে মনঃসংযোগ বাড়ে, কিন্তু চোখের মণি বাইরে বেরিয়ে প্রায় ঝুলে পড়েছে, পাতা দুটোর পক্ষে সিকি ভাগও ঢাকা সম্ভব হলো না।

ডায়াল করছে রানা, যদিও আট সংখ্যার মাত্র চারটে মনে করতে পারছে। প্রথম চারটে সংখ্যা ডায়াল করার পর ক্রেডলে রেখে দিল রিসিভার, বাকি চারটে সংখ্যা মনে পড়ছে না। নাই পড়ুক মনে, আবার রিসিভার তুলে ডায়াল করল। এবারও চারটে সংখ্যা···না, পাঁচটা। কিন্তু বাকি তিনটে?

তৃতীয়বারের চেষ্টায় আটটা সংখ্যাই মনে করতে পারল রানা।

অপরপ্রান্ত থেকে সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত গলা ভেসে এল, 'হু ইজ দেয়ার?'

জবাব দেয়ার আগে কয়েকবার কেশে গলাটা যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে নিল রানা। 'মাসুদ রানা···'

'কোত্থেকে করছ?' ড. নাসিমুল গনির গলা কেঁপে গেল। 'ট্রেন থেকে নেমেছ কেন? কতজন নেমেছ তোমরা? ট্রেন এখন কোথায়···' একসঙ্গে একের পর এক প্রশ্ন করে চলেছেন তিনি।

বাধা দিল রানা। 'ট্রেন সম্পর্কে আপনি জানেন? এমথ্রীএক্স সম্পর্কে?'

'আমি সব জানি।'

'কিভাবে?' হাঁপাচ্ছে রানা।

'প্যারিস থেকে ইরাকী এমব্যাসীর অ্যামব্যাসাডর আমাকে ফোন করে জানান। জানতে অনেক দেরি করে ফেলেন তিনি। ট্রেন জেনেভা থেকে রওনা হবার দশ ঘণ্টা পর, রাত দশটায়। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষেধক নিয়ে রওনা হয়েছি। রানা, কি ঘটেছে বলো আমাকে। ট্রেন এখন কোথায়?'

'ট্রেনের সবাই মারা যাচ্ছে, ডক্টর। আমার সন্দেহ ন্যাটোর মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিনিস্টার ক্রসিঙে ফেলে দেয়া হবে ট্রেন। ট্রেনের দুটো এঞ্জিনের মধ্যে টাগ-অভ-ওঅর চলছে। আমি একা নেমে এসেছি আপনাকে ফোন করার জন্যে। আপনি কোথায়, ডক্টর? কিসে?'

'আমরা হেলিকপ্টারে। রেগুলার রুটে ট্রেন পাইনি, তাই চারদিকে খুঁজছি। তুমি কোথায়?'

'পোল্যান্ডে। জায়গাটার নাম ওয়াকাস। পরিত্যক্ত একটা ওয়েদার স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে দেড় মাইলের মত হেঁটে আসতে হয়েছে। ডক্টর, প্রতিষেধক নিয়ে সরাসরি ট্রেনে চলে যান, প্লীজ।

'ওয়াকাস থেকে ষাট মাইল দূরে রয়েছি আমরা, তবে

armanman@yahoo.com www.murchona.com

রেলপথের উত্তর দিকে,' ডক্টর গনি বললেন। 'ঠিক আছে, সরাসরি ট্রেনেই যাচ্ছি আমরা।' তারপর হঠাৎ মনে পড়ায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু তুমি? তোমার কি হবে?'

'আমাকে আপনারা বাঁচাতে পারবেন না,' হাতের তালুর চামড়া সহ রিসিভারটা খসে পড়ে যাচ্ছে হাত থেকে, সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল রানা। 'বাঁচতে আমি চাইও না–বীভৎস এই চেহারা আমার দরকার নেই।'

'আমরা তোমার কাছে আসছি,' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন ড. গনি। 'তোমার প্রতি আমার অনুরোধ, আর চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো। ফুয়েল নিতে নামতে হচ্ছে আমাদের, তা না হলে আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারতাম। রানা, মাই ডিয়ার বয়, কথা দিচ্ছি, তোমার আগের চেহারা ফিরিয়ে দেয়া হবে। গায়ের সব চামড়াও যদি খসে গিয়ে থাকে, আবার তৈরি হতে মাত্র দেড় থেকে দু'মাস সময় লাগবে...'

'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, কিন্তু না!' প্রতিবাদ করল রানা। 'আমি এখানে একা, আর ট্রেনে এখনও বেঁচে আছে প্রায় এক হাজার মানুষ। ওদের কাছাকাছি রয়েছেন আপনারা, কাজেই...'

কথা না বলে যোগাযোগ কেটে দিলেন ড. গনি।

নয়

চারটে তিপ্পান্ন মিনিট। মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটির কমান্ড সেন্টারের ম্যাপে লাল আলো আবার সচল হয়ে উঠেছে। ট্রেনের

স্পীড এই মুহূর্তে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল। সিনিস্টার ক্রসিং থেকে আর মাত্র সতেরো মাইল দূরে রয়েছে ট্র্যান্সকন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেস। এখন ঢাল বেয়ে নামছে, তবে খানিক পর আরেক ঢাল বেয়ে পাহাড় চূড়ায় উঠতেও হবে। ওঠার সময় স্বভাবতই স্পীড কমে যাবে, পিছনের এঞ্জিন উল্টোদিকে টান দেয়ায়। জেনারেল আশা করছেন, যতই দেরি হোক, খুব বেশি হলে আধ ঘণ্টার মধ্যে সিনিস্টার ক্রসিঙে উঠে পড়বে ট্রেন।

যুদ্ধ চলছে ট্রেনের ছাদে, দুই এঞ্জিনের মাথা থেকে সিকিউরিটি পুলিস আর মার্কিন সৈন্যরা পরস্পরকে লক্ষ্য করে গুলি করছে। সৈন্যদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার, পিছনের ইলেকট্রিক লোকোমটিভের ছাদে পৌঁছতে চায় তারা। ট্রেনের সঙ্গে ইলেকট্রিক কেবল-এর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারলেই এঞ্জিন অচল হয়ে পড়বে। কিন্তু সিকিউরিটি পুলিস সামনে ময়দার বস্তা স্তূপ করে রাখায় ভাল আড়াল পেয়ে গেছে, সৈন্যরা সুবিধে করতে পারছে না। দুই এঞ্জিনের মাঝখানে একুশটা কার, দূরত্ব অনেক বেশি বলে কোন পক্ষই টার্গেটে গুলি লাগাতেও পারছে না।

যুদ্ধ চলছে ট্রেনের ভেতরও। স্বেচ্ছাসেবক আর পুলিসরা এখানে বিশেষ সুবিধে করতে পারছে না। মূল ট্রেন আর নতুন জোড়া লাগানো পাঁচটা কারের মাঝখানের কানেকটিং ব্রিজ প্রথম থেকেই তাদের দখলে ছিল, এখন তারা মূল ট্রেনের তিনটে খালি কারের প্রথমটাও দখল করে নিয়েছে–বেদখল হয়েছে ওই কারের সবগুলো কমপার্টমেন্ট। ওই কারেরই একটা কমপার্টমেন্টে ছিল ডোনা, পুলিসরা পিছু হটে দ্বিতীয় কার-এ চলে আসার সময় তার কথা ভুলে যায়। তখন সে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে ছিল সীটের ওপর, সেটাই কারণ। কম্বলটাকে কম্বল বলেই ধরে নেয় তারা, বুঝতে পারেনি ভেতরে ডোনা আছে। দ্বিতীয় কার থেকে এখন

anmsumon@yahoo.com www.murchona.com

তার কান্নার আওয়াজ পাচ্ছে তারা। অথচ কারও কিছু করার নেই।

পাঁচটা বেজে আট মিনিট।

ফাঁকা একটা করিডর ধরে ছুটছে চেলসি, সামনে পড়ে যাওয়ায় ধাক্কা খেলো ভেনাসের সঙ্গে। 'ডোনাকে কোথাও দেখছি না! আপনি তাকে দেখেছেন?' হাঁপাচ্ছে সে।

'সর্বনাশ! তাকে তো খালি কার থেকে আনাই হয়নি!'

'ওহ্ মাই গড!' কেঁদে ফেলল চেলসি, ছুটল ট্রেনের সামনের দিকে।

পিছন থেকে চিৎকার করল ভেনাস। 'দাঁড়ান! শুনুন!'

আওয়াজটা চেলসিও শুনতে পেয়েছে। হেলিকপ্টারের আওয়াজ না? মনে পড়ল নেলসন আর কার্লসন দু'জোড়া কারের ডায়াফ্র্যাম কানেকটিং ব্রিজে আছে, ওখানে একটা জানালা ভাঙা হয়েছে–রানা যখন নেমে যায়। 'আসুন,' বলে আবার ছুটল সে।

ড. নাসিমুল গনির ভরাট গলার অট্টহাসি শুনে মনে হবে ভদ্রলোক পাগল হয়ে গেছেন। 'বিনয়ের নিকুচি করি, সত্যি কথাটা হলো–আমাকে ওদের নোবেল প্রাইজ দেয়া উচিত!'

হেলিকপ্টারের পাইলট ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল, ঠোঁটে সশ্রদ্ধ স্মিত হাসি লেগে রয়েছে।

রানার দিকে তাকালেন তিনি, ওর পাশের সীটেই হেলান দিয়ে বসে রয়েছেন, ভঙ্গিটা আয়েশী। 'আমাকে তুমি জিজ্ঞেস করছ, ট্রেনে যেহেতু ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে, কাজেই আমার ওখানে যাওয়া উচিত হবে কিনা!' আবার হেসে উঠলেন তিনি। 'মাত্র দুই ফোঁটা ওষুধ খাইয়েছি তোমাকে, কত? কতক্ষণ আগে? বিশ মিনিট। কেমন বোধ করছ বলো?'

'চোখ সাদা হয়ে গেছে, রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে, বমিও হচ্ছে না...'

'শুধু যে শরীরের বাইরে তা নয়, তোমার ভেতরের সমস্ত ক্ষতও সেরে উঠছে,' বাধা দিয়ে বললেন ড. গনি। 'আমার এই আবিষ্কারকে প্রতিষেধক বললে আমাকে অপমান করা হয়, ডিয়ার বয়। প্রতিষেধক নয়, আমাকে তোমরা মিরাকল্-এর জনক বলতে পারো। জাদুকর বললেও অসম্মান বোধ করব না। এক ফোঁটা ওষুধই যথেষ্ট, পেটে পৌঁছানোর প্রয়োজন হয় না, জিভে ছোঁয়ালেই কাজ শুরু করে দেয়...'

'স্যার!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল পাইলট। 'ট্রেন!'

পাইলটের পিঠের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল রানা ও ড. গনি। 'কই? কোথায়?' একযোগে জানতে চাইল ওরা।

পাহাড় চূড়ায় উঠে আবার স্থির হয়ে গেছে ট্রেন, সমান শক্তি নিয়ে দুটো এঞ্জিন দু'দিকে টানছে ওটাকে। এই চূড়া দু'মাইল দীর্ঘ, তারপরই সিনিস্টার ক্রসিং, দুশো বারো বছর ধরে দুটো পাহাড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। নিচে বয়ে যাচ্ছে ভরাট নদী। নদীতে গানবোট নিয়ে অপেক্ষায় রয়েছে একদল সৈনিক, পরনে প্রোটেকটিভ স্যুট, ট্রেন ব্রিজ থেকে খসে পড়ার পর লাশ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলবে।

মার্কিন সেনাবাহিনীর গ্রাউন্ড ট্রুপস ব্রিজের নাট-বল্টু এমন সতর্কতার সঙ্গে ঢিলে করে রেখেছে, ট্রেন ব্রিজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওটা ভেঙে পড়বে না। ট্রান্সকন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেসের ওজন ত্রিশ হাজার টনেরও বেশি, ওরা চায় গোটা ট্রেন অর্থাৎ পুরো ত্রিশ হাজার টন উঠে আসার পর ব্রিজ ভেঙে পড়ুক। ট্রেনের সামনের অংশ উঠলেই যদি ব্রিজ ভেঙে পড়ে, পিছনের বেশিরভাগ কার রক্ষা পেয়ে যেতে পারে। সে-কথা মনে রেখে হিসাব করে দুর্বল করা হয়েছে ব্রিজ। কাজ সেরে ব্রিজের ওপারে চলে গেছে তারা, হৃদয়হীন দর্শকের ভূমিকা নিয়ে তাকিয়ে আছে স্থির হয়ে থাকা ট্রেনটার দিকে।

anisumon@yahoo.com www.murchona.com

*

কাপলার-এ আগুন তাক করে রেখেছে কার্লসন, আর নেলসন সাব-মেশিনগানের ব্যারেল দিয়ে ওটার ওপর ঘন ঘন বাড়ি মারছে। আগুনের বিরতিহীন শিখা টকটকে লাল করে রেখেছে কাপলারটাকে। এখন সন্দেশার হাতেও পিস্তল দেখা যাচ্ছে, হাসানের পাশে দাঁড়িয়ে কার্লসন আর নেলসনকে কাভার দিচ্ছে ওরা।

দরজা খুলে কানেকটিং ব্রিজে ঢুকল চেলসি, হাঁপাচ্ছে। 'ডোনা!' কেঁদে ফেলল সে। 'ডোনা সামনের খালি কমপার্টমেন্টে রয়ে গেছে!' ছুটে খোলা জানালার সামনে চলে এল, মাথা বের করে বাইরে তাকাল। ট্রেনের পিছন দিকে তাকাতেই ডব্লিউএইচও লেখা হেলিকপ্টারটা দেখতে পেল এক পলকের জন্যে, পরমুহূর্তে ট্রেনের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা। 'রানা! সম্ভবত রানা ফিরে এসেছেন। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের হেলিকপ্টার নিয়ে!'

'কোথায়?' মুহূর্তের জন্যে কাজ থামিয়ে জানতে চাইল নেলসন।

ব্রিজে ঢুকে ডোনার পাশে দাঁড়াল ভেনাস। 'কই, আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!'

'ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে,' বলল চেলসি। 'হেলিকপ্টার নিয়ে রানা সম্ভবত ট্রেনের পিছনে ল্যান্ড করছে। আসুন!'

ব্রিজ থেকে ট্রেনের পিছন দিকে ছুটল চেলসি, তার পিছু নিয়ে ভেনাসও। ব্রিজের এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ওরা, আরেক দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল তিনজন পুলিস। 'আমরা হেরে যাচ্ছি! সৈনিকরা দুটো কার দখল করে নিয়েছে! এখানে পৌঁছুতে আর হয়তো দশ মিনিট লাগবে ওদের।' [illegible] ঢোকার পর দরজা বন্ধ করেনি, ট্রেনের সামনে থেকে এক পশলা বুলেট এসে ঢুকল। দু'জন পুলিস ঝাঁঝরা হয়ে গেল। তৃতীয় লোকটা এক লাফে সরে এসে বন্ধ করে দিল ইস্পাতের দরজা।

'চিন্তার কিছু নেই,' কাজ না থামিয়েই জবাব দিল কার্লসন, 'মি. রানা প্রতিষেধক নিয়ে ফিরে এসেছেন!'

নেলসন জানতে চাইল, 'আমাদের কতজন লোক মারা গেছে?'

'বাইশজন।'

'সৈনিকরা?'

'তেরোজন—সব মিলিয়ে বত্রিশজন।'

'এখানে লুকিয়ে থেকে লাভ নেই, যাও যুদ্ধ করো,' নেলসন কঠিন সুরে বলল। হাসান আর সন্দেশার দিকে তাকাল। 'আমাদেরকে কাভার দেয়ারও দরকার নেই, যাও, তোমরাও সৈনিকদের ঠেকাও!'

প্রতিষেধক নিয়ে ফিরে এসেছে রানা, খবরটা দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে পড়ল গোটা ট্রেনে। এমন একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হলো, তীরে এসে তরী ডোবে ডোবে। প্যাসেঞ্জাররা, প্রায় সবাই বিবস্ত্র, কিভাবে যেন জেনে ফেলেছে একজন ডাক্তারকে নিয়ে পিছনের এঞ্জিনরুমে উঠেছে রানা, সঙ্গে আছে প্রচুর পরিমাণে প্রতিষেধক—ব্যস, যে-যার কমপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে ট্রেনের পিছন দিকে ছুটল। দেখতে দেখতে প্রতিটি করিডর লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। সবাই এঞ্জিনরুমের দিকে এগোতে চাইছে, ফলে অচল হয়ে আছে নিরেট ভিড়। শুধু যে প্যাসেঞ্জাররা, তা নয়, পিছনের এঞ্জিনের মাথায় পুলিস আর স্বেচ্ছাসেবক যারা ছিল তারা রানা আর ড. গনিকে হেলিকপ্টার থেকে নেমে ট্রেনে উঠতে দেখেছে, ওদের হাতে বড় আকৃতির প্লাস্টিকের কয়েকটা ক্যান দেখে বুঝে নিয়েছে ওগুলোয় এমথ্রীএক্স ভাইরাসের প্রতিষেধক আছে—নিজেদের গুরুদায়িত্বে কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে ছাদ থেকে ট্রেনের ভেতর নেমে এল তারা। 'মারা যাচ্ছি!' প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে তারাও আর্তনাদ করছে, 'প্রতিষেধক চাই!'

ময়দার বস্তার পিছনে প্রতিপক্ষরা নেই, দেখতে পেয়ে সামনের

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com©

এঞ্জিনের খালি কারগুলোর ছাদ থেকে মার্কিন সৈনিকরা সাবধানে এগিয়ে আসছে। এই সুযোগে ট্রেনের সঙ্গে বিদ্যুৎ লাইনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেবে তারা। অচলাবস্থার অবসান এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। ট্রেন আবার গতি ফিরে পাবে।

পোস্টাল কমিউনিকেশন কার থেকে প্যাসেঞ্জারদের উদ্দেশে কথা বলছে রানা, লাউডস্পীকারের মাধ্যমে গোটা ট্রেনে ছড়িয়ে পড়ছে ওর কণ্ঠস্বর, পরিষ্কার ও স্পষ্ট। 'সবাই যে-যার কমপার্টমেন্টে ফিরে যান। দুই ফোঁটা ওষুধ জিভে ঠেকাতেই সুস্থ হয়ে গেছি আমি, সবার বেলাতেই তাই ঘটবে। কিন্তু যদি হুড়োহুড়ি করেন, ওষুধ খাওয়ানো সম্ভব হবে না। স্বেচ্ছাসেবক যারা সরাসরি যুদ্ধ করছেন না, তারা পোস্টাল কমিউনিকেশন কার-এ চলে আসুন, ওষুধ বিলি করার কাজে এখানে আপনাদের দরকার আমার।'

এখনও দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন।

কিন্তু রানার নির্দেশে কোন কাজ হলো না। প্যাসেঞ্জাররা নিজেদের মধ্যে মারামারি বাধিয়ে দিয়েছে। সবাই পোস্টাল কমিউনিকেশন কার-এ পৌঁছুবার জন্যে মরিয়া। ভিড়ের চাপে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছে অনেকে, বিশেষ করে মহিলা আর শিশুরা। অনেকেই পড়ে গেল, অসংখ্য পায়ের চাপে ভর্তা হয়ে গেল শরীরগুলো।

দশ-বারোজন স্বেচ্ছাসেবক পেল রানা। ডাইনিং কার থেকে গ্লাস নিয়ে আসা হলো। প্লাস্টিকের ক্যান থেকে গ্লাসে ঢালা হলো তরল প্রতিষেধক। কার-এর দরজা বন্ধ, সেটা ভিড়ের চাপে যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকদের প্রত্যেককে একটা করে প্রতিষেধক ভরা গ্লাস দেয়া হলো, সঙ্গে কয়েকটা করে ড্রপার। ড. গনি বললেন, 'এক ফোঁটার বেশি ওষুধ খাওয়ানোর দরকার নেই। বেশি খাওয়াতে গেলেও কম পড়বে না, তবে সময় নষ্ট হবে।'

দরজা খুলে ফেলল রানা। প্রবল এক স্রোতের মত ভেতরে ঢুকে পড়ল ভিড়ের নিরেট দেয়াল। স্বেচ্ছাসেবকদের হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল গ্লাসগুলো। রানা, ড. গনি আর স্বেচ্ছাসেবকদের পিঠ দেয়ালে ঠেকল।

কোমর থেকে পিস্তল বের করে সিলিঙে গুলি করল রানা। 'কেউ এক চুল নড়বেন না! কাউকে নড়তে দেখলেই তাকে আমি গুলি করব। ঠিক আছে, যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানেই থাকুন, একে একে সবাইকে ওষুধ খাওয়ানো হবে।' এই পরিস্থিতিতে অন্য কোন উপায় নেই, বুঝে নিয়েছে ও।

আবার প্লাস্টিক ক্যান থেকে ওষুধ ভরা হলো গ্লাসে। স্বেচ্ছাসেবকরা ড্রপারের সাহায্যে হাঁ করে থাকা প্যাসেঞ্জারদের মুখে দুই-এক ফোঁটা করে ওষুধ ফেলছে।

'যারা ওষুধ খেয়েছেন,' পাঁচ মিনিট পর বলল রানা, 'তারা এবার অন্যদের খাওয়ান! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সবাইকেই খাওয়াতে হবে।'

ভিড় ঠেলে এগোনো সম্ভব নয়। আক্ষরিক অর্থেই ভিড়ের মাথায় পা দিয়ে, কখনওবা সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে হামাগুড়ি দিয়ে, পোস্টাল কমপার্টমেন্টের দিকে এগিয়ে আসছে চেলসি আর ভেনাস।

সবাই মিলে কাজ শুরু করায় পোস্টাল কমিউনিকেশন কার-এ যারা ঢুকেছিল তাদেরকে ওষুধ খাওয়াতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগল না। তারা সবাই এখন বাইরের করিডরের ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা প্যাসেঞ্জারদেরকে ওষুধ খাওয়াচ্ছে। দুই ফোঁটায় কাজ হবে না ভেবে কেউ কেউ একবার খাবার পর আরেকবার খাচ্ছে, তবে তাদের সংখ্যা বেশি নয়।

করিডরে বেরিয়ে এসেছে রানা ও ড. গনি, জমাট বাঁধা ভিড়ের মাথায় চেলসি আর ভেনাসকে দেখতে পেয়ে হাঁ করে তাকিয়ে

amrsumon@yahoo.com www.murchona.com

থাকল রানা।

জনারণ্যের মাথা থেকেই চিৎকার শুরু করল চেলসি, 'রানা, সৈনিকরা ট্রেন দখল করে নিচ্ছে! আমরা পিছু হটছি! নেলসন এখনও কাপলার খুলতে পারেনি! কিছু একটা করুন!'

'তুমি গুলি করো, ভিড় কমাও,' রানাকে বললেন ড. গনি। 'সৈনিকদের আমি বোঝাব। আমরা যদি বাঁচি, ওরাও বাঁচবে।'

'আপনাকে ওরা গুলি করবে, ড. গনি,' বলল রানা। 'ওদের ওপর নির্দেশ আছে যে-কোন অবস্থাতে ব্রিজ থেকে নদীতে ফেলে দিতে হবে ট্রেন। ওরা কমান্ডো ইউনিটের সৈন্য, নির্দেশ অমান্য করতে জানে না।'

'আমি ওদেরকে নতুন জীবনদান করতে চাইছি,' হেসে উঠে বললেন ড. গনি। 'আর জীবনের চেয়ে প্রিয় আর কিছু আছে?'

'রানা,' এখনও চিৎকার করছে চেলসি। 'ডোনা! ডোনাকে আমরা খালি কমপার্টমেন্টে ফেলে রেখে এসেছি!'

পিস্তল বের করে আবার ফাঁকা গুলি করল রানা। 'সবাই একপাশে সরে যান, পথ ছাড়ুন!'

দ্রুত ওষুধ খাওয়ানোর কাজ শুরু হয়েছে, দেখে প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে স্বস্তি আর আস্থার ভাব খানিকটা হলেও ফিরে এসেছে। সরে গিয়ে পথ করে দিল তারা।

ড. গনি ছুটলেন, তাঁর পিছু নিয়ে রানাও। হঠাৎ পিছন থেকে ড. গনির কোট খামচে ধরল রানা। 'থামুন!'

বলার দরকার ছিল না, ড. গনি নিজেই দাঁড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন।

ট্রেন এখন আর স্থির নয়। চলতে শুরু করেছে।

সম্ভবত পুলিসদের একজনই চেঁচিয়ে উঠল, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে! ছাদে আমাদের কোন লোক নেই! সৈনিকরা ইলেকট্রিক লাইন কেটে দিয়েছে—অচল হয়ে গেছে আমাদের এঞ্জিন!'

পকেট থেকে ছেঁড়া ম্যাপ বের করে রানার চোখের সামনে মেলে ধরল চেলসি। 'সিনিস্টার ক্রসিং আর দু'মাইল দূরেও নয়। ওহ্ গড! শেষ রক্ষা হলো না! ট্রেন নদীতে পড়তে যাচ্ছে!'

এক মুহূর্ত বিহ্বল হয়ে পড়ল রানা। চোখে এখন সানগ্লাস নেই, হঠাৎ চোখ দুটো যেন দপ করে জ্বলে উঠল। গলায় যত জোর আছে, চিৎকার করে বলল, 'যারা ওষুধ খেয়েছেন বা খাননি, সবাইকে বলছি! আমার কথা মন দিয়ে শুনুন! যারা ওষুধ খেয়েছেন বা খাননি আমার কথা শুনলে একজনও মারা পড়বেন না। সামনে ব্রিজ, ট্রেনটাকে ব্রিজ থেকে নদীতে ফেলে দেয়া হবে। ফলে একজনও বাঁচবেন না। বাঁচার একটাই উপায় এখন—সমস্ত জানালা-দরজা ভেঙে নিচে লাফিয়ে পড়ুন! নিচেও ওষুধ পাবেন! ভাঙুন, দরজা-জানালা ভাঙুন! এখুনি! এখুনি লাফ দিন!'

পিছনের এঞ্জিন অচল হয়ে পড়ায় ট্রেন আবার সচল হয়েছে। ধীরে ধীরে বাড়ছে স্পীড। সিনিস্টার ব্রিজ এখন আর সামনের এঞ্জিন থেকে এক মাইল দূরেও নয়। বৈদ্যুতিক লাইন কেটে দিয়ে সৈনিকরা নিজেদের পজিশনে ফিরে গেছে, পাহারায় রেখে গেছে মাত্র একজনকে।

ডায়াফ্রাম কানেকটিং ব্রিজের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন ড. গনি, পিছনে রানা, চেলসি, ভেনাস আর স্টুয়ার্ট টাওয়েল। এখানে আসার পথে প্রতিটি কমপার্টমেন্ট করিডরে ভিড় করা প্যাসেঞ্জারকে একই নির্দেশ দিয়ে এসেছে রানা, 'দরজা-জানালা ভেঙে লাফিয়ে পড়ুন নিচে!' স্বেচ্ছাসেবকদেরও বলে এসেছে, 'ওষুধ নিয়ে নিচে নামো!'

রানার হাতে ইরিডিয়াম ফোনটা ধরিয়ে দিয়ে ব্রিজের অপরদিকের দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে গেলেন ড. গনি। ব্রিজের মেঝের কাটা অংশের কিনারায় দাঁড়িয়ে নিচে তাকাল

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

রানা। নেলসন সাব-মেশিনগানের ব্যারেল দিয়ে কাপলারে আঘাত করে চলেছে এখনও। 'এভাবে ওটা ভাঙতে পারবেন না,' বলল ও। এঞ্জিনরুমে একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস আছে। কন্ট্যাক্টগুলো নাকল-এর নিচে।

মুখ তুলে এক মুহূর্ত রানার দিকে তাকিয়ে থাকল নেলসন, তারপর হাত বাড়িয়ে নাকল-এর নিচের দিকটার নাগাল পেতে চেষ্টা করল। ঝট করে টেনে নিল হাতটা, চামড়া পুড়ে গেছে। এখন কাপলার ঠাণ্ডা হবার অপেক্ষায় থাকতে হবে ওকে।

সেকেন্ডের কাঁটা দ্রুত ঘুরছে। ট্রেন ব্রিজে উঠতে আর বোধহয় এক মিনিটও লাগবে না।

ট্রেনের সামনে থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। খোলা দরজা পেরিয়ে সেদিকে ছুটল রানা। খালি কার-এর একটা মাত্র কমপার্টমেন্টে পজিশন নিয়ে এখনও যুদ্ধ করে যাচ্ছে পুলিস আর স্বেচ্ছাসেবকরা, বাকি দুটো কার সৈনিকরা দখল করে নিয়েছে।

প্রতিটি কমপার্টমেন্টের সামনে থামল রানা, চিৎকার করে বলল, 'ট্রেন নদীতে পড়ে যাবে। যুদ্ধ করার দরকার নেই, সবাই পিছন দিকে চলে যাও। ঢাল বেয়ে উঠছে ট্রেন, গতি এখনও কম, লাফিয়ে নিচে পড়ার এটাই শেষ সুযোগ। নিচে ওষুধ পাবে।'

হাসান আর সন্দেশা করিডরে বেরিয়ে এল। 'আপনি? আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল সন্দেশা।

চেলসি রানার পিছনে চলে এসেছে, 'রানা, ডোনা!'

'আমি ড. গনিকে ডেকে আনতে যাচ্ছি, সম্ভব হলে ডোনাকেও নিয়ে আসব...' কাউকে বাধা দেয়ার সুযোগ না দিয়ে করিডরের অপরপ্রান্তের দরজা খুলে খালি দ্বিতীয় কারের করিডরে ঢুকে পড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে একবার শুধু চিৎকার করল, 'পালাও সবাই! ট্রেন থেকে লাফ দাও!'

করিডরে বেরিয়ে এসে রানা দেখল ওর পাঁচ গজ সামনে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ড. গনি। তাঁর সামনে দু'জন সৈনিক, হাতের অটোমেটিক, ড. গনির বুকের ওপর তাক করা।

ড. গনি ওদের সঙ্গে কথা বলছেন, 'সবই ভুল। আপনাদেরকে বোকা বানানো হয়েছে। এমথ্রীএক্স-এর প্রতিষেধক ওদের কাছে নেই, আছে আমার কাছে। এক ফোঁটা জিভে ঠেকালেই সবাই সুস্থ হয়ে যাবেন। আপনারা জানেন না, কিন্তু আমরা জানি-ট্রেনটা ব্রিজ থেকে ফেলে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে...'

একই সঙ্গে কয়েকটা ঘটনা ঘটতে দেখছে রানা। করিডরে রয়েছে ও, এদিকের জানালায় আলকাতরা মাখানো হয়নি-ট্রেনের বাইরে নদী দেখতে পাচ্ছে ও, নদীতে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে সশস্ত্র সৈনিকদের নিয়ে কয়েকটা গানবোট। তারমানে ব্রিজে উঠে পড়েছে ট্রেন।

একজন সৈনিক কঠিন সুরে বলল, 'আপনি হু-র একজন বিজ্ঞানী বলে দাবি করছেন, সেজন্যেই গুলি না করে অনুরোধ করছি, ফিরে যান। আমাদের ওপর নির্দেশ আছে, ট্রেনটাকে কোয়ারানটিনে পৌঁছে দিতে হবে, তার আগে ট্রেন থেকে কাউকে নামতে দেয়া যাবে না। আর প্রতিষেধকের কথা যেটা বলছেন, সেটা মিথ্যে। মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটির তরফ থেকে বলা হয়েছে, শুধু তাদের ল্যাবেই প্রতিষেধক তৈরি করা হয়েছে, অন্য কোথাও তা পাওয়া যাবে না। এরই মধ্যে কোয়ারানটিন সাইটে সেই প্রতিষেধক পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে...'

'এখনও সময় আছে, ট্রেন থামান, প্যাসেঞ্জারদের নামিয়ে দিন, আপনারাও নেমে পড়ুন-তারপর নিজেরাই চাক্ষুষ করুন আমার ওষুধ কি জাদু দেখায়...'

বদ্ধ জায়গার ভেতর অটোমেটিক রাইফেলের গর্জন কানের পর্দা ফাটিয়ে দেয়ার উপক্রম করল। প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে ছিটকে

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

পড়ে গেলেন ড. গনি। দুই সৈনিক আর রানার মাঝখানে দাঁড়িয়ে
ছিলেন তিনি, পড়ে যেতেই রানাকে দেখতে পেল সৈনিকরা।
রাইফেল তুলল তারা, এবার রানাকে মারবে। আর ঠিক সেই
মুহূর্তে রানা আর মেঝেতে পড়ে থাকা ড. গনির মাঝখানের একটা
দরজা থেকে করিডরে বেরিয়ে এল সাত বছরের ডোনা–দু'হাতে
চোখ রগড়াচ্ছে, কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। তার মাথার ওপর দিয়ে
গুলি করল রানা। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল সৈনিক দু'জন, দু'জনের
বুকই ব্রাশ ফায়ারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

ছুটে এসে রানাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ডোনা। এক হাতের
ভাঁজে আটকে নিয়ে তাকে বগলের কাছে তুলে নিল রানা,
অপরহাতে সাব-মেশিনগান। ঝট করে জানালার দিকে তাকাল
একবার। ট্রেনের সম্ভবত অর্ধেকটাই উঠে এসেছে ব্রিজে।

ঘুরল রানা। ছুটল।

করিডর ধরে ছুটছে, খোলা দরজা দিয়ে দেখে নিচ্ছে প্রতিটি
কমপার্টমেন্ট। সব খালি। হঠাৎ ঝাঁকি খেলো ট্রেন, তারপর দুলতে
শুরু করল। ব্রিজ ভাঙতে শুরু করেছে।

ডায়াফ্র্যাম কানেকটিং ব্রিজে পৌঁছে কাউকে দেখতে পেল না
রানা, কাপলার খুলতে বা ভাঙতে ব্যর্থ হবার পর সময় থাকতে
ট্রেনের পিছন দিকে চলে গেছে নেলসন তার সহকারীদের নিয়ে।
কিংবা হয়তো ট্রেন থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে গেছে।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে রানা। জানালা-দরজা ভাঙার
আওয়াজ ভেসে আসছে, তবে তা অনেক পিছন থেকে। একের
পর এক করিডর পেরিয়ে আসছে রানা, কারও সঙ্গে দেখা হচ্ছে
না।

সামনের এঞ্জিন সহ পাঁচটা কার অনেক আগেই ব্রিজে উঠে
পড়েছে। মূল ট্রেনের আরও ছ'টা কার এখন ব্রিজে। এখনও এক

করিডর থেকে আরেক করিডরে চলে আসছে রানা, কারও সঙ্গে
দেখা হচ্ছে না। জানালা দিয়ে ঘন ঘন বাইরে তাকাচ্ছে। নদীই শুধু
দেখা যাচ্ছে। এখন যদি ব্রিজ ভেঙে পড়ে–নিজের কথা ভাবছে না
ও–ডোনাকে বাঁচানো যাবে না।

সঙ্গে ওষুধ নেই, থাকলে ডোনাকে খাওয়াতে পারত।

অকস্মাৎ প্রচণ্ড ধাতব গর্জন শোনা গেল। এলিভেটর নিচে
নামার সময় যে অনুভূতি হয়, রানারও সেরকম হলো। ব্রিজ খসে
পড়তে যাচ্ছে। ট্রেনের পিছন থেকে প্যাসেঞ্জারদের সম্মিলিত
আর্তনাদ ভেসে এল। তারমানে এখনও সবাই ট্রেন থেকে নিচে
নামতে পারেনি।

তবে ব্রিজ এখনও অটুট। ট্রেন ধীরগতিতে এগোচ্ছে।

আরও একটা কর্কশ ধাতব গর্জন। তারপরও এগোচ্ছে ট্রেন।
গতি আরও মন্থর।

আরেক করিডরে চলে এল রানা। ফাঁকা এটাও। তবে
করিডরের শেষ মাথায়, দরজার ভেতর দিকে, চেলসিকে দেখতে
পেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সিনিস্টার ক্রসিঙ ভেঙে পড়তে শুরু
করল। রানার জন্যে অপেক্ষা করছে চেলসি, তবে এ অপেক্ষার
পরিণতি সম্ভবত মিলনাত্মক নয়, বিয়োগান্তকই হতে যাচ্ছে।

ছুটল রানা, ডোনাকে এমন ভঙ্গিতে ধরে আছে যেন ছুঁড়ে
দেবে চেলসির দিকে।

চেলসির গলায় কান্না, তারই সঙ্গে অসহায় ক্রোধ, 'লাফ দিন!'

করিডরের মাঝখানে রয়েছে রানা। করিডর ওর পিছন দিকে
কাত হয়ে পড়ছে। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল
চেলসি আর রানা পরস্পরের দিকে। তারপর রানা বলল, 'ধরুন!'
ডোনাকে ছুঁড়ে দিল ও।

দরজা গলে ভেতরে ঢুকল ডোনা, দু'হাত বাড়িয়ে তাকে লুফে
নিল চেলসি।

সিনিস্টার ক্রসিঙে এখন সব মিলিয়ে আঠারোটা কার, ওজন

amrsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

ত্রিশ হাজার টন।

করিডরের মাঝখান থেকে লাফ দিতে যাবে রানা, বিরতিহীন বজ্রপাতের শব্দ তুলে দরজার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল করিডর–দরজার ওপারে চেলসি, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে, বুকে জড়িয়ে রেখেছে ডোনাকে। বিচ্ছিন্ন করিডর সহ অদৃশ্য হয়ে গেল রানা।

সিনিস্টার ক্রসিং ধসে পড়ল ট্র্যান্সকন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেসের আঠারোটা কার নিয়ে। ঝপ করে খসে পড়ল, তা নয়। ট্রেনের আঠারোটা কার প্রথমে কাত হয়ে গেল, প্রায় অলস একটা ভঙ্গিতে। ট্রেনের যতটুকু অংশ ব্রিজে উঠেছে, খসে পড়ার সময় বাকি অংশের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সেটুকু। ঠিক যেখানে বিচ্ছিন্ন হলো, তার সামনের দিকটায় ছিল রানা। একেবারে শেষ মুহূর্তে চেলসিকে লক্ষ করে লাফ দিয়েছিল, কিন্তু সদ্য তৈরি ফাঁকটা পার হতে পারেনি।

পিছনের ইলেকট্রিক এঞ্জিন আর পাঁচটা কার পাহাড় চূড়ার কিনারায়, ব্রিজের ঠোঁটে স্থির হয়ে আছে, ট্রেনের বাকি অংশ অদৃশ্য হয়ে গেছে ব্রিজের সঙ্গে–এমনকি নদীতেও নেই কিছু, গভীর তলদেশে তলিয়ে গেছে ব্রিজের ভাঙা টুকরো আর প্রতিটি কার। পতনের সময় বিকট ধাতব শব্দ হলেও, এই মুহূর্তে প্যাসেঞ্জারদের কান্না আর উল্লাস ছাড়া অন্য কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

নদীতে গানবোটগুলো স্থির হয়ে আছে সদ্য ভেঙে পড়া ব্রিজ থেকে নিরাপদ দূরত্বে। লাশ ভেসে ওঠার অপেক্ষায় আছে গানবোটের সৈনিকরা, দেখামাত্র ফ্লেইমথ্রোয়ার দিয়ে পুড়িয়ে ফেলবে।

যুদ্ধ শেষ, হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে পুলিস আর স্বেচ্ছাসেবকদের

একটা দল ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়া প্যাসেঞ্জারদের ওষুধ খাওয়াচ্ছে, পড়ার সময় হাত-পা মাথায় যারা আঘাত পেয়েছে তাদের চিকিৎসা করতে সাহায্য করছে ডাক্তারদের; আরেক দল রেল লাইনে, ব্রিজের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা কারগুলো থেকে বাকি প্যাসেঞ্জাদের নিচে নামতে সাহায্য করছে, তাদের সঙ্গে হাত লাগিয়েছে চেলসি, ভেনাস, নেলসন, সন্দেশা, হাসান, কার্লসন ও স্টুয়ার্ড টাওয়েল। ট্রেন থেকে নিচে নেমেই প্রথমে ডোনাকে ওষুধ খাইয়েছে চেলসি, তারপর নিজেও খেয়েছে। একা শুধু হাসান এক ধারে দাঁড়িয়ে আছে, পায়ের কাছে নিজের পি. সি.।

সূর্য পাটে বসেছে, রক্তলাল বিশাল এক থালার মত ওটা, আর একটু পরই সন্ধে নেমে আসবে।

হাতে অটোমেটিক রাইফেল, খানিকটা দূর থেকে ওদের ওপর লক্ষ রাখছে একজন সৈনিক, পরনে হেলমেট আর মাস্কসহ প্রোটেকটিভ স্যুট। ট্রেনের পিছনের এঞ্জিনের মাথায় ছিল সে, এইমাত্র নেমে এসেছে–ওয়াশ করা ব্রেন, মিলিটারি হাইকমান্ডের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার ট্রেনিং পেয়েছে, আপোস করতে জানে না।

হঠাৎ প্রথমে তাকে ডোনা দেখতে পেল। চেলসির হাত ধরে টান দিল সে। চেলসি ঘুরল, ঘুরতেই দেখতে পেল সশস্ত্র সৈনিককে। ভয়ে শুকিয়ে গেল মুখ, ভাঙা গলায় জানতে চাইল, 'কে আপনি?'

কোন জবাব নেই। এক পা সামনে বাড়ল সৈনিক।

'বলুন কে আপনি? নিজের পরিচয় দিন!' চেলসিও এক পা সামনে এগোল।

কোন জবাব নেই।

দুই হাত দু'দিকে মেলে ছুটল চেলসি। নেলসন আর টাওয়েল বাধা দেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সে।

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

সৈনিক গুলি করল। বুলেটটা চেলসির ক্যামেরা গুঁড়িয়ে দিল। আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেল চেলসির চোখ। হাঁ করে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে। সমস্ত ঘটনার রেকর্ড ধ্বংস হয়ে গেছে। বোকার মত আবার সৈনিকের দিকে তাকাল ও। কোন কারণ ছিল না, যুক্তিসিদ্ধও নয়, তবু কেন যেন মনে হয়েছিল লোকটা রানা হতে পারে। জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ভুলটা করে বসেছে সে, এখন তার মাসুল দিতে হবে।

আবার রাইফেল তাক করল সৈনিক। পাথর হয়ে গেছে চেলসি, এক চুল নড়তে পারছে না, নিঃশ্বাস ফেলতেও যেন ভুলে গেছে।

গুলি হলো। দুটো গুলি, তবে একই সঙ্গে হওয়ায় একটাই আওয়াজ শুনতে পেল সবাই।

গুলি হবার ঠিক আগের মুহূর্তে পিছন থেকে চেলসিকে ধাক্কা দিয়েছে টাওয়েল। সৈনিকের বুলেট চেলসিকে লাগেনি, লেগেছে টাওয়েলকে। কেউ তার দিকে তাকাতে পারছে না, কারণ তার মাথার একটা পাশ উড়ে যাওয়ায় কুৎসিত আর বীভৎস দেখাচ্ছে ক্ষতটা।

দ্বিতীয় গুলিটা এসেছে চেলসি আর টাওয়েল যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই জায়গার পিছন থেকে–সরাসরি নয়, একটু ডান দিক থেকে। টাওয়েল আর সৈনিক একই সঙ্গে ছিটকে পড়েছে, সৈনিকের মুখোশ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে পড়েছে অটোমেটিক পিস্তলের বুলেট। মগজ ছাতু হয়ে গেলে মানুষ বাঁচে না, সে-ও বেঁচে নেই।

ঘাড় ফিরিয়ে সবাই তাকাল। শান্ত, দৃঢ় পায়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে রানা। চেলসির কাছ থেকে সাত গজ দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল। পিস্তলটা কোমরে গুঁজে রেখে ট্রাউজারের পকেট থেকে বের করল ইরিডিয়াম টেলিফোনটা।

চেলসি এই মুহূর্তে দমকা বাতাস, উড়ে এসে আছাড় খেলো

রানার বুকে। রানার মুখে চওড়া হাসি।

'ইউ বাস্টার্ড!' সীমাহীন পরম আনন্দে চেলসি আত্মহারা, সম্বোধনটা ভব্যতাবর্জিত হলেও তাতে শুধু নিখাদ আদর আর ভালবাসাই প্রকাশ পেল। 'আমি জানতাম! আমরা সবাই জানতাম–এতগুলো মানুষকে তুমি কাঁদাতে পারো না!'

কিন্তু কথাটা সত্যি নয়। প্রায় এক হাজার প্যাসেঞ্জার, ইতিমধ্যে প্রায় সবারই ওষুধ খাওয়া হয়ে গেছে, রানাকে দেখে যে হাসিটা তারা হাসছে সেটাকে কান্নাই বলতে হবে, কারণ সবারই চোখ থেকে অঝোর ধারায় পানি গড়াচ্ছে। অনেকেই ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে ফোঁপাতে শুরু করল।

'দুঃখ শুধু একটাই, যে ভদ্রলোকের কল্যাণে আমরা সবাই বেঁচে আছি, তাকে আমি বাঁচাতে পারিনি,' বলল রানা। 'ড. নাসিমুল গনি মারা গেছেন।'

সবাই চুপ করে থাকল, কেউ নড়ছে না, এ যেন পাগলাটে বিজ্ঞানী ড. নাসিমুল গনির সম্মানে নীরবতা পালন।

নিস্তব্ধতা ভাঙল রানাই। 'বিপদ কিন্তু এখনও কাটেনি,' বলল ও। 'নদী থেকে গানবোটের সৈনিকরা উঠে আসতে পারে। ন্যাটো আরও নতুন আমেরিকান সৈন্যও পাঠাতে পারে–আমাদেরকে মেরে ফেলার জন্যে...'

সবার মুখ শুকিয়ে গেল। কেউ নড়ছে না। একা শুধু হাসানকে এগিয়ে আসতে দেখল রানা। কাছে এসে ডিস্কটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। সেটা নিয়ে পকেটে রেখে দিল রানা।

'তবে চিন্তার কিছুই নেই,' সবাইকে আশ্বস্ত করল রানা, হাত তুলে ইরিডিয়াম ফোনটা দেখাল। 'এটা একটা স্যাটেলাইট ফোন। পৃথিবীর যে-কোন দেশের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারব। আপনারা সবাই আবার হাতে অস্ত্র তুলে নিন, হামলা হলে ঠেকাতে হবে। আর আমি জাতিসংঘ, ইন্টারপোল, চীন ও রুশ সরকার, বিবিসি, সিএনএন, রয়টার–সম্ভাব্য সব জায়গায় ফোন করে কি

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

ঘটেছে আর কি ঘটতে পারে জানিয়ে দিচ্ছি...'

এক-পা দু-পা করে এগিয়ে এসে রানার একটা হাত ধরল ডোনা। 'তাহলে আমার মামীকেও একটা ফোন করে দিন, বলুন আমার ন্যানি মিসেস আধুরা মারা যাওয়ায় আমি খুব দুঃখ পেয়েছি, তবে আমার জন্যে যেন চিন্তা না করে...'

'ঠিক আছে, ডোনা, তোমার মামীকেও ফোন করব।'

***

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

মাদক চক্র

কাজী আনোয়ার হোসেন

গল্পটা ঋজু মুর্তজা আর ডোনা জেফরিকে নিয়ে।
দু'জনেই রানা এজেন্সির এজেন্ট। পরস্পরকে ভালবাসে।
অকস্মাৎ ছন্দপতন ঘটল একজন খুন হয়ে যাওয়ায়। শোককে শক্তিতে পরিণত করল মাসুদ রানা, দ্বিতীয়জনকে বাঁচানোর জন্যে পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করল। পৃথিবীর নানা জায়গায় নতুন করে পপির চাষ শুরু হয়েছে, তাতে না আছে পাতা, না আছে পাপড়ি। বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা, প্রভাবশালী বহু লোক জড়িত, তাদের মধ্যে রানার ঘনিষ্ঠ লোকজন আর বন্ধু-বান্ধবও আছে, কিন্তু পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে না কাউকে।
আয়ারল্যান্ডে পৌঁছে নিঃসঙ্গ হয়ে গেল রানা,
সিন্ডিকেটের সশস্ত্র খুনীরা ওকে চারদিক থেকে ধাওয়া করছে।
ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে অপরাধীদের পরিচয়।
কিন্তু প্রশ্ন হলো, রানার বাঁচার উপায় কি!

Sumon

A lonely man in the crowded planet